মজমুয়া

ফাতাওয়ায় আমিনিয়া

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা –

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা –উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী– খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা–

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত।

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল)

মূল্য ৩০ টাকা মাত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ☆

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام علے رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين ☆

মজমুয়া

ফাতাওয়ায় আমিনিয়া

দ্বিতীয় ভাগ

—ঃ০ঃ—

২৫৩। প্রঃ—নাবালেগ স্বামী তাহার নাবালেগা স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে কি না?

উঃ—নাবালেগ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে, তালাক হইবে না, পক্ষান্তরে বালেগ স্বামী বালেগা ও নাবালেগা উভয় প্রকার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে।

২৫৪। প্রঃ—নাবালেগ স্বামীর তালাক দেওয়া স্ত্রীকে অন্যে নিকাহ করিতে পারে কি না?—

উঃ—পারে না, করিয়া থাকিলে, উহা হারাম হইবে ও তাহার সহিত সঙ্গম করা জেনা হইবে। এইরূপ স্ত্রীলোককে পৃথক করিয়া দেওয়া ওয়াজেব, নচেৎ তাহাদের সঙ্গে আহারও মেলামেশা নাজায়েজ হইবে।

২৫৫। প্রঃ— মাজার জেয়ারত করিবার নিয়ম কি, উহা প্রত্যহ করা যায় কিনা, মাজার জিয়ারতে কি কি নিয়ত করিতে হইবে? বাড়ীতে বসিয়া কোরান পড়িয়া পীর-আওলিয়ার রুহে বখশাইয়া দেওয়া যায় কিনা?

উঃ—প্রত্যের দিবসে গোর জেয়ারত করা জায়েজ হইবে, কিন্তু জুমা, শনিবার, সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জিয়ারত করা আষজল। জুমার দিবস জুমার নামাজের পরে জিয়ারত করা উত্তম। শনিবারে সূর্য্য উদয় হওয়া পর্যন্ত্য ও বৃস্পতিবারে দিবসের প্রথম বা শেষ ভাগে, বোজর্গ রাত্রিগুলিতে, বিশেষতঃ শবে বরাতে, এইরূপ দশম জেলহজ্জ তারিখে,

দুই ঈদে, আশুরা ও অন্যান্য মোবারক দিবসে জিয়ারত করা ভাল।

জিয়ারতের পূর্বে বাঁটিতে দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা, আয়তল-কুরছি একবার ও ছুরা এখলাছ তিনবার পড়িয়া মৃতের জন্য উহার ছওয়াব রেছানি করিবে, পথে কোন ফজুল কার্য্য করিবে না। গোরস্থানে পৌঁছিয়া জুতা খুলিয়া লইবে, কেবলার দিকে পিঠ ও মৃতের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিবে, 'আচ্ছালামো-আলায়কুম দারা কাওমেম মো' মেনিন অইন্না ইন-শায়াল্লাহো বেকোম লাহেকুন আন ছয়ালোল্লাহো লানা অলাকোমোল অ' ফিয়াত '' বলিলে, তৎপরে ছুরা ফাতেহা, আয়তলকুরছি, ছুরা জেলজাল, তাকাছোর, ছুরা বাকারের প্রথম মোফলেহুন পর্যন্ত্য, শেষ আমানার রাছুল হইতে 'কাফেরুন পর্যন্ত্য, এখলাছ ১১ বার, ছুরা মুলক, ও ইয়াছিন পড়িবে। যখন কবরের নিকট যাইবে তখন পায়ের দিক হইতে যাইবে। স্থান না থাকিলে মস্তকের দিক হইতে যাওয়াতে দোষ নাই। দোওয়া করার সময় কেবলার দিকে ফিরিয়া যাওয়া মোস্তাহাব। যদি কবরের নিকট বসিতে চাহে, তবে নিকট বসিতে পারে, কিন্তু অলি বোজর্গ হইলে একটু দূরে বসিবে।

যে স্থান হইতে ইচ্ছা হয়, কোরান পড়িয়া ছওয়াব রেছানি করিলে, পীর বোজর্গগন ছওয়াব পাইয়া থাকেন। মিছরি ছাপা আলমগিরি, ৫-৩৫০, নূতন ছাপা শামী, ১-৮৪৩-৮৪৪।

২৬৬। প্রঃ—একটি গরুর দ্বারা সাত জনের আকিকা হইবে কি না? পয়দা হওয়ার দিন হইতে সাত সাত দিবসের হিসাব রাখা জরুরি কি না?

উঃ—মাওলানা আবদুল গফফার লাক্ষবী ছাহেব রেছালায়-আকিকাতে, লিখিয়াছেন, একটি গরু দ্বারা সাত জনের আকিকা জায়েজ হইবে। সাত সাত দিবসের হিসাব রাখা মোস্তাহাব। এই দিবসের বিপরীত হইলেও আকিকা জায়েজ হইবে।

২৫৭। প্রঃ—একজন লোক বলিল, হিন্দুস্থানের দুই দল আলেম আছেন, প্রথম দেওবন্দের আলেমগণ, দ্বিতীয় বেরেলির আলেম মাওলানা আহমেদ রেজা খাঁ ছাহেব। আমি উভয় দলের আলেমগণের অতিথি। তৎশ্রবণে এক ব্যক্তি বলিয়া ফেলিল যে, আহমেদ রেজা খাঁ ছাহেবের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল এবং তিনি মোশরেক হইয়া গিয়াছেন, কেননা তিনি মিলাদ শরিফ পড়েন তৎপরে একজন সৈয়দ ছাহেব বলিলেন, আমি উক্ত ব্যক্তির

পশ্চাতে নামাজ পড়িব না, কেননা তিনি একজন বোজর্গ আলেমকে গালি দিয়াছেন এবং মোশরেক বলিয়াছেন, আরও তিনি মিলাদ শরিফের মোনকের। তখন সেই এমাম ছৈয়দ ছাহেবকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপ এমামের সম্বন্ধ্যে কোরান ও হাদিছ অনুসারে কি হুকুম? আর তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—মাওলানা আহমদ রেজ খাঁ ছাহেব জবরদস্ত আলেম ছিলেন। পক্ষ বিপক্ষ কোন লোক তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতির দাবি করিতে পারে না, মিলাদের কথা কোরান, তাওরাত ইঞ্জিল, জবুর ও হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত মিলাদে মোস্তাফা কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

মেশকাতের ৫১৩ পৃষ্ঠায় বয়হকি ও আহমদের হাদিছে আছেঃ—

ساخبركم باول امرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسىٰ ورئيا امى التى رات حين وضعتنى وقد خرج لها نوراضاء لها منه قصورالشام ☆

কোরান শরিফে হজরত ইছা ও হইয়াছে নবিদ্বয়ের পয়দাএশের কথা উল্লিখিত "হজরত (সঃ) বলিয়াছেন, অচিরে আমি তোমাদিগকে প্রথম অবস্থার সংবাদ প্রদান করিতেছি, আমি হজরত (সঃ) এব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া, হজরত (সঃ) ইছা (আঃ) এর সুসংবাদ এবং আমারা তার চাক্ষুষদর্শন যাহা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন যে সময় তিনি আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন। সত্যই তাহার জন্য একটি জ্যোতিঃ বাহির হইয়াছিল—যাহার দ্বারা তাঁহার পক্ষে শামদেশের অট্টালিকা সকল আলোকিত হইয়াছিল'।

কোরান হাদিছ, আছমানি কেতাব সমূহে হজরত (সঃ) এর পয়দাএশের কথা উল্লিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে, ছওয়াবের অধিকারী হওয়ার প্রবল আশা আছে, ইহা বর্ণনা করিলে, মোশারেক হইতে হয় না।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দুনইয়ার আলেম ফাজেল, পীর ওলি, এমাম মোজতাহেদ, মোহাদ্দেছ উন্মি সকলেই এই মিলাদের মহফেলে যোগদান করিয়া আসিতেছেন, হজরত (সঃ) বলিয়াছেন—

ان الله لا يجمع امتى على الضلالة

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা আমার উন্মতকে গোমরাহির উপর একত্রিত করিবেন না।"

দুনইয়ার সমস্ত লোক যখন এই মিলাদ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তখন ইহা গোমরাহির কার্য্য হইতে পারে না।

কাজেই যে ব্যক্তি মিলাদ পড়াকে শেরকের কার্য্য ধারণা করে, তাহাকে বেদয়াতি বলা ব্যতীত কিছুই নহে।

কোরান ছুরা নুরঃ—

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنو لهم عذاب اليهم فى الدنيا والاخرة ☆

"নিশ্চয় যাহারা ইমানদারদিগের সম্বন্ধ্যে দুর্নাম রটাইতে ভালবাসে তাহাদের জন্য দুনইয়া এবং আখেরাতে যন্ত্রনাদায়ক আজাব আছে"

মেশকাত, ৪১১ পৃষ্ঠা;—

لا يرمى رجل بالفسوق ولا يرميه بالكفر الاارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك رواه البخارى ☆

কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে ফাছেক কিম্বা কাফের বলিয়া অপবাদ দিলে, যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকার না হয় তবে উহা উক্ত প্রয়োগকারীর উপর ফিরিয়া আসিবে।"

আলমগিরিতে আছে, যদি কেহ কোন মুসলমানকে কাফের ধারনায় কাফের বলে তবে সে ব্যক্তি নিজে কাফের হইবে। আর গালি দেওয়া উদ্দেশ্যে কাফের বলিলে, কাফের হইবে না, (গোনাহ হইবে)।

উপরোক্ত বিররণে উক্ত এমাম ছাহেবের তজদিদে ইমাম, ও নেকাহ দোহরান ব্যতীত তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

২৫৮। প্রঃ—পালক পিতা বা তাহার ভাই পালিত কন্যাকে ৭ বৎসর বয়সে অলিরূপে কোন লোকের সহিত নেকাহ দেয়, কিন্তু তাহার আপন পিতা বর্ত্তমান আছে, এই নেকাহ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি পিতা এই নেকাহের সংবাদ শুনিয়া অনুমতি দেয় তবে উহা জায়েজ হইবে, অনুমতি না দিলে, উহা বাতীল হইবে। শামী, নূতন ছাপা ২-৪৪৯ পৃষ্ঠা।

২৫৯। প্রঃ—কোর্ট হইতে এইরূপ নেকাহ নাকোছ করিয়া দেওয়ার পরে অন্যের সহিত তাহার নেকাহ জায়েজ হইবে বলিয়া গণ্য হইবে কি

না? এই বিবাহের সাক্ষী, উকীল, মোল্লা অপরাধী বলিয়া গন্য হইবে। কি না?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে, ইহার সাক্ষী, উকিল ও মোল্লা অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৬০। প্রঃ—হিন্দুদের একটি পাকা মন্দির বা দেবদেবীর উপাসনালয় বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া আনিয়া উহার ইটের দ্বারা মছজেদ প্রস্তুত করা এবং উহাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে না।

২৬১ প্রঃ—সম্মতি লইয়া উহা ভাঙ্গিয়া মছজেদ প্রস্তুত করা কি?

উঃ—ইহাও উচিত নহে, কারণ একেত তাহাদের ধর্ম্ম মতে অক্‌ফ করা বস্তু কাহারও পক্ষে দান করা জায়েজ হইতে পারে না। কাজেই মুছলমানদিগের উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিরূপে দ্বিতীয় স্থল বিশেষে হতভাগা মুছলমানেরা নিজেদের উৎপন্ন মছজেদ হিন্দুদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গার নজির ধরিয়া তাহারা আমাদের উৎসন্ন মছজেদগুলি ক্রয় করার ও অধিকার করার চেষ্টা করিবে।

তৃতীয় ইহাতে প্রতিবেশী হিন্দুদিগের সহিত মুছলমানদিগের অকারণে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা হইবে।

২৬২। প্রঃ—যে বস্তু কোন দেবদেবী বা পীর গুলির নামে মানশা করা হয় কিম্বা তাহাদের গোরে লইয়া যাওয়া যায়, সে বস্তুগুলি খাদেমদিগের পক্ষে বিক্রয় বা দান করা জায়েজ হইবে কিনা? তৎসমূদয় ক্রয় করিয়া খাওয়া ও গ্রহণ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—দেবদেবী বা পীর ওলীর নামে মানশা করা বস্তু হারাম হইয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত তরিকত দর্পণ ও ছাইয়াকুল পারার তফছিরে লিখিত হইয়াছে। লোকেরা পীরদিগের নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের গোরের নিকট যে টাকা পয়সা মোমবাতি, তৈল খাদ্য সামগ্রী লইয়া গিয়া থাকে, তৎসমস্ত হারাম। অবশ্য যদি আল্লাহতায়ালার নামে করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, এসূত্রে উক্ত মানশা করা বস্তু অর্থশালী খাদেমদিগকে গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। যে ক্ষেত্রে উহা হারাম হইয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে উহা বিক্রয় করা, দান করা বা উহা ক্রয় করা ও গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। শামি, ২-১৫৫ ও আলমগিরি, ১-২২৯।

২৬৩। প্রঃ—কেহ কোন বস্তু দেবতাদের নামে মানশা করিলেন নূতন ধরণে ইমান আনিবে, নিজের স্ত্রীকে নেকাহ দোহরাইয়া লইবে, উক্ত কোফরমূলক মানশা আদায় করা জরুরি হইবে না, বরং সে বলিবে, খোদা আমি তওবা করিয়া উক্ত নিয়ত পরিবর্ত্তন করিয়া এই জন্তু বা বস্তু তোমার নামে মানশা করিতেছি। তাহার এই তওবা ও নিয়ত পরিবর্ত্তন লোক সমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, দ্রারিদ্রদিগকে দান করিবে বা খাওয়াইয়া দিবে, মছজেদে উক্ত বস্তু ব্যয় করা জায়েজ হইবে না, উহা দরিদ্র নামাজিগকে দান করিতে পারে, কিন্তু অর্থশালী নামাজীদিগকে উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

যদি সেই মানশাকারী এইরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তন না করে তবে মুছলমানগণ এইরূপ হারাম বস্তুকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে পারে না, মছজেদে ব্যয় করিতে পারে না, কাঙ্গালদিগকে খাওয়াইতে পারে—তফছিরে আজিজি।

২৬৪। প্রঃ—মালদার ও গরিবে এক সঙ্গে একটি গরুতে অংশী হইয়া কোরবাণি দিতে পারে কি না?

উঃ—২৪৮ নম্বর মাছলাতে উহা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে।

২৬৫। প্রঃ—ছাদকার বস্তু বা মানশার জিনিষ একজন গরিবকে কি পরিমাণ দিতে হইবে? গরিব উহা বিক্রয় করিলে কিম্বা দান করিলে, মালদারের পক্ষে উহা ক্রয় বা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—উহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই অবশ্য একটি লোককে নেছাব পরিমাণ জাকাত দেওয়া মকরুহ হওয়ার কথা শামীর ২৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কিন্তু তাহার পরিজনকে উহা বিতরণ করিয়া দিলে, প্রত্যেকের অংশের যদি নেছাব পরিমাণ না হয়, তবে মকরুহ হইবে না।

ওয়াজেব ছদকা ও মানশার বস্তুর এইরূপ হুকুম হইবে, কিন্তু নফল ছদকার এইরূপ হুকুম হইবে না। গরিবের নিকট হইবে উহা ক্রয় করা জায়েজ হইবে, তাহার নিকট হইতে উদার দান গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। মেশকাতের ১৬১ পৃষ্ঠার ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, বরিরা নাম্নী দাসীকে জাকাতের গোশত দোওয়া হইয়াছিল, ইহাতে হজরত বলিয়াছেন, তোমার জন্য উহা জাকাত, তুমি আমাকে দান করিলে আমার জন্য উহা তোহফা (উপঢৌকন) হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে , মিছকিনে উহা ধনী ব্যক্তিকে দান করিলে গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

২৬৬। প্রঃ—যদি কেহ অন্যের ফসল অন্যায় ভাবে গরু ও ছাগল দ্বারা খাওয়াইয়া লালন-পালন ও হৃষ্টপুষ্ট করে, তবে সেই গরু ক্রয় করিয়া কোরবাণী দেওয়া যাইবে না কি না?

উঃ—গরুর মালিক এইরূপ কার্যের জন্য গোনাহগার হইবে, কিন্তু ক্রয়কারির পক্ষে কোন দোষ হইবে না এবং তাহার কোরবাণীতে কোন দোষ হইবে না।

২৬৭। প্রঃ—কোন মছজেদের মিম্বরের ধাপ ৩/৫ কিম্বা ৭টি দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশ মছজেদে তিন ধাপ দেখা যায়, কোন ধাপে দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়ার ব্যবস্থা হইবে?

উঃ—হজরতের আমলে মিম্বরের তিন ধাপ ছিল, হজরত নবি (ছাঃ) প্রথম ধাপের উপর দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়িতেন, হজরত আব্বুকর (রাঃ) নিজের খেলাফত কালে আদবের ধারণায় দ্বিতীয় ধাপে এবং হজরত ওমার (রাঃ) তাঁহার খেলাফত কালে ঐরূপ ধারণায় নিম্ন ধাপে দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়িতেন, কিন্তু হজরত ওছমান (রাঃ) হজরতের রীতির অনুসরণ করার ধারণায় প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়িতেন। —খোলছা-তোল-অফা।

ইহাতে বুঝা যায়, যে কোন ধাপে ইচ্ছা হয় দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়া জায়েজ হইবে।

২৬৮। প্রঃ—জুমাবারে মিম্বরের উপর কেহ কেহ পয়সা রাখিয়া যায়, উহা কি করিতে হইবে?

উঃ—যদি উহা মানশার পয়সা হয়, তবে উহা মছজেদের নির্মাণ কার্য্যে কিম্বা এমামের বেতন বাবদ ব্যয় করা জায়েজ হইবে না, তবে দরিদ্র এমামকে বা অন্যান্য দরিদ্রদিগকে দেওয়া যাইতে পারে, আর নফল ছদকা হইলে ধনী দরিদ্র সকলেই উহা লইতে পারে, মছজেদের এমাম লইতে পারেন, মক্তবের কর্মচারিদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। এমামকে ছদকা দেওয়ার বা মছজেদের তৈলের জন্য বলিয়া দিলে, সেই কার্য্যে খরচ করিবে।

২৬৯। প্রঃ—একান্নভুক্ত ভাইদিগের হজ্জ, জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণীর ব্যবস্থা কি?

উঃ—যদি প্রত্যেকের অংশ ভাগ করিলে প্রত্যেকের অংশ হজ্জ,

জাকাত ফেৎরা ও কোরবাণীর নেছাব পরিমাণ হয় তবে প্রত্যেকের উপর হজ্জ, জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণী ফরজ ও ওয়াজেব হইবে, নেছাব অপেক্ষা কম হইলে তৎসমস্ত ফরজ ও ওয়াজেব হইবে না।

২৭০। প্রঃ—কোরবাণীর চামড়া বিক্রীত টাকা পয়সা বা মানশার চামড়া মছজেদ কিম্বা ঈদগাহের এমামকে স্থল বিশেষে দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—ইহা বেতন ভাবে দেওয়া জায়েজ হইবে না, অবশ্য এমাম ফেৎরা ও কোরবাণীর ছাহেব নেছাব না হইলে, অর্দ্ধেক হউক, আর উহার কম বেশী হউক দান ভাবে লইতে পারে। ছাহেব-নেছাব হইলে, উহার কোন অংশ লইতে পারে না, অবশ্য যদি কোরবাণীর চামড়া বিক্রয় না করিয়া চামড়াটি এমামকে দান করা হয়, তবে এমাম ধনী হইলেও উহার পয়সা দান করা ওয়াজেব।

২৭১। প্রঃ—জাকাতের টাকা মছজেদে বা বয়তুল-মাল ফণ্ডে দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উঃ—মছজেদে নির্মাণ, কাফন খরিদ, বা এইরূপ কোন ফণ্ডে দেওয়া জায়েজ হইবে না, ইহা কোন দরিদ্রকে দান করিতে হইবে, সে উহা উপরোক্ত কার্য্যে ব্যয় করিতে পারে। শামী ২।১৬।৮৫।

২৭২। প্রঃ—ধনীর পুত্র জাকাত, ফেৎরা ও ছদকা গ্রহণ করিতে পারে কি না?

উঃ—পিতা ফেৎরা বা কেরাবাণীর ছাহেবে নেছাব হইলে তাহার নাবালেগ পুত্র জাকাত ফেৎরা ও কোরবাণীর চামড়ার বিক্রিত মূল্য লইতে পারে না, তবে নফল ছদকা লইতে পারে।

বালেগ পুত্র নিজে উপরোক্ত প্রকার ছাহেবে-নেছাব না হইলে, জাকাত, ফেৎরা, কোরবাণীর চামড়ার মূল্য লইতে পারে, তাহার পিতা ছাহেবে-নেছাব হউক আর নাই হউক।

২৭৪। প্রঃ—পীড়ার ঔষধরূপে নেউলের ন্যায় কোন হারাম প্রাণী জবহ করিয়া খাওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—হারাম ঔষধ তিনটি শর্ত্তের সহিত খাওয়া জায়েজ হইতে পারে, প্রথম সেই পীড়ার যদি অন্য কোন ঔষধ না থাকে, দ্বিতীয় সেই ঔষধ দ্বারা বহু রোগী সুস্থ হইয়াছে বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে, তৃতীয়

একজন মুসলমান হাকিম বা কবিরাজ উক্ত কথা দুইটির সাক্ষ্য প্রদান করে, এই তিন শর্ত্ত না পাওয়া গেলে, উহা ব্যবহার করা হারাম হইবে। ইহাতেই নেউলের ঔষধরূপে ব্যবহার করার মছলা বুঝিয়া লইতে হইবে। শামী, ১।১৯৪।

২৭৫। প্রঃ—বারটা, সাড়েবারটা কিম্বা জোহরের পূর্ব্বে জানাজা নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে জানাজা উপস্থিত হইলে, যদি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় জানাজা পড়া হয়, তবে সমধিক ছহিহ মতে উহা নাজায়েজ ও ফাছেদ হইবে। আর উক্ত সময়ে জানজা উপস্থিত হইলে কি হইবে, ইহাতে তিন প্রকার মত আছে, এক মতে মকরুহ তহরিমি হইবে, উহা জাহেরে রেওয়াএত। দ্বিতীয়া মতে মকরুহ তহরিমি হইবে না, তৃতীয় মতে দেরী করিলে, মকরুহ হইবে। তাঃ ১।১৮১, শামী, ১।৩৪৬।৩৪৭, বা ১।২৫০, মারাঃ তাঃ ১০৭।

লেখক বলেন, মকরুহ না হওয়ায় বহু বিদ্ধানের মত, কিন্তু এহতিয়াতের জন্য উক্ত সময় পড়িবে না।

জোহরের ওয়াক্ত ও জানাজা উপস্থিত হইলে, কি করিতে হইবে, ইহাতে মতভেদ থাকিলেও ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জোহরের ফরজ ও ছুন্নত প্রথমে পড়িবে, তৎপরে জানাজা, তৎপরে, নফল পড়িবে। শামী, ১৭৭৫।

২৭৬। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা পড়ার পরে অন্য ছুরা পড়িতে পড়িতে আবদ্ধ হইয়া যায়, পরে এক দুইবার সেই আয়ত পড়িবার পরে অন্য ছুরা পড়ে তৎক্ষণাৎ অন্য ছুরা পড়ে, কিম্বা তিন আয়ত বা উহার কম পড়ার পরে অন্য ছুরা পড়ে তবে কি হুকুম হইবে?

উঃ—এক আয়ত বারবার পড়িলে, কি হইবে, তাহাই বুঝিতে হইবে, যদি সে ব্যক্তি একা নফল নামাজ পড়িতে থাকে, আর উহাতে এইরূপ ঘটিয়া যায় তবে মকরুহ হইবে না । ফরজ নামাজে ভ্রমবশতঃ কিম্বা কোন ওজরে এইরূপ করিলে, মকরুহ হইবে না নচেৎ মকরুহ হইবে, ইহা মুহিতে আছে। আলমগিরী, ১।১১৩ পৃষ্ঠা

যদি এক রাকায়াতে আয়ত শেষ করিয়া মধ্যে এইরূপ আয়ত বাদ দিয়া অন্য আয়ত পড়ে, তবে বিনা জরুরত এইরূপ করিলে মকরুহ হইবে, জরুরত হইলে, মকরুহ হইবে না। আর ভ্রমবশতঃ এইরূপ করিয়া

থাকিলে, পরিত্যক্ত আয়ত স্মরণ পড়িয়া গেলে, উহা দোহরাইয়া পড়িবে। ইহা মনইয়ার টিকাতে আছে। শামী, ১।৫১০।

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি ছোট এক দুই আয়ত পড়িয়া পরবর্ত্তী আয়ত, ভুলিয়া যায়, তবে এই ছুরার কয়েক আয়ত বাদ দিয়া অন্য আয়ত পড়িলে, মকরুহ হইবে না, কেননা তিন আয়ত পড়া ওয়াজেব। আর তিন আয়ত পড়িয়া পরবর্ত্তী আয়ত ভুলিয়া গেলে, অন্য আয়ত পড়ার আবশ্যক হয় না, এক্ষেত্রে সেই ছুরার এক বা ততোধিক আয়ত বাদ দিয়া অন্য আয়ত পড়িলে মকরুহ হইবে। আল্লামা শামী এস্থলে এক ছুরার মধ্যকার কিছু বাদ দিয়া অন্য আয়ত পড়ার ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, কিন্তু এক ছুরার আয়ত ভুলিয়া গিয়া অন্য ছুরার আয়ত পড়িলে, ঐরূপ হুকুম হইবে।

২৭৮। প্রঃ—গরুর কোমর হইতে লেজ পর্য্যন্ত যে হাড়ের সহিত পশ্চাদ্দিকের দুই রাণ সংযুক্ত থাকে, উক্ত হাড় খাওয়া কি?

উঃ—হাড় পাক বস্তু উহা পাৎলা হইলে খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শক্ত হাড় খাওয়া উপযুক্ত নহে, কাজেই উহা গুড়া করিয়া খাওয়া ব্যতীত কিরূপে খাওয়া সম্ভব হইবে? হালাল জন্তুর যে যে অংশ খাওয়া নিষিদ্ধ, ইহা উহার অন্তর্গত নহে।

২৭৮। প্রঃ—গরীব দুঃখী লোকদিগকে শোষণ করিয়া লওয়া হয়, এই হেতু সুদ হারাম হইয়াছে, সেভিংস ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার সুদ খাওয়া হালাল হইবে না কেন? ইহাতে উক্ত শোষণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না যদি উক্ত সুদ গ্রহণ করা না হয়, তবে উহা খৃষ্টান মিশনারী ফণ্ডে দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা তাহাদের ধর্ম প্রচারের সহায়তা করে, কাজেই ঐটাকা লইয়া মুছলমানগণ সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে, দোষ হইবে কেন?

উঃ—চোর দস্যুর ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া উক্ত ব্যাঙ্কে টাকা-কড়ি আমানত রাখা হয়, উহা জরুরুতের জন্য করা হয়, কিন্তু খোদাতায়ালা সুদ লওয়া দারোল-ইসলামে হারাম করিয়া দিয়াছেন, ইহার বহু কারণ আছে, দরিদ্র শোষণ একমাত্র কারণ নহে, ইহার কতকগুলি কারণের কথা আমি ছাইয়াকুল পারার তফছিরে বর্ণনা করিয়াছি। সেই সমস্ত কারণে ধনী দরিদ্র, মুছলমান, খৃষ্টান, য়িহুদী ও হিন্দু সকলের নিকট হইতে সুদ গ্রহন করা হারাম হইয়াছে। সুদখোরের সহিত হাশরে খোদা ও রসুলের সহিত যুদ্ধ করার কথা কোরানে ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লাম আলুছি

রুহোল মায়ানিতে সুদ সংক্রান্ত আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন, সুদের টাকা কেবল খাওয়া যে হারাম তাহা নহে, বরং যে কোন কার্য্যে ব্যয় করা, কিম্বা গ্রহণ করা হারাম। কাজেই ব্যাঙ্ক হইতে সুদ লওয়াই হারাম, উহা লইয়া স্কুল, মাদ্রাসা মছজেদ, টিউবওয়েল, পথঘাট নির্মাণ, কোরান খরিদ, দরিদ্র ও তালেবল এলমদিগকে দান, এইরূপ সমস্ত কার্য্যে ব্যয় করা দ্বিতীয় হারাম ইহবে।

পাশ বহিতে বিনা সুদ লেখা থাকিলে, উহাতে সুদ হইবে কেন? আমি মুছলমান সুদ লইব না বলিয়া লিখিয়া দিলে, জবরদস্তি ভাবে সুদ কষা হইবে, ইহা একেবারে বাতীল কথা।

যদি গভর্ণমেণ্ট জবর করিয়া সুদ আদায় করিয়া লয়, তবে তাহার হিসাব মুছলমানদিগকে দিতে হইবে না। মুছলমানেরা ধান্য, চাউল ইত্যাদি সমস্ত জাতির নিটক বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহারা উহা ভক্ষণ করিয়া শেরক , কোফর, বেদয়াত ও গোনাহ করিতে সক্ষম হয়, উহা খাইতে পারিলে তাহারা মরিয়া যাইত, ইহাতে কি মুছলমানেরা গোনাহাগার হইবে?

মুছলমানগণ খোর্ম্মা, আঙ্গুর, গম ইত্যাদি সমস্ত জাতির নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত দ্বারা কেহ কেহ মদ, তাড়ি, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, ইহাতে কি বিক্রেতাগণ গোনাহগার হইবেন?

মুছলমান বাদশাগণ সমস্ত জাতিকে প্রজারূপে জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন, ইহাতে তাহারা উক্ত জমিতে পূজা-মন্দির দেবালয় প্রস্তুত করিয়া থাকে, ইহাতে কি তাঁহারা গোনাহগার হইবেন?

মুছলমানগণ হিন্দু জমিদারদিগকে খাজনা এবং খৃষ্টান গভর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দিয়া থাকেন, ইহাতে হিন্দু মিশনের সাহায্য, পূজা-পার্বন, মন্দির দেবলায় স্থাপন এবং গভর্ণমেণ্ট তোপ গোলা বন্ধুক প্রস্তুত, মিশনারী ফণ্ডে দান, ইছলাম রাজ্য আক্রমণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাতে কি মুছলমানগণ গোনাহগার হইবেন?

হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ হারাম অর্থ দানে গোনাহ মাফ করেন না, বরং হালাল অর্থদানে গোনাহ মোচন করিয়া থাকেন। অপবিত্র বস্তু গোনাহকে দূর করিতে পারে না। মেশকাত, ৪২৪।

শরহে-ফেকহে -আকবরে আছে, ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে হারাম অর্থ দান করিলে, কাফের হইতে হইবে, মূল কথা, ব্যাঙ্কে সুদ লওয়া উদ্দেশ্যে

টাকা জমা দেওয়া জায়েজ নহে, অবশ্য জরুরতের জন্য চোর দস্যু হইতে টাকা-কড়ি নিরাপদে রাখা উদ্দেশ্যে বিনা সুদে তথায় টাকা জমা দেওয়া জায়েজ হইবে।

ব্যাঙ্কের সুদ গ্রহণ করা হারাম এবং উহা কোন কার্য্যে ব্যয় করাও হারাম।

২৭৯। প্রঃ—যদি স্বামী বিবিকে বাটিতে লইয়া না যায় এবং তালাক না দেয়, স্ত্রী সেখানে কি করিবে?

উঃ—কোরন শরিফে স্ত্রীকে এইরূপ অবস্থায় রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর হক আদায় না করিলে, নেকাহ নষ্ট হইবে না। স্ত্রীর খোরপোষের অভাব হইলে এবং ব্যভিচার করার আশঙ্কা কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নেকাহ ফছখ করিয়া লইবে। শামী ও দোর্রোল মোখতারে আছে, "স্বামী স্বদেশে থাকিয়া স্ত্রীর খোরপোশ না দিলে কোন শাফেয়ী কাজির নিকট ইহা পেশ করিয়া নেকাহ ফছখ করিয়া অন্য নেকাহ করিতে একজন মুছলমান কাজী স্থির করিয়া লইবে তাহা না হইলে, ফৎওয়া খানা জর্জের নিকট পেশ করিয়া নেকাহ ফছখের ফৎওয়াটি সমর্থন করাইয়া লইতে হইবে, নচেৎ ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইতে হইবে। এই ফছখের পূর্ব্বে সে অন্য নেকাহ করিতে পারিবে না।

২৮০। প্রঃ—যদি ৪।৫ বৎসর স্বামীর সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ না থাকে, তৎপরে তালাক দেওয়া দেওয়া হয়, তবে এদ্দৎ পালন করিতে হইবে কি না?

উঃ—বিবাহের সম্মানের জন্য এদ্দত পালন করার ও শোক করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কাজেই স্বামীর সহিত দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ না হইলেও তালাকের এদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর জরুরি হইবে।

২৮১। প্রঃ—কোন কোন কারণে নেকাহ ফছখ হইয়া যায়?

উঃ—বহু কারণ আছে, তন্মেধ্যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে একজনে কোফর বা শেরেক করিলে, নেকাহ ফছখ হইয়া যায়। শামী কেতাবে আছে, অন্যান্য ফকিহগণ বলিয়াছেন, ইহাতে নেকাহ করিতে বাধ্য করা হইবে। এবং তাহাকে ৭৫টি কোড় মারা যাইবে। কাজিখান এই মতটি ফৎওয়ার জন্য মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

২৮২। প্রঃ—চাচার অনুমতি অনুসারে কন্যার মাতা কন্যার নেকাহ

দিলে ১৫।২০ বৎসর চাচা উক্ত নেকাহ ফছখ করিতে পারে কি না? যদি কোন আলেম এইরূপ নেকাহ্ ফছখ হওয়ার ফৎওয়া দেন এবং উকিল ও সাক্ষীগণ তাহার নেকাহ অন্যত্রে করাইয়া দেয়, তবে কি হইবে?

উঃ—দোর্রোল মোখতারে আছে:—

فلو زوج الابعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته

"যদি নিকটবর্ত্তী ওলি উপস্থিত থাকিতে দূরবর্ত্তী ওলি নেকাহ্ করাইয়া দেয়, তবে তাহার অনুমতির উপর নির্ভর করিবে।"

উপরোক্ত ঘটনাতে যখন চাচা নিজেই কন্যার মাতাকে অনুমতি দিয়াছিল যে, তোমরা উক্ত কন্যার নেকাহ্ করাইয়া দাও, তখন উক্ত নেকাহ্ জায়েজ হইয়া গিয়াছে। এখন আর চাচা উহা ফছখ করার দাবি করিতে পারে না। যে মৌলবী এইরূপ ফতওয়া দিয়াছেন, তিনি বাতিল ফতওয়া দিয়াছেন। এইরূপ আলেমের ফতওয়া কখন বিশ্বাস করিতে হইবে না। তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি। মোল্লা, উকিল, সাক্ষিগণ ও সহয়তাকারিগণ ফাছেক হইয়া গিয়াছে, তাহারা সকলেই জেনার দায়ী হইবে। দ্বিতীয় যে স্বামী জেনা করিতেছে, তাহার সহিত সমাজেও মেলা মেশা করা হারাম।

২৮৩। প্রঃ—নাবালেগা কন্যার পিতা বিবাহ মজলিশে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অন্যের ওকালাতে নেকাহ্ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—হাঁ পিতা কোন লোককে উকিল স্থির করিলে, পিতার উপস্থিতিতে উক্ত উকিলের ওকালতে বিবাহ জায়েজ হইবে।

২৮৪। প্রঃ—ডিস্ট্রীট বোর্ডের পথে কিম্বা কোন লোকের বৃক্ষের ফল, জমিতে পড়িয়া থাকিলে, মালিকের বিনা অনুমতিতে উহা ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যদি শহরের বৃক্ষতলে ফল পড়িয়া থাকে, তবে অন্য লোকের পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে না, কিন্তু যদি জানিতে পারে যে, উহার মালিক স্পষ্টভাবে কিম্বা প্রথা অনুসারে লোকের জন্য মোবাহ করিয়া দিয়াছে, তবে উহা খাওয়া জায়েজ হইবে।

যদি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে ফল পড়িয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি উহা আখরোটের ন্যায় স্থায়ী ফল হয়, তবে বিনা অনুমতি অন্যের পক্ষে উহা হালাল হইবে না। আর যদি সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এইরূপ অস্থায়ী ফল হয়, তবে ছদরে শহিদ বলিয়াছেন যদি মালিকের পক্ষ হইতে স্পষ্টভাবে কিম্বা

দেশের প্রথা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে মনোনীত মতে উহা খাওয়া হালাল হইবে, ইহা মুহিতে আছে, পক্ষান্তরে ফাতাওয়ায় গেয়াছিতে আছে, যতক্ষণ উহার মালিকের সম্মতি বুঝিতে না পারে, ততক্ষণ মনোনীত মতে উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

পল্লী গ্রামের বৃক্ষের স্থায়ী ফল হইলে, মালিকের বিনা অনুমতি খাওয়া জায়েজ হইবে না। নষ্ট প্রায় ফল হইলে মনোনীত মতে যতক্ষণ না নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ উহা খাওয়া হালাল হইবে। ইহা মুহিতে আছে। উক্ত ব্যবস্থা ফল খাওয়া সম্বন্ধে হইবে, কিন্তু উহা কুড়াইয়া লওয়া জায়েজ হইবে না, তাতার-খানিতে আছে। আঃ ৫।৩৭৬ ।

২৮৫। প্রঃ—মজহাব অমান্যকারী এমামের পশ্চাতে হানাফি মোক্তাদিদিগের নামাজ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—একদল মজহাব অমান্যকারী মজহাব মান্যকারীদিগকে কাফের ও মোশরেক ধারণা করিয়া থাকে। তাহাদের পশ্চাতে হানাফিদিগের নামাজ জায়েজ হইবে না। আর একদল মজহাব অমান্যকারী খোদার হাত, পা চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী ও আকৃতিধারী হওয়ার ধারণা করিয়া থাকে, তাহাদের পশ্চাতে হানাফিগের নামাজ হবে না। আর একদল মজহাব অমান্যকারী হানাফিদিগের যে যে বিষয়ে ওজু নষ্ট হয় ও গোছল ওয়াজেব হয়, তাহাদের মতে সেই বিষয়ে ওজু নষ্ট হয় না এবং গোছল ওয়াজেব হয় না, ইহাদের পশ্চাতে হানাফিদিগের এক্তেদা জায়েজ হইবে না।

তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট মহহাব অমান্যকারিদিগের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে নামাজ পড়িয়া থাকিলে, নামাজ দোহরাইয়া লইবে।

২৮৬। প্রঃ— যাহাদের মুখে দাড়ী নাই, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ— যাহার মুখে আদৌ নাই, বালেগ হইলে, তাহার পশ্চাতে নামাজ অবাধে জায়েজ হইবে। যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করিয়া এক মুষ্টির কম করিয়া ফেলে, সে ব্যক্তি ফাছেক, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরূহ তহরিমি হইবে।

২৮৮। প্রঃ— ঈদগাহের কতদূরে মেলা লাগান জায়েজ হইবে?

উঃ— ঈদগাহের নিকটে হউক আর দূরে হউক, শরিয়তের

খেলাফ কার্য্য সম্পাদিত হয়, এইরূপ মেলা লাগান নাজায়েজ। বাহারোর রায়েকে লিখিত আছে যে, ঈদগাহ মছজেদ কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন, উহা মছজেদের হুকুম হইবে। কেহ ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই মছজেদকে যে যে বিধেয় হইতে পাক রাখা হইয়া থাকে, এহতিয়াতের জন্য ঈদগাহকে সেই সেই বিষয় হইতে পাক রাখিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঈদগাহে মেলা বসান অনুচিত। দ্বিতীয়, আক্‌ফকারী উক্ত স্থানটিকে কেবল ঈদ পড়ার জন্য আক্‌ফ করিয়াছেন কাজেই তাঁহার শর্তের বিপরীতে কিরূপে তথায় মেলা বসান জায়েজ হইবে।

২৮৯। প্রঃ— একজন ব্যবসায়ী মাসিক ২ টাকা লাভের চুক্তিতে অন্যকে কিছু টাকা ধার দিলে, কি হইবে?

উঃ— সুদ হইবে।

২৯০। প্রঃ— কোন হিন্দু মৃতের শ্রাদ্ধের সময় তাহার নামে যে গরু উৎসর্গ করিয়া দেয়, তাহা মুছলমানগণ ক্রয় করিয়া কোন কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে কি না?

উঃ— যে গরুটি কোন লোকের নামে উৎসর্গ করা হয়, উহা হারাম হইয়া যায়, মুছলমানগণ উহা ক্রয় করিতে ও ব্যবহার করিতে পারেনা। যে ব্যক্তি উহা কাহারও নামে উৎসর্গ করে, সে কখনো উহা বিক্রয় করে না, কাজেই অন্যের নিকট হইতে উহা ক্রয় করা কিরূপ জায়েজ হইবে? দ্বিতীয় খোদা ব্যতীত অন্যের জন্য উৎসর্গ করায় উহাতে দ্বিতীয় হারাম সংযুক্ত হইয়াছে, কাজেই অন্যের সত্ত্ব এবং অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু কিরূপে ক্রয় করা ও কার্য্যে লাগান জায়েদ হইবে।

২৯১। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোককে তাহার স্বামী সকল সময় শরিয়ত মত চলিতে ও পর্দ্দাতে থাকিতে আদেশ ও তম্বি-তাড়ন করিতেছে, আড়াই বৎসর চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইল না, বরং ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে এই ক্ষেত্রে কি হুকুম হইবে?

উঃ—স্বামী সর্বদা এইরূপ তম্বি-তাড়না করিতে থাকিবে, ইহাতে ফলোদয় না হইলে তালাক দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু অসহ্য হইলে, তালাক দিতে পারে। কোর-আন শরিফের ছুরা নেছার ৬ রুকুতে আছে, "স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে, প্রথমে তাহাকে সদুপদেশ দিতে হইবে, ইহাতে

ফলোদয় না হইলে, তাহার শয়ন স্থান পৃথক করিয়া দিবে, ইহাতে ফলোদয় না হইলে, তাহাকে প্রহার করিবে ইহাতেও বিরোধ ভঞ্জন না হইলে, উভয়ের পক্ষ হইতে দুইজনকে শালিশ স্থির করিবে, তাহারা উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিবে।'

উপরোক্ত এবারতে বুঝা যায় যে, সন্ধি না হইলে, তালাক দিতে পারে, কিন্তু ওয়াজেব নহে।

রদ্দোল-মোহতারের ৫।৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, স্ত্রী নামাজ না পড়িলে, নাপাকির গোছল ত্যাগ করিলে এবং পর্দ্দা হইতে বাহির হইলে স্বামী তাহাকে প্রহার করিতে পারে, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত। ফাছেক স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ওয়াজেব নহে।

২৯২। প্রঃ—ধারে ধান্য বিক্রয় করা উদ্দেশ্যে ২।।০ টাকা স্থলে প্রতি মণ ৩।।০ টাকা মূল্যে দেওয়া কি?

উঃ—ইহার উত্তর ১৬৭ নম্বর মছলাতে লিখিত হইয়াছে।

২৯৩। প্রঃ—দেন মোহর কন্যার হক, ইহা ব্যতীত যাহা কিছু কন্যা পক্ষ লইবে, উহা পণ ও হারাম হইবে শামী, ৫।১০১ পৃঃ। দেন মোহর লইয়া পিতা নষ্ট করিতে পারিবে না, উহা কন্যার প্রাপ্য, তাহাকেই উহা দিতে হইবে। মছজেদের বিছানা ইত্যাদি খরিদ বাবদ ও মাদ্রাছার খরচ বাবদ যাহা জুলুম ও জবরদস্তিভাবে কিম্বা সুদখোর বা হারাম খোরের নিকট হইতে লওয়া হয়, উহা জায়েজ হইবে না। এইরূপ বিছানাতে নামাজ পড়িতে নাই। হালাল ব্যবসায়ীর নিকট হইতে উক্ত খরচের জন্য আবশ্যক হইলে, বিনা জবরদস্তি যাহা লওয়া হয়, উহা জায়জ হইবে।

২৯৪। প্রঃ—ফেৎরার টাকা শিক্ষকের বেতন স্বরূপ দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে না, বরং দরিদ্র হইলে, দান স্বরূপ তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, আর যদি কোন দরিদ্র মেম্বরকে উক্ত টাকা দেওয়া হয়, এবং সে ব্যক্তি উহার মালিক হইয়া তদ্দ্বারা শিক্ষকের বেতন পরিশোধ করিয়া দেয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

২৯৫। প্রঃ—কোন মুছলমান দ্বীন এ'লমের মাদ্রাছার বিরুদ্ধা-চরণ করিলে, কি হইবে?

উঃ—কঠিন গোনাহগার হইবে, এলম ও আলেমের

তুচ্ছাতাচ্ছিলা করিলে, ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে।-ফাতাওয়ায় বাজ্জাজিয়া ও আশবাহ।

২৯৬। প্রঃ—আমেরিকা মহাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ল্যাপল্যাণ্ডে কয়েক মাস যাবৎ অনবরত দিবস এবং কয়েক মাস যাবৎ অনবরত রাত্রি হইয়া থাকে, তথায়, কিরূপে নামাজ ও রোজা হইয়া থাকে?

উঃ—হাদিছে আছে, হজরত বলিয়াছেন, দাজ্জাল এই দুনিয়াতে ৪০ দিবস ফাসাদ করিতে ও মুছলমানদিগের ঈমান নষ্ট করিতে থাকিবে উহার প্রথম দিবস এক বৎসরের তুল্য লম্বা, দ্বিতীয় দিবস এক মাসের তুল্য, তৃতীয় দিবস এক সপ্তাহের তুল্য লম্বা এবং অবশিষ্ট ৩৭ দিবস স্বাভাবিক দিবসের তুল্য হইবে। ছাহাবাগণ বলিয়াছেন, কিরূপে উক্ত দিবসে নামাজ পড়া হইবে? হজরত বলিয়াছেন, অনুমান করিয়া ওয়াক্ত স্থির করতঃ নামাজ পড়িবে।

এক্ষণে ল্যাপলাণ্ডের রোজা ও নামাজের অবস্থা বুঝুন, তথায় ছয় মাস দিবস কিম্বা রাত্রি থাকিলেও দিবস ও রাত্রে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় মনে ভাবুন, যে ছয় মাস দিবস হয়, তন্মধ্যে যে ছয় মাস অন্যান্য দেশে দিবস হয় সেই সময় তথায় অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোক পরিলক্ষিত হয়। আর যে ছয় মাস রাত্র হয়, তন্মধ্যে যে সময় অন্যান্য দেশে দিবস হয়, সেই সময় তথায় ছোবহে-ছাদেকের ন্যায় আলোক পরিক্ষিত হয়, এই হিসাবে তাহারা রাত্র দিবার প্রভেদ করিতে সক্ষম হন, দিবসে তাহার দুনইয়ার কার্য্য সম্মাদন করিয়া থাকেন এবং রাত্রে বিশ্রামের জন্য নিদ্রিত হন। উল্লিখিত বিবরণে রাত্র ও দিবসের অবসান ও আগমণ বেশ বুঝা যায়, কাজেই মগরেবে ও ফজরের ওয়াক্ত অনায়াসে ঠিক করিতে পারা যায়। জোহর, আছর ও এশা নক্ষত্র দ্বারা কিম্বা দাজ্জালের হাদিস অনুয়ায়ী অনুমান করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশে দিবসে সূর্য্যের আলোক দেখা না গেলে, আমরা ঠিক এই ভাবে জোহর, আছর ও মগরের স্থির করিয়া থাকি।

২৯৭। প্রঃ—পাদরিগণ বলেন, কোরআন শরিফে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মে'রাজের রাত্রে বয়তুল-মোকদ্দছে যাওয়ার কথা লিখিত আছে, কিন্তু ইহার অনেক কাল পূর্ব হইতে শত্রুগণ কর্ত্তৃত উক্ত গৃহটি বিধ্বস্ত করা হইয়াছিল, কাজেই কোরআন শরিফের উক্ত কথা সত্য হইবে কিরূপে?

উঃ—দোর্রোল-মোখতার ও শামীর মকরুহাতে নামাজের অধ্যায়ে

লিখিত আছে, মছজেদ কেবল উক্ত নির্ম্মিত গৃহকে বলা হয় না, বরং আরশ হইতে তাহতাছ-ছারা (পাতাল) পর্য্যন্ত্যকে মছজেদ বলা হয়, এই হিসাবে হজরত দাউদ, ছোলায়মান (ছাঃ) ও অন্যান্য লোকদের নির্ম্মিত অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইলেও প্রকৃত বয়তুল-আকাছা যাহা আরশ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত্য বিস্তৃত রহিয়াছে) বিধ্বস্ত হয় নাই, কাজেই কোরান শরিফের উল্লিখিত কথা সত্য।

২৯৮। প্রঃ—বেজুমা এমামের পশ্চাতে জুমা পাঠকারিদিগের এক্তেদা ছহিহ হইবে কিনা?

উঃ—যে স্থানে জুমা ফরজ, এমতস্থলে যাহারা জুমা না পড়েন, তাহারা ফাছেক, তাহাদের পশ্চাতে ওয়াক্তিয়া নামাজের এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি হইবে। ফাছাদের আশঙ্কায় পড়িতে হইবে পরে উহা দোহরাইয়া লইবে।

২৯৯। প্রঃ—বেতের লাঠি ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে, ইহাতে কোন দোষ নাই।

৩০০। প্রঃ—ছোবহে-ছাদেকের পরে ফরজের নামাজের পূর্ব্বে কোন ছুন্নত বা নফল নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি হইবে।--শামী, ১।২৭৬, তাঃ ১।১৮১।

৩০১। প্রঃ—ওমারি কাজা নামাজ আদায় করার নিয়ম কি?

উঃ—প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরজ ও বেতের এই কুড়ি রাকায়াত দৈনিক কাজা আদায় করিতে হইবে। আমি আমার অমুক ওয়াক্তের কাজা ফরজগুলির প্রথমটি পড়িতেছি বলিয়া নিয়ত করিতে হইবে।

৩০২। প্রঃ—মূর্ত্তি নির্ম্মানের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড হইতে চাঁদা চাওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জানদারের মূর্ত্তি নির্ম্মান করা হারাম, উহার জন্য চাঁদ দেওয়া না জায়েজ, অবশ্য মূক্তি নির্ম্মান ব্যতীত অন্য কোন জায়েজ প্রকারর স্মৃতি চিহ্নের জন্য চাঁদা দেওয়া জায়েজ হইবে।

৩০৩। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি গলায় রশি লাগাইয়া কিম্বা বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে, তবে তাহার জানাজা জায়েজ হইতে কিনা?

উঃ—এমাম আবুহানিফ (রঃ) এর মতে তাহার জানাজা নামাজ জায়েজ হইবে কিন্তু আলেম, মৌলবী বা কোন পরহেজগার ব্যাক্তি তাম্বি

তাড়নার জন্য তাহার জানাজা পড়িবে না। অন্য কোন লোক তাহার জানাজা পড়িয়া দিবে।

৩০৪। প্রঃ—নাবালেগের আজান ও একামত জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জ্ঞানহীন বালকের আজান ও একামত মকরুহ, আজান দোহরাইতে হইবে, কিন্তু একামত দোহরাইতে হইবে না। বাদায়ে প্রণেতা বলেন, ইহার আজান ছহিহ হইবে না, তনবিরোল-আবছার প্রণেতা এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঃ, মাঃ, ১১৫, শাঃ ১।২৯০। যে বুদ্ধিমান বালক বালেগ হয় নাই, তাহার আজান ও একামত অবাধে জায়েজ হইবে। শাঃ, ১।২৮৮, ও তাঃ, ৩।১৮৭।

৩০৫। প্রঃ—ঈদের নামাজ মছজেদে পড়া কি?

উঃ—ঈদের নামাজ ময়দানে পড়া ছুন্নতে—মোয়াক্কেদা, হজরত নবি (ছাঃ) একবার বর্ষায় ওজোর ব্যতীত সর্ব্বদা ময়দানে ঈদ পড়িতেন, কাজেই বিনা ওজরে মছজেদে ঈদের নামাজ পড়া খেলাফে-ছুন্নত ও মকরুহ।

৩০৬। প্রঃ—হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক মৃতের গোছল দিতে পারে কি না?

উঃ—মানুষ মরিয়া গেলে, তথা হইতে হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক-দিগের বাহির হইয়া যাওয়ার কথা আছে, কাজেই এইরূপ নাপাক ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে গোছল দেওয়া মকরুহ হইবে।

৩০৭। প্রঃ—হিন্দু চাকরে পানি তুলিলে, তদ্দ্বারা ওজু গোছল করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি তাহার হাতে কোন নাপাকি না থাকে এবং তদ্দ্বারা পানি নাপাক হওয়ার কারণ উদ্ভব না হয়, তবে উক্ত পানিতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে।

৩০৮। প্রঃ—মরা গরু নিক্ষেপ করা স্থানে মল মুত্র ত্যাগ করা জায়েজ হইবে কিনা।

উঃ—জায়েজ হইবে।

৩০৯। প্রঃ—আমাদের দেশের উৎপন্ন ফসল ধান্য, পাট ইত্যাদি দ্বারা ফেৎরা দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—দোর্রেল-মোখতার, বাহরোর রায়েক ইত্যাদি কেতাবে আছে, গম ফেৎরা দিতে হইলে, অর্দ্ধ 'ছায়া' দিতে হইবে, আর খোর্ম্মা ও

যব ফেৎরা দিতে হইলে, এক 'ছায়া' দিতে হইবে। এক 'ছায়া' ৮০ তোলা সেরের প্রায় তিন সের আড়াই ছটাক হয় এবং আধ 'ছায়া' প্রায় এক সের সোয়া নয় ছটাক হয়।

ধান্য চাউল ইত্যাদি দিতে হইলে এক সের সওয়া নয় ছটাক গমের মূল্য পরিমাণ ধান্য চাউল দিতে হইবে। এক সের সওয়া নয় ছটাক ধান্য চাউল দিলে, জায়েজ হইবে না।

৩১০। প্রঃ—কোন ব্যক্তি তাহার সন্তানসহ পানিতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিলে, তাহার জানাজা ও দাফন করিতে হইবে কি না? না করিলে, কোন গোনাহ হইবে কি না?

উঃ—এমাম আজম ও এমাম মোহম্মদ (রঃ) ছাহেবদ্বয়ের মতে উহার জানাজা নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, এমাম আবু ইউছফ বলেম, হজরত নবি (ছাঃ) আত্মহত্যাকারীর জানাজা পড়েন নাই। কাজেই তাহার জানাজা পড়া নিষিদ্ধ।

এমাম আবুহানিফা ও মোহম্মদ ছাহেবদ্বয়ের পক্ষ হইতে এইরূপ জওয়াব দেওয়া হইয়াছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) দেনাদারের জানাজা নিজে পড়েন নাই, কিন্তু অন্যকে পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। এইরূপ আত্মহত্যাকারীর অবস্থা হইবে। এইহেতু আলেম ও পরহেজগার লোকেরা তাহার জানাজা পড়িবেন না, সাধারণ লোকে তাহার জানাজা পড়িয়া দিবে, কেহই না পড়িলে, সকলে ফরজে কেফায়া ত্যাগের জন্য গোনাহগার হইবে। এই জন্য সকলের তওবা করা জরুরী।

৩১১। প্রঃ—কোন ব্যক্তি তাহার গর্ভবতী স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে, ঐ তালাক দেওয়া ঠিক হইবে কি না?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে। দোর্রোল মোখতার, ২।১৮।

৩১২। প্রঃ—একজন মুছলমান বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া হিন্দুদের শীতলা পূজার খরচাদি দেয়, কিন্তু ঐ পূজা সমাধান করার ৪।৫ দিবস পরে সে ব্যক্তি রোগে বিনা তওবা ও তজদিদে ঈমানে মারা যায়, তাহার জানাজা, দফন, কাফন, ছওয়াব রেছানি জায়েজ হইবে কিনা? যে মুনশী এইরূপ করিয়াছে, তাহার কি ব্যবস্থা?

উঃ—এইরূপ ব্যক্তির জানজা, গোছল ও কাফন নিয়মিত দেওয়া জায়েজ নহে, মুছলমানদিগের গোরস্থানে তাহাকে দাফন করা জায়েজ

নহে। এইরূপ লোককে একখানা কাপড়ে জড়াইয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে পুতিয়া ফেলিবে তাহার জন্য কলেমাখানি, কোলখানি ছওয়াব রেছানি ইত্যাদি করা নাজায়েজ। যে মুনশী এইরূপ কার্য্য করে, সে গোনাহ কবিরা ও হারাম কার্য্য করিয়াছে। যতদিন সে খালেস তওবা না করিবে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

৩১৩। প্রঃ—হিন্দুদের মানসা করা মিষ্টান্ন, পাঁঠা ও পয়সাদি জুমায় দিলে, উহা খাওয়া যায় কি না? হিন্দুদের জন্য মিলাদ পাঠ ও দোওয়া করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—পরহেজগার ব্যক্তিরা উহা খাইবেনা, অন্নক্লিষ্ট অভাবগ্রস্থ দরিদ্রেরা উহা খাইতে পারে। হিন্দুদের জন্য মিলাদ পাঠ অনুচিত তাহাদের হেদায়েতের জন্য দোওয়া করা জায়েজ, তাহাদের পার্থিব উন্নতির জন্য দোওয়া না করা উচিত, কেননা আশবাহ কেতাবে আছে, যদি কেহ কোন আশ্রিত কাফেরের জন্য এইরূপ দোওয়া করে, আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন, এক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি এই রূপ ধারণা করে, সম্ভবতঃ সে মুছলমান হইবে কিম্বা লাঞ্ছিত অবস্থায় 'জিজইয়া' কর দিতে থাকিবে, তবে এইরূপ দোওয়াতে দোষ নাই, আর এইরূপ নিয়ত না করিলে, মুহিতে উহা মকরুহ হওয়ার কথা আছে, আরও দোর্রোর মোখতারে আছে, প্রয়োজন হইলে, কাফেরকে ছালাম করিতে পারে, নচেৎ উহা মকরুহ হইবে। ইহা ছহিহ মত শরয়তোল ইছলামে আছে, কাফেরকে ছালাম দিতে হইলে বলিবে, আচ্ছালামো আলা মানেত্তাবায়াল হোদা।

শামী, ৫।২৭৩।

السلام على من اتبع الهدىٰ

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কাফেরের পার্থিব উন্নতির জন্য দোওয়া করা মকরুহ।

৩১৪। প্রঃ—একটি সমতল ক্ষেত্রে, পূর্ব হইতে কয়েকটি কবর ছিল, এক্ষণে উক্ত ক্ষেত্রে বাড়ী প্রস্তুত করা হইতেছে এবং বাড়ীর ভিটার মৃত্তিকা কর্ত্তনের সঙ্গে দুই এক হাত উচু করিয়া পুরাতন গোরের উপর মাটি দেওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—আয়নিতে আছে, গোর হইতে যে মাটি খনন করা হয় তদতিরিক্ত মাটি উহার উপর নিক্ষেপ করা মকরুহ। ইহা নুতন গোরের

অবস্থা, কিন্তু গোর পুরাতন ও বিরান হইয়া গেলে, উহার উপর মাটি নিক্ষেপ করা জায়েজ হইবে। আলমগিরি, মোস্তাফায়ি ছাপা, ১।১০৬।১০৭।

৩১৫ প্রঃ—আড়ৎদার মণ করা এক দুই তিন কিম্বা চারি আনা দালালী লইতে পারে কিনা? অনেক সময় মাল বিক্রয়ের পূর্ব্বে আড়ৎদার কিছু বা অধিকাংশ টাকা মালওয়ালাকে দিয়া পরে মাল বিক্রয় করিয়া ক্রমশঃ খবিদ্দারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়, উহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—এইরূপ দালালী টাকা পয়সা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ থাকিলেও অতিরুক্ত আদান প্রদানের (এর) জন্য এমাম মোহম্মদ বেনে ছালেমা উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। এমাম এবনে শোজা এই মতে সমর্থন করিয়াছেন। শাঃ, ৫।৫৩।

৩১৬। প্রঃ—জোবদাতোল-মাছায়েলে লিখিত আছে, সধবা হিন্দু মেয়েলোক মুছলমান হইলে, তাহার এদ্দৎ পালন করিতে হইতে না, ইহা ছহি কিনা?

উঃ—ইহা ছহিহ নহে, বরং শরিয়তের কাজী তাহার স্বামীকে মুছলমান হইতে বলিবে, অস্বীকার করিলে, কাজি উভয়কে পৃথক করিয়া দিবে, ইহাতে তালাক হইয়া যাইবে, তাহার পর তালাকের এদ্দৎ পালন করিতে হইবে। আঃ, ১।৩৬।

৩১৭। প্রঃ—চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেনশন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

৩১৮। প্রঃ—ফার্সি কিম্বা উর্দ্দু ভাষায় সুর করিয়া ওয়াজ কিম্বা মোনাজাতে গজল পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—রাগ রাগীনী করিয়া গজল পড়া জায়েজ হইবে না।

৩১৯। প্রঃ—যে মছজেদে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াত করিয়া নামাজ পড়া হয়, উক্ত জামায়াতে কোন মুছল্লির অপেক্ষায় বসিয়া থাকা কিম্বা সেই মুছল্লিদের নামাজের জন্য ডাকা জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি মুছল্লিদের সম্মতি থাকে, তবে অপেক্ষা করাতে দোষ নাই, ডাকার জন্য তছবিব জায়েজ হইবে।

৩২০। প্রঃ—যে এমাম কুলুখ ব্যবহার করে না বা বিড়ি তামাক খায় এবং রাত্রিতে কম দেখে, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা কি?

উঃ—মকরুহ হইবে।

৩২১। প্রঃ—এশার নামাজ অন্তে রাত্রি ১১ কিম্বা ১২ টার পূর্ব্বে তাহাজ্জদ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—ছুরা মোজ্জাম্মেলের তফছিরে বুঝা যায় যে, রাত্রের অর্দ্ধেক, কিম্বা এক তৃতীয়াংশ অথবা দুই তৃতীয়াংশ হইলে তাহাজ্জদের সময় হইবে।

আল্লামা শামী বলিয়াছেন, উহার সময় সমস্ত রাত্রি, কিন্তু এশার নামাজের পরে এবং নিদ্রা হইতে উঠিবার পরে, ইহাতে বুঝা যায় যে, নিদ্রার পূর্ব্বে উহা পড়িলে, তাহাজ্জদ গণ্য হইবে না। শামী, ১।৬৪০।৬৪১, খোলাছাতুত্তাফাছির, ৩।৬০।

৩২২। প্রঃ—কোন আড়ৎদার ব্যবসায়ী কুলি মুজুরের নাম করিয়া পয়সা লইয়া তাহা হইতে কিছু নিজে লওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—ইহা ধোকাবাজী, কাজেই ইহা জায়েজ হইবে না।

৩২৩। প্রঃ—পানের সঙ্গে তামাকের পাতা (সাদা) কিম্বা জর্দ্দা কিমাম খাওয়া কি?

উঃ—সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করা মোবাহ-ফাতাওয়ায় আজিজিয়া। যদি সাদা তামাক বেশী ব্যবহার করিলে, বিষাক্ত ভাবের সৃষ্টি হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তবে নাজায়েজ হইবে।

৩২৪। প্রঃ—প্রোথিত টাকা বা মওজুদ টাকার জাকাত ফরজ হইবে কি না?

উঃ—ফরজ হইবে।

৩২৫। প্রঃ—টকি সিনেমা দেখা জায়েজ কিনা? কতক লোকে বলে, উহা দেখিলে, জ্ঞান বাড়ে, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—উহা নাজায়েজ, কোরানের ছুরা লোকমানে ইহার প্রমাণ আছে।

৩২৬। প্রঃ—কলের গান শুনা বা করান জায়েজ আছে কিনা?

উঃ—হারাম।

৩২৭। প্রঃ—কাঁচা পিয়াজ এবং রসুনের মধ্যে লবণ এবং মরিচ ইত্যাদি দিলেই নাকি কাঁচা থাকে না। ইহা সত্য কিনা?

উঃ—ইহা সত্য নহে।

৩২৮। প্রঃ—লায়লি মজনুর পালা (গান), আজান, মোনাজাত, মিলাদশরিফ পাঠ গ্রামোফোনে জায়েজ হইবে কিনা? এইরূপ কার্য্যকরীর ব্যবস্থা কি?

উঃ—উহাতে লায়লি মজনুর পালা নাজায়েজ। গ্রামোফোনে আজান, মোনজাত ইত্যাদি করিলে কাফের হওয়ার সম্ভবনা আছে, ইহা শরহে-ফেকাহে আকবরে আছে। এইরূপ কার্য্যে তওবা ও তজদিদে-ঈমান জরুরি হইবে। তাহার স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইতে হইবে।

৩২৯। প্রঃ—খোৎবার বাংলা তর্জ্জমা লোকদিগকে খোৎবা পাঠকালে শুনান জায়েজ কি না? প্রথম খোৎবা শেষ করিয়া কোরআন ও হাদিছের বাংলা অর্থ দ্বারা ওয়াজ করা কি? খোৎবাতে উর্দ্দু শ্লোক পড়া জায়েজ কিনা? উহার বাংলা অনুবাদ শুনান জায়েজ কি না?

উঃ—মকরুহ তহরিমি হইবে। ইহার প্রমাণ এশাতোল ফাতাওয়ায় হানাফিয়া' কেতাবে লিখিত আছে। মাওলানা আব্দুল গনি, সাং ছুফিয়া মাদ্রাসা, পোঃ ভরদ্বাজ হাট, জেলা চট্টগ্রাম। এই ঠিকানায় পত্র দিলে, উক্ত কেতাব খানা পাওয়া যাইবে।

৩২০। প্রঃ—মৃত ও জীবিতের পক্ষ হইতে একত্রে কোরবাণী করার দলীল কি?

উঃ—জায়েজ হইবে, শামী, ৫।২৯৩, হেদায়া, ৪।৪৪৭। হজরত নবি (ছাঃ) উন্মতের (মৃত ও জীবিত উভয়ের) পক্ষ হইতে কোরবাণী করিয়াছেন, মেশকাত, ১২৮ পৃষ্ঠা।

৩৩১। প্রঃ—২৯শে শাওয়াল দিবাগত সন্ধ্যায় মেঘের জন্য রমজানের চাঁদ কেহ দেখিতে না পাইলে, এক্ষেত্রে পর দিবস (৩০শে শাওয়াল) রোজা রাখা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি কোন ব্যক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে রোজা করার অভ্যাস থাকে, আর উক্ত দিবসে ত্রিশ শা'বান হইয়া পড়ে, কিম্বা যদি কোন ব্যক্তি শা'বানের শেষ মাসে তিনটি বা ততোধিক রোজ রাখে, তবে সকলের মতে উক্ত দুই প্রকার নফল রোজা উক্ত দিবস উত্তম।

আর উক্ত দুই প্রকার না হইলে, কেবল খাস লোকেরা (বিশুদ্ধ নফল নিয়তে) রোজা রাখিতে পারেন। আম লোকের সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে

এফতার করিবে, এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে। রমজানের নিয়তে রোজা করিলে, মকরুহ তহরিমি হইবে। দেরোঁল-মোখতার ও হেদায়া।

৩৩২। প্রঃ—সৎপুত্রের দ্বারা বিমাতার গর্ভ হইলে কি করিতে হইবে? নেকাহ কাহার সহিত হওয়া উচিত?

উঃ—পিতা জীবিত থাকিলে, সেই স্ত্রীলোকটি তাহার উপর চিরতরে হারাম হইবে। পিতা মৃত হইলে, সেই স্ত্রীলোকটি অন্যত্রে নেকাহ করিবে। সৎপুত্রের পক্ষে বিমাতা সর্ব্বদা হারাম।

৩৩৩। জুমার মছজেদে কিছু দেওয়ার মানশা করিলে মুছল্লিগণ উহা খাইতে পারিবে কিনা?

উঃ—দরিদ্র মুছল্লিগণ খাইতে পারে, ফেৎরা কোরবাণী ছাহেবে নেছাব ব্যক্তি খাইতে পারে না। খাইলে মকরুহ তহরিমি হইবে। বাহ রায়েক।

৩৩৪। প্রঃ—আকিকা ৭ জনের এক গরুতে কিরূপে হইবে প্রত্যেকের জন্ম দিবস পৃথক পৃথক।

উঃ—জন্ম দিবসের হিসাব রাখা মোস্তাহাব, কাজেই যে কোন দিবসে হউক ৭ জনের একটি গরুতে আকিকা জায়েজ হইবে।—রেছালায় আকিকা।

৩৩৫। প্রঃ—জানালার লাশের মস্তক আগে যাইবে, না পা আগে যাইবে?

উঃ—আগে মস্তক যাইবে। আলমগিরি ১।১০।২।

৩৩৬। প্রঃ—উকিল ও সাক্ষিদ্বয় পাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলে, একজন সাক্ষী বলিল, তুমি বল আল্লাহর হুকুম, আমি কবুল করিলাম, ইহাতে নেকাহ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যদি পাত্রী কবুল করিলাম বলিয়া থাকে, তবে নেকাহ জায়েজ হইবে।

৩৩৭। প্রঃ—দুগ্ধের সহিত পানি মিশ্রিত করিয়া খাওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৩৩৮। প্রঃ—নাবালেগার স্বামী মরিয়া গেলে তাহাকে এদ্দত পালন

করিতে হইবে কিনা?

উঃ—হাঁ, ৪ মাস ১০ দিবস তাহার এদ্দত পালন করিতে হইবে। যে স্ত্রীলোকের সহিত তাহার স্বামী সঙ্গম করে নাই, তাহাকে তালাক দিলে, এদ্দত পালন করিতে হইবে না, ইহা ছুরা আহজাবে আছে।

৩৩৯। প্রঃ—মাতা পিতার এন্তেকাল হইলে, লোকদিগকে জিয়াফত করিয়া জায়েজ হইবে কিনা? কিভাবে উহা করিলে, নাজায়েজ হইবে।

উঃ—দরিদ্রদিগকে খাওয়াইয়া উহার ছওয়াব পিতা ও মাতার রুহে পৌঁছিয়া দিবে। যদি এতিমের অংশ হইতে, কিম্বা হারাম মাল দ্বারা, অথবা লাভ উদ্দেশ্যে, বা সুদের টাকা কর্জ্জ করিয়া বা দারিদ্রদিগকে বাদ দিয়া কেবল অর্থশালীদিগকে খাওয়াইয়া ইহা করে, তবে নাজায়েজ হইবে।

৩৪০। প্রঃ—খৎনা দেওয়ার ৭।৮ দিবস পরে আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ান জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি জরুরী রেছম বলিয়া জানে, ছওয়াল করিয়া কিম্বা সুদের টাকা কর্জ্জ লইয়া ইহা করে, তবে নাজায়েজ হইবে, নচেৎ জায়েজ হইবে।

৩৪১। প্রঃ—পীরের শেজরা কাফনের ভিতরে ছিনার উপর রাখিয়া এবং টুপি মাথায় দিয়া কবরে দফন করা জায়েজ কিনা? যে পীর এইরূপ ব্যবস্থা দেয়, তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কিনা? ইহাতে বেনামাজি, নেংটিপরা লোকদের উপকার হইবে কিনা?

উঃ—কাফনের ভিতর এইরূপ শেজরা দিলে, পবিত্র নামগুলি পুঁজরক্ত মিশ্রিত হইবে, কাজেই ইহা নাজায়েজ। শামী, ১।৮৪৭ পৃষ্ঠা। পাগড়ী দেওয়া সমধিক ছহিহ মতে মকরুহ, টুপি দেওয়ার কথা কোন কেতাবে নাই। এইরূপ শেজরা দেওয়াতে বেনামাজি ও নেংটিপরা লোকদের উপকার হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এইরূপ ব্যবস্থা দাতা পীরের নিকট মুরিদ হওয়া মকরুহ।

৩৪২। প্রঃ—জাদোল আখেরাত ও মাছায়েল মওতা কেতাবে আছে, মৃতের নামাজ রোজার ফিদইয়া দিতে অক্ষম হইলে, এক জেলদ কোরআন শরিফ ফিদইয়া করিতে হইবে। সাতবার ছুরা এখলাছ পড়িয়া সাতটি ঢিলা গোরে নিক্ষেপ করিবে, ইহা সত্যকিনা?

উঃ—উহা ছহিহ মত।

৩৪৩। প্রঃ—কাবিনা মাতে এইরূপ শর্ত্ত লিখিত থাকে বিবির বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় নেকাহ করিলে, সেই দ্বিতীয়া স্ত্রীর তালাকের ভার প্রথমা বিবির উপর থাকিবে, এক্ষেত্রে যদি স্বামী প্রথমা বিবির বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয়া নেকাহ করে এবং সেই কাবিলের শর্ত্তানু য়ায়ী প্রথমা বিবি দ্বিতীয়া বিবিকে তিন তালাক বাএন দেয়, তবে কি হইবে? এক্ষেত্রে সে দ্বিতীয়া বিবির সহিত বসবাস করিতে পারে কিনা?

উঃ—হাঁ, উহাতে তিন তালাক বাএন হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে সে দ্বিতীয়া বিবির সহিত বসবাস করিতে পারিবে না। শামী, ২।৬৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৪৪। প্রঃ— গোরস্থানের বৃক্ষের ফলাদি খাওয়া এবং ঐ বৃক্ষ দ্বারা কোন কার্য্য করা কি?

উঃ—উহা কোন লোকের নিজ গোরস্থানে হইলে, যদি উহা কবরস্থান বানাইবার পূর্ব্বের বৃক্ষ হয়, তবে জমিনের মালিক যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। আর যদি পতিত জমি হয়, পরে গ্রামবাসি গণ উহা গোরস্থান বানাইয়া থাকে, এক্ষেত্রে রোপনকারী জানা থাকিলে সেই ব্যক্তি উহার মালিক হইবে, কিন্তু উহার মূল্য ছাদকা করিয়া দেওয়া উচিত। যদি আপনা আপনি উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে কাজি ইচ্ছা করিলে উহা কাটিয়া গোরস্থানের কার্য্যে ব্যয়-করিতে পারে, ইহা কাজিখানে আছে।—আলমগিরি।

৩৪৫। প্রঃ—ফুটবল খেলা ও দেখা কি?

উঃ—নাজায়েজ, এতৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ফৎওয়া প্রচারিত হইয়াছে।

৩৪৬। প্রঃ—নাবালেগা স্ত্রীকে ১।২।৩ তালাক দিয়া বিনা তহলিলে, লইতে পারে কিনা?

উঃ—যদি কেহ নাবালেগা স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম, তুই তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম, তবে ইহাতে এক তালাক বাএন হইবে, শেষ দুই তালাক বাতীল বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি বলে, তোমাকে তিন তালাক দিলাম, তবে ইহাতে তিন তালাক হইবে, প্রথম ক্ষেত্রে নেকাহ করিয়া তাহাকে লইতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিনা তহবিলে তাহাকে লইতে পারে না, লইলে জেনা হইবে।

৩৪৭। প্রঃ—মৃতের ছওয়াব রেছানি উপলক্ষে এক লক্ষ বা সওয়া

লক্ষ বার কলেমা পড়ার নিয়ম কি?

উঃ—অৰ্দ্ধেক কলেমা (লাএলাহা উল্লাল্লাহা) পড়িলে, অর্দ্ধেক কলেমার ছওয়াব পাইবে। পূর্ণ কলেমা অর্থাৎ (মোহম্মাদুর রাছুলুল্লাহ) পর্যন্ত পড়িলে পূর্ণ কলেমার ছওয়াব পাইবে।

৩৪৮। প্রঃ—কোরবাণির মূল্য মক্তব মাদ্রাছার চেরার, বেঞ্চ বেড়া চালা ইত্যাদিতে ব্যয় করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে না, অবশ্য উহা কোন দরিদ্রকে দান করিতে হইবে, দরিদ্র ইচ্ছা করিলে, ছওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিষয়ে ব্যয় করিতে পারে।

৩৪৯। প্রঃ—আকিকা ও নফল ছদকার চামড়ার ব্যবস্থা কি?

উঃ—আকিকা ও নফল ছদকার চামড়ার খওরাত করিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। দরিদ্র ও মালদার সকলকে উহা দান করা জায়েজ হইবে। দরিদ্রকে দান করিলে ছওয়াব বেশী হইবে।

৩৫০। প্রঃ—জুমার নামাজ অন্তে মছজেদে উচ্চ আওয়াজে জমায়াতের লোকেরা দরুদ শরিফ পড়িলে, কোন দোষ হইবে কি না?

উঃ—উহা মকরুহ হইবে, ফাতাওয়ায়-এবনো-নাজিম, ১৭৯৩ আশবাহ-আন্নাজায়েজোরের হাশিয়াখ হামাবি ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৫১। প্রঃ—কিস্তি, গোল, পাঁচ কল্লিদার, তুর্কি ইত্যাদি টুপির মধ্যে কোন রকম টুপি ব্যবহার করা জায়েজ হইবে?

উঃ—গোল, কল্লিদার তুর্কি এই সমস্ত প্রকার টুপি ব্যবহার করা জায়েজ হইবে। কিস্তি টুপি খাস মাড়ওয়ারিদিগের ব্যবহৃত টুপি, কিন্তু এখন কতক মুছলমান উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে হিন্দুদের তশবিহ হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহারা উহা লম্বালম্বী ভাবে মাথায় দিয়া থাকে, কাজেই মুছমানগণ উহা আড়া-আড়ি ভাবে মাথায় দিবে, ইহাতে তশবিহ হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না।

৩৫২। প্রঃ—যে ব্যক্তি এলবার্ট কাটে, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা কি?

উঃ—ইহাতে বিধৰ্ম্মীদের সহিত 'তশবিহ' হয়, ইহা মকরুহ তহরিমি। যে এমাম সর্বদা এইরূপ কার্য্য করে, তাহার পশ্চাতে নামাজ মকরুহ্ হইবে।

৩৫৩। প্রঃ—যাহারা পাঞ্জেনামা নামাজ পড়েনা, জুমা ও ঈদে তাহাদের

পশ্চাতে এক্তেদা করা কি? তাহাদের দ্বারা এক্তেদা করা কি? তাহাদের দ্বারা মৌলুদ পাঠ ও কোরবাণী করান কি হইবে?

উঃ—এইরূপ ব্যক্তিরা ফাছেক, তাহাদের পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি। তাহাদের দ্বারা মৌলুদ পাঠ ও কোরবাণি করান জায়েজ হইলেও না করান শ্রেয়ঃ-যেহেতু ফাছেকের সম্মান করা বুঝা যায়, কিন্তু শরিয়তে ফাছেকের অবমাননা করার কথা আছে।

৩৫৪। প্রঃ—বেনামাজি দ্বারা জবেহ করিয়া লওয়া কিম্বা জবেহ করা কালে জানওয়ারটি ধরিয়া লওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে, কিন্তু ইহা না করা শ্রেয়ঃ।

৩৫৫। প্রঃ—জুমা ও ঈদের খোৎবা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বা উর্দ্দুতে অনুবাদ ও ওয়াজ করা কি?

উঃ—অধিকাংশ আলেমের মতে মকরুহ তহরিমি, ইহা করিতে ইচ্ছা করিলে, নামাজের পূর্ব্বে বা পরে করিবে।

৩৫৬। প্রঃ—পুত্র সন্তান জন্মিলে, আজান দিতে হয়, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ঐ আজান দেওয়া না হইলে, অন্য সময় উহা দিতে হইবে কিনা?

উঃ—উহার কাজা করিতে হইবে না।

৩৫৭। প্রঃ—গরু দ্বারা আকিকার কোরবাণি হয় কি না? ঈদের কোরবাণীর সঙ্গে আকিকার কোরবাণীর ভাগ দেওয়া যায় কি না?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে। প্রথম মছলার জওয়াব ২৫৬ নম্বর ও দ্বিতীয় মছলার জওয়াব ২৪৮ নম্বর লিখিত হইয়াছে। ঈদের কোরবাণির সহিত যে কয়টি আকিকার ভাগ দিতে ইচ্ছা করে দিতে পারে।

৩৫৮। প্রঃ—কোমরে কাপড় আটকানোর জন্য যে সূতা, ফিতা বা বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, তাহা জায়েজ কিনা?। ফরজ গোছলের সময় উক্ত সূতা, ফিতা বা বেল্ট ইত্যাদি না ভিজিলেও তাহাতে কোন নাপাকি না লাগিলে, গোছল জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—হাঁ, উহা ব্যবহা করা জায়েজ হইবে, যদি উহাতে নাপাকি না থাকে এবং উহাতে শরীরে কোন কোন স্থান শুষ্ক থাকে, তবে উহা নাড়াইয়া স্থানটি ধৌত করিতে হইবে। উক্ত বস্তু না ভিজিলেও গোছলের ক্ষতি হইবে না।

৩৫৯। প্রঃ—মোক্তাদী এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িবে কিনা?

উঃ—পড়িবে না, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যখন কোরাণ

পড়েন, তোমরা (মোক্তাদিগণ) চুপ করিয়া থাক। ছহিহ মোছলেম ১।১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইহার বিস্তারিত দলিল মৎপ্রণীত মছায়েল-খণ্ড প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

৩৬০। প্রঃ—ঈদুজ্জোহার কোরবাণি বাটির মালিককে করিতে হইবে, না অন্যান্য সকলকে করিতে হইবে?

উঃ—কোরবাণির নেছাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিককে কোরবাণি করা ওয়াজেব, তাহার নাবালেগ পুত্র কন্যাকে কোরবাণি করিতে হইবে না। তাহার বালেগ পুত্র নিজে ছাহেবে নেছাব হইলে, নিজ তাহার কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে। স্ত্রী নিজে ছাহেবে-নেছাব হইলে, পৃথক কোরবাণি করিবে। ভাই সম্পত্তির অংশীদার হইলে, যদি সম্পত্তির ভাগবণ্টন করার পরে প্রত্যেকেই ছাহেবে-নেছাব হয়, তবে উভয়কে কোরবাণি করিতে হইবে।

৩৬১। প্রঃ—বিভিন্ন অবস্থায় লোক এক গরুতে ভাগ দিতে পারে কি না?

উঃ—হাঁ পারে।

৩৬২। প্রঃ—প্রথম বৎসর ৭জন মিলিয়া একটি গরু কোরবাণি করিলে, দ্বিতীয় বৎসর এক বা দুই জন কোন কারণ বশতঃ কোরবাণি করিতে পারিল না, তৃতীয় বৎসর তাহারা পুনঃ ভাগ দিল, ইহাতে কি কোরবাণি নষ্ট হইবে?

উঃ—নষ্ট হইবে না।

৩৬৩। প্রঃ—৭ জন মিলিয়া প্রথম বৎসর কোরবাণি করিলে, কি ঠিক ঐ সাত জনকেই পর পর ৭ বৎসর কোরবাণি করিতে হইবে?

উঃ—এইরূপ শর্ত্ত কোন কেতাবে নাই।

৩৬৪। প্রঃ—গরু ও ছাল খাসী করাইলে, অঙ্গহীন হয় কি না? উক্ত খাসী করা গরু ও ছাগল কোরাবাণি করা চলে কিনা?

উঃ—কাম ভাব উৎপন্ন হওয়ার ছাগল পূর্বে গরু ছাগল খাসী করা হয়, কাজেই ইহাতে অঙ্গহানি হয় না বরং এতদুভয়ের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া সুখাদ্য হইয়া থাকে, তদ্দারা কোরবাণি করা জায়েজ হইবে। নবি (ছাঃ) দুইটি খাসী করা ছাগল কোরবাণী করিয়া ছিলেন, মেশকাত ১২৮

পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩৬৫। প্রঃ—নেছাব পরিমাণ টাকা মত্তজুদ আছে, কিন্তু ইহার অংশীদার আছে, এক্ষেত্রে ফেৎরা দিতে হইবে কিনা?

উঃ—যে কয়েকটি অংশীদার আছে, মওজুদ টাকা সেই কয়েক ভাগে বিভক্ত করিলে, যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে প্রত্যেকের পক্ষে ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। নচেৎ কাহারও প্রতি ফেৎরা ওয়াজের হইবে না, উহা না দিলে, গোনাহগার হইবে না কিন্তু দিলে ছুন্নতের ছওয়াব পাইবে।

৩৬৬। প্রঃ—যে স্থানে হিন্দুরা প্রতিমা পূজা করিত, সেই স্থানে বর্ত্তমানে মূর্ত্তিগুলি নাই তাহারা পূজা করে না। উক্ত স্থানেই ১০।১২ হাত দূরে একটি জুমার মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, যে, স্থানে প্রতিমা পূজা করা হইত, সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া মছজেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উক্ত স্থানটি পূর্বে হিন্দুদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে উক্ত স্থানটি মুসলমানদিগের জমা ও অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত মছজেদে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—এদেশ প্রথমে হিন্দুদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহার তাহাদের অধিকারভুক্ত স্থানে পূজা অর্চ্চনা করিত। পরে মুসলমানগণ এদেশ অধিকার করিয়া অনেক স্থানে বাসস্থান স্থির করিয়া ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িতেছেন এবং স্থানে স্থানে জুমা মছজেদ প্রস্তুত করিয়া জুমা পড়িতেছেন। হজরত বলিয়াছেন, জমিকে আমাদের জন্য ছেজদা স্থান স্থির করা হইয়াছে। কাজেই উল্লিখিত মছজেদে অবাধে নামজ জায়েজ হইবে।

৩৬৭। প্রঃ—ওয়াক্তিয়া, জুমা ও ঈদের নামাজে এমাম ও মোক্তাদিগণ কোন কোন রঙের কয়হাত পাগড়ী ব্যবহার করিবে?

উঃ—হজরতের ছোট বড় দুইটি পাগড়ী ছিল, ছোটটি ৭ হাত ও বড়টি ১২ হাত। রঙের সম্বন্ধে কোন রেওয়াএত নাই। মেরকাত, ৪।৪২৭।

৩৬৮। প্রঃ—গোঁফ কিভাবে কাটিতে ও রাখিতে হইবে?

উঃ—গোঁফ ছাটা ছুন্নত, গোয়াছিয়া কেতাবে আছে। উহা এইরূপ ভাবে ছাটিবে যে, যেন ভ্রুর ন্যায় হইয়া যায়। মোজতবা কেতাবে আছে, গোঁফ এরূপ ভাবে ছাটিবে যেন উহা উপরিস্থিত ঠোঁটের উপরিস্থ কেনারার

সমান হইয়া যায়। এই ছুন্নতে কোন মতভেদ নাই। গারায়েব কেতাবে আছে, হজরত ওমার (রাঃ) গোঁফের দুই পার্শ্বের নিম্নস্থ গুচ্ছদ্বয় ছাটিতেন না। গোঁফ একেবারে মুণ্ডন করা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ উহা ছুন্নত বলিয়াছেন কেহ উহা বেদয়াত বলিয়াছেন। শাঃ ৫।৩৫৮, মেরকাত ৪৫৬। ৪৫৭।

৩৬৯। প্রঃ—যে স্থানে মছজেদ আছে, উহার চারিদিকে কি পরিমাণ জমি ওয়াক্ফ করিয়া দেওয়া জরুরি এবং উহার কতদূরে প্রস্রাব ও পায়খানার স্থান প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে?

উঃ—মছজেদে প্রবেশ করিতে একটি পথের দরকার এই পরিমাণ জমি অকফ্ করিয়া দেওয়া জরুরি। যদি পরিণামে মুছাল্লি গণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় উহার আয়তন বৃদ্ধি করিতে হয়, কিম্বা তথায় কোন ওয়াজ নছিহতের সভা করিতে হয়, এইহেতু কিছু বেশী জমি অক্ফ করা শ্রেয়ঃ। যতদূরে প্রস্রাব ও পায়খানার স্থান প্রস্তুত করিলে উহার দুর্গন্ধে নামাজিদিগের কষ্ট না হয়, সেই পরিমাণ দূরে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

৩৭০। প্রঃ—খাজনার জমিতে মছজেদ প্রস্তুত করিলে কে ওয়াক্ফ করিবে?

উঃ—যে ব্যক্তি খাজনা দিয়া থাকে, তাহার কথায় অক্ফ হইয়া যাইবে। এমাম আবুহানিফা (রাঃ) বলিয়াছেন, মছজেদ প্রস্তুতকারীর অনুমতিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি উহাতে জামায়াতের সহিত নামাজ পড়িলে, মছজেদ অকফ হইয়া যায়। তাঁহার অন্য রেওয়াএতে আছে, তাহার অনুমতিতে একজন উহাতে (আজান ও একামতের সহিত) নামাজ পড়িলে অকফ হইয়া যাইবে। প্রথম রেওয়াএতটী ছহিহ। এমাম আবু ইউছুফ বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি বলে, আমি ইহা মছজেদ স্থির করিলাম এবং লোকদিগকে উহাতে নামাজ পড়িতে অনুমতি দেই, তবে অক্ফ হইয়া যাইবে।

যদি জমিদারকে টাকা কড়ি দিয়া নিষ্কর করাইয়া লইতে পারে তবে ভালই কথা, নচেৎ অকফ করিলে অকফের বিঘ্ন হইবে না, অবশ্য বারবার খাজনা আদায় করিতে হইবে, খেরাজি ও জমাই লওয়া জমিকে অকফ করা জায়েজ হওয়া তরতুশির মত, আল্লামা শামী ও বাহরোর-রায়েক প্রণেতা এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ইহাত শরিয়তের হিসাব অকফের অর্থ হইল। রেজিস্ট্রী দলীল দ্বারা অকফ করিয়া দেওয়া শরিয়তে জরুরি না হইলেও দুনইয়াদারির হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য।

৩৭১। প্রঃ—কোন কোন কেতাবে লিখিত আছে, বেনামাজিকে টাকা, ধান্য চাউল ইত্যাদি দান করিলে, মক্কার ঘর (কা'বা) ভাঙ্গিবার পরিমাণ গোনাহ হয়, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—ইহা সত্য নহে, হাদিছে আছে, ফাছেক ব্যক্তিকে জিয়াফত করিও না, কিন্তু কাফের ও ফাছেক ক্ষুধার্থ অবস্থায় কিছু খয়রাত চাহিলে খয়রাত দেওয়া জায়েজ বরং ছওয়াব হইতে পারে। ছুরা দহরে বন্দিদিগকে খাদ্য সামগ্রী দান করা ছওয়াবের কার্য্য বলিয়া লিখিত আছে, হজরতের জামানাতে কাফেরেরা বন্দী হইত।

৩৭২। প্রঃ—যাহারা শরিয়তের সম্পূর্ণ কার্য্য পালন করে না এবং নামাজ পড়ে না, তাহাদের নিকট হইতে স্কুল ও মাদ্রাছার জন্য সাহায্য লওয়া যায় কিনা?

উঃ—স্কুল ও মাদ্রাছার গৃহ নির্মাণ এবং চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যপারে উহা ব্যয় করা যাইতে পারে। মোদার্রেছগণ পরহেজগার হইলে, তাহাদের উহা হইতে পরহেজ করা উত্তম হইবে, ফৎওয়া মতে জরুরতের জন্য উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে।

৩৭৩। প্র—কোন ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক বায়েন দিল, তৎপর তাহার আত্মীয়স্বজন উহা লোক লজ্জায় গোপন করিয়া ঐদিবসেই পুনরায় ঐস্বামী স্ত্রীর নেকাহ পড়াইয়া দিল, উহা সঙ্গত হইল কিনা এবং উক্ত প্রকার নেকাহ পড়ানেওয়ালা মোল্লার এমামতি জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—এই নেকাহ বাতীল, যতদিবস উক্ত স্ত্রীকে পৃথক করিয়া না দিবে, জেনা হইতে থাকিবে। উকিল, সাক্ষী, সহায়তাকারী, মোল্লা সকলেই ফাছেক হইয়া গিয়াছে, সকলেই এই জেনার গোনাহর অংশীদার হইবে, এইরূপ মোল্লা উক্ত নেকাহ হালাল জানিয়া করিয়া থাকিলে কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ হইবে। আর হারাম জানিয়া স্বার্থের লোভে নেকাহ পড়াইয়া থাকিলে, ফাছেক হইয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়িলে, মকরুহ

তহরিমি হইবে।

৩৭৪। প্রঃ—যাহাদের ওমরি কাজা আছে, তাহাদের এমামতি জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি ওজোরের জন্য কাজা হইয়া থাকে, তবে তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করাতে দোষ হইবে না। আর যদি বিনা ওজোরে নামাজ নষ্ট করিয়া থাকে, তবে গোনাহ কবিরা হইয়াছে। যতক্ষণ তৎসমস্ত আদায় করিয়া তওবা না করে, ততক্ষণ সে ফাছেক থাকিয়া যাইবে, তাহার পশ্চাতে এমতাবস্থায় এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি হইবে—শামি, ১। ৬৭৬। ৫২৩।

৩৭৫। প্রঃ—হারামখোর ও জেনাকার এমামের পশ্চাতে নামাজ হইবে কিনা?

উঃ—মকরুহ তহরিমি হইবে। শাঃ, ১। ৪২৩।

৩৭৬। প্রঃ—ঈদুজ্জোহা নামাজের পূর্ব্বে কোরবাণি করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যে স্থানের লোকের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজেব, তথাকার লোক ঈদের নামাজের পর হইতে কোরবাণি করিবে। যদি এমাম নামাজ পড়িয়া থাকে, কিন্তু খোৎবা পড়ে নাই, এমতাবস্থায় কেহ কোরবাণি করিলে, জায়েজ হইবে, কিন্তু মাছাবী কেতাবে খোৎবার পূর্ব্বে কোরবাণি করা মকরুহ বলিয়া লিখিত আছে।

যদি মহল্লার মছজিদ এবং ঈদগাহ উভয় স্থানে ঈদের নামাজ পড়া হয়, তবে যে স্থানে প্রথমে ঈদের নামাজ পড়া শেষ হয়, সেই স্থানে কোরবাণি, জায়েজ হইবে। ইহা হেদায়াতে আছে। শামছোল-আএম্মায় হোলওয়ানি বলিয়াছেন, যে স্থানে নামাজ প্রথমে হইয়াছে, সেই স্থানের লোক কোরবাণি করিলে জায়েজ হইবে না। যদি লোকে ওজোরের জন্য কিম্বা বিনা ওজোর প্রথম দিবসে ঈদের নামাজ না পড়ে, তবে ঈদের নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার পর হইতে অর্থাৎ সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে কোরবাণি করিতে পারিবে। অরণ্য, ময়দান, এইরূপ প্রভৃতি যে স্থানে ঈদের নামাজ ওয়াজেব নহে, তথাকার লোক ১০ই জেলাহজ্জ তারিখে ছোবহে-ছাদেকের পর হইতে কোরবাণি করিতে পারিবে। শাঃ, ৫। ২৭৭, তাঃ ৪। ১৬২। ১৬৩।

৩৭৭। প্রঃ—জুমা ও ঈদের খোৎবা মুখস্থ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ মুখস্থ খোৎবা পড়িতেন, কাজেই উহা অবাধে জায়েজ হইবে।

৩৭৮। প্রঃ—ফেৎরার টাকা বেতন স্বরূপ খতিবকে দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা? ঐ টাকা দিয়া ঈদগাহ বানান জায়েজ কিনা? আলেম ফাজেলগণ উহা খাইতে পারেন কিনা? কোরবাণির চামড়ার টাকা ঐরূপ কার্য্যে লাগান জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—খতিবকে বেতন স্বরূপ উহা দেওয়া জায়েজ হইবে না, দানস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে, যদি খতিব ছাহেবে-নেছাব নাহয়। তদ্দ্বারা ঈদগাহ বানান জায়েজ হইবে না। আলেমগণ দরিদ্র হইলে, উহা লইতে পারেন। কোরবাণির চামড়ার মূল্যের অবস্থা ঠিক ঐরূপ হইবে।

৩৭৯। প্রঃ—কোন্ ব্যক্তির উপর হজ্জ ও জাকাত ফরজ? কেমন ব্যক্তির উপর ফেৎরা ও কোরবাণি ওয়াজেব? কেমন ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিতে পারিবে?

উঃ—বালেগ, সজ্ঞান এবং আজাদ মুছলমানের জরুরি বিষয়গুলি ও দেনা বাদ দিয়া পাথেয় অর্থাৎ খোরাক ও সওয়ারির মাসুল ও স্ত্রী পরিজনের খোরপোশ পরিমাণ অর্থ থাকিলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে। ইহার বিস্তার বিবরণ মৎপ্রণীত 'হজ্জের-মাসায়েল' কেতাবে লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধিমান, বালেগ ও আজাদ মুছলমান ছাহেবে-নেছাব হইলে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে, আবশ্যকীয় বস্তু ও দেনা বাদ দিয়া রৌপ ২০০ দেরহাম, স্বর্ণ ২০ মেছকাল কিম্বা উক্ত পরিমাণ মূল্যের বানিজ্য দ্রব্য থাকিলে, তাহাকে ছাহেবে-নেছাব বলা হয়।

২০০ দেরহাম, ৪৮ টাকা নয় আনা এক পয়সার কিছু অধিক হইয়া থাকে। ২০ মেছকালে ৬ তোলা, ১১মাসা, ২ রতি ২যব স্বর্ণ হয়, অর্থাৎ ৭ তোলার প্রায় পাঁচ পয়সা স্বর্ণ হয়। নেছাব পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য বা সেই পরিমাণ মূল্যের বানিজ্য দ্রব্য পূর্ণ এক বৎসর কাহারও নিকট থাকিলে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে। ইহার বিস্তারিত মছলা মৎপ্রণীত 'জাকাত ও ফেৎরার বিস্তারিত মাছায়েল' কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

যে আজাদ মুছলমান নিজের ও পরিজনের প্রয়োজনের বিষয়গুলি বাদ দিয়া নেছাব পরিমান স্বর্ণ, রৌপ্য, বাণিজ্য সামগ্রী কিম্বা অন্য প্রকার আছবার পত্রের মালিক হয়, তাহার উপর কোরবাণি ও ফেৎরা ওয়াজেব হইবে।

জাকাত ও ফেৎরার নেছাবের পার্থক্য এই যে-স্বর্ণ, রৌপ্য ও ছয় মাসের অধিক ময়দানে বিচরণকারী পশু এবং বানিজ্য সামগ্রী ব্যতীত অন্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ হয় না পক্ষান্তরে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি নেছাব পরিমাণ হইলে, উহাতে ফেৎরা ওয়াজেব হইবেই'ত, বরং তৎসমস্ত ব্যতীত যে জমি, গৃহ, আছবাব-পত্র, পশু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় না হয়, উহা নেছাব পরিমাণ হইলে, উহাতে ফেৎরা কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।

ইহার বিস্তারিত মছলা উক্ত কেতাবে এবং 'জবহ ও কোরবাণির মাছায়েল' কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি ফেৎরা ও কোরবাণির ছাহেবে-নেছাব নহে, সেই ব্যক্তি জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণির চামড়ার মূল্য লইতে পারে। অবশ্য কোরবাণির চামড়া ছাহেবে-নেছাব ব্যক্তিও লইতে পারে।

৩৮০। প্রঃ—কোন ব্যক্তির কিছু জমি, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি আছে, কিন্তু দেনাও আছে, আয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে তাহার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, বরং বৎসরে বৎসরে কিছু দেনা হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যক্তির উপর ফেৎরা ও কোরবাণি ওয়াজেব কিনা?

উঃ—কেবল ঈদের দিবস দেনা ও আবশ্যকীয় বস্তু বাদ দিয়া নেছাব পরিমাণ বস্তু থাকিলে, তাহার উপর ফেৎরা ও কোরবাণি ওয়াজেব হইবে। পক্ষান্তরে পূর্ণ বৎসর নেছাব পরিমাণ বস্তু থাকিলে, জাকাত ফরজ হইয়া থাকে। শাঃ, ২।৫ পৃষ্ঠা।

৩৮১। প্রঃ—যে গ্রামে নদী নালা নাই, এইরূপ গ্রামে ৫।৬ বাড়ী অন্তরে জুমা ঘর প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যদি মুছুল্লিগণের সংখ্যা বেশী হয়, একটি মছজেদের দ্বারা অন্য মছজেদের ক্ষতি সাধিত না হয় ও কলহ মূলে এইরূপ মছজেদ প্রস্তুত না হয়, তবে জায়েজ হইবে।

৩৮২। প্রঃ—২৯শে রমজান দিবাগতে চন্দ্রোদয় হইলে, আর একটি রোজা করা ফরজ হইবে কি না?

উঃ—ফরজ হইবে না।

৩৮৩। প্রঃ—কোন বালিকাকে শরিয়তের এলম শিক্ষা দিয়া তাহাকে মাতা বলিয়া ডাকিয়া পরে তাহাকে নেকাহ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—হাঁ শরিরতে উক্ত নেকাহ জায়েজ হইবে, মুখে মাতা বলিলে

মাতা হয় না, ইহা মহব্বতের জন্য বলা হইয়া থাকে।

৩৮৪। প্রঃ—কেহ ছালামি টাকা লইয়া জমি এই শর্ত্তে জমা দিল যে আমি যত দিবস এই ছালামির টাকা ফেরত না দিব, ততদিবস আপনি এই জমি চাষাবাদ করিয়া উহার ফসল গ্রহণ করিবেন এবং আমাকে খাজনা দিবেন, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে না, ইহাতে বন্ধক ও ইজারা উভয় আকদ নিহিত আছে, জায়েজ নহে ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইবতালোল-বাতেল কেতাবে লিখিত আছে।

৩৮৫। প্রঃ—জুমার খতিব উপস্থিত না থাকিলে, কোন উম্মি লোক ৩বার ছুরা এখলাছ পড়িয়া (খোৎবার পরিবর্ত্তে) এমাম হইয়া জুমা আদায় করিল, ইহা জায়েজ হইয়াছে কিনা?

উঃ—যদি মোক্তাদিদের মধ্যে কেহ ক্বারী না থাকে, তবে এইরূপ নামাজ জায়েজ হইয়াছে এবং সেই খোৎবা জায়েজ হইয়াছে।

৩৮৬। প্রঃ—জবহ কালে জানওয়ারের মস্তক আলাহেদা হইয়া গেলে, কি হইবে?

উঃ—মকরুহ হইবে, কিন্তু উহার গোস্ত খাওয়া হালাল হইবে দোর্রোল-মোখতার।

৩৮৭। প্রঃ—মছবুক ছুরা চুপে চুপে পড়িবে, কিম্বা উচ্চ আওয়াজে পড়িবে?

উঃ—অধিকাংশ বিদ্বানের মতে মছবুক জাহরিয়া নামাজে কেরাত চুপে চুপে পড়িতে পারে এবং উচ্চ আওয়াজেও পড়িতে পারে এমনকি মছবুক জুমার নামাজে আওয়াজ করিয়া কেরাত করিতেও পারে। এইরূপ জাহরিয়া নামাজের কাজা দিবসে আদায় করিতে মছবুক চুপে চুপে কেরাত করিতেও পারে এবং আওয়াজ করিয়া কেরাতও করিতে পারে।—শাঃ, ১।৪৯৮।

৩৮৮। প্রঃ—পুত্র বধু পিত্রালয়ে গিয়া শ্বাশুড়ীর মিথ্যা দুর্ণাম করে, শাসন করা সত্ত্বে শুনে না, ইহাতে যদি তাহার মাতা তাহাকে তালাক দিতে বলে, তবে কি করা যাইবে?

উঃ—মাতার আদেশ পালন করা ওয়াজেব।

৩৮৯। প্রঃ—সহবাস কালে মুখস্থ কোরান পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে না।

৩৯০। প্রঃ—রমজান শরিফের ছেহরি করা কি?

উঃ—ছুন্নত। মেরকাত, ২।৫০৯ পৃষ্ঠ।

৩৯১। প্রঃ—সহবাসের পরে বিনা ওজু গোছলে পানাহার জায়েজ কি না?

উঃ—কুল্লি করিয়া ও হস্ত ধৌত করিয়া পানাহার করিবে, ইহার পূর্ব্বে পানাহার করিলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে।—শা,১।২৭১।

৩৯২। প্রঃ—মরুব্বিদের লজ্জায় ফজরের সময় গোছল না করিয়া দ্বিপ্রহরের সময় গোছল করিলে, কি হয়?

উঃ—গোনাহ কবিরা হইবে।

৩৯৩। প্রঃ—জালেম, অত্যাচারী ও সুদখোরের জমির উপর ঈদের নামাজের স্থান করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—সুদের টাকা দ্বারা খরিদা জমি হইলে, উক্ত স্থানে ঈদগাহ করা নিষিদ্ধ। জালেম ব্যক্তি নির্দ্দোষ জমি অক্‌ফ করিয়া দিলে উহা মুছলমানদিগের অধিকারভুক্ত হইয়া যাইবে, তথায় নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

৩৯৪। প্রঃ—গোলাম বিক্রয় কোন সময় হইতে কাহার দ্বারা শুরু হইয়াছিল? কোন বংশ হইতে ও কি কারণে ইহার উদ্ভব হইল?

উঃ—১) দারোল ইছলামের মুছলমানগণ দারোল-হরবে প্রবেশ করতঃ তথাকার লোকদিগকে জবরদস্তি ভাবে বন্দী করিয়া দারোল-ইছলামে আনয়ন করিলে, তাহারা দাসদাসী হইয়া থাকে।

২) দারোল-হবরের এক দেশের কাফেরেরা অন্য দেশের কাফেরদিগকে জবরদস্তি ভাবে ধৃত করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলে, তাহারাও দাসদাসী হইবে।

৩) দারোল-হরবের কাফেরেরা মুছলমানদিগের নিকট নিজেদের সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়গণকে বিক্রয় করিল, মুছমলানগণ তাহাদিগকে নিজেদের অবস্থিতি স্থলে আনয়ন করিল, ইহারাও সমধিক ছহিহ মতে দাসদাসীরূপে পরিণত হইবে।

৪) উল্লিখিত কয়েক প্রকারেয় সন্তান সন্ততিগণ দাসদাসী হইবে— যদি তাহাদের প্রভু কিম্বা তাহার মোহর্রম কর্ত্তৃক পয়দা না হয়।

যদি মুছলমান বাদশার আশ্রিত কাফেরেরা নিজেদের সন্তান সন্ততিগণকে মুছলমানদিগের নিকট বিক্রয় করে তবে তাহারা দাসদাসী হইবে না। এইরূপ দারোল-হরবের কাফেরেরা দারোল ইছলামের কোন মুছলমানকে বন্দী করিয়া করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া গেলে, তাহারা দাসদাসী হইবে না।

এইরূপ মুছলমানগণ অনাহার ক্লিষ্ট বা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অবস্থায় নিজেদের সন্তান-সন্ততিদিগকে বিক্রয় করিলে, তাহারা দাসদাসী হইবে না।—৩।৩৩৬।৩৩৯।৩৪০, দোঃ, শাঃ, ২।১০২, ফাতাওয়ায় আজিজি, ১।৬৭।৬৮।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, দাসদাসী প্রথা বংশ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

তওরাত পাঠে বুঝা যায় যে, হজরত মুছা, দাউদ, ইউশা ও এবরাহিম (আঃ)-এর জামানা হইতে দাস দাসী প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য ইছলামে এই প্রথা নির্মুল করা বহু উপদেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৩৯৫। প্রঃ—ধান্য ২ টাকা দরের স্থলে বাকি বিক্রয় করিয়া দুই তিন মাস শরেত টাকা লইলে সুদ হইবে কিনা?

উঃ—মকরুহ তহরিমি হইবে। ১৬৭ নম্বর মছলাতে ইহার দলীর লেখা হইয়াছে।

৩৯৬। প্রঃ—বেতেরের নামাজ রমজানে একা পড়িলে, চুপে চুপে পড়িবে কিম্বা উচ্চ আওয়াজে পড়িবে? অন্য সময়ে বেতেরের নামাজের জামায়াত নাই কেন?

উঃ—বেতের একা পড়িলে চুপে চুপে কেরাত করিবে, রমজানে ফরজের অনুসরণে ছুন্নতে-তারাবির জামায়াত করা হয়, কাজেই তদপেক্ষা তাকিদি নামাজ বেতেরের জামায়তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাহাবাদের জামানা হইতে হইয়া আসিতেছে।

৩৯৭। প্রঃ—চারি রাকায়াতওয়ালাতে ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকায়াতে ছুরা পড়িতে হয় না!, কিন্তু ছুন্নত ও নফলের প্রত্যেক রাকায়াতে ছুরা মিলাইতে হয় কেন?

উঃ—নূতন ইছলামে প্রত্যেক ওয়াক্তে দুই দুই রাকায়াত করিয়া ১০রাকায়াত ফরজ পড়ার ব্যবস্থা ছিল, সেই সময় ছুরা মিলাইবার আদেশ ছিল, তৎপরে আছর, জোহর ও এশাতে দুই দুই রাকায়াত ও মগরেবে

এক রাকায়াত ফরজ বৃদ্ধি করার আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু ছুরা মিলাইবার আদেশ নাই।

৩৯৮। প্রঃ—তারাবিহ নামাজ একা ঘরে পড়িলে, কোন ক্ষতি হয় কি না?

উঃ—ছহিহ মতে উহাতে জামায়াত ও মছজেদের ফজিলত হইতে বঞ্চিত হইবে না। গৃহে জামায়াত করিয়া পড়িলে, মছজেদের জামায়াতের ছওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে।—১।৬৬০।

৩৯৯। প্রঃ—কোন হিন্দুনারী মুছমান হইলে তৎক্ষনাৎ তাহাকে নেকাহ দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা? তাহার এদ্দত পালন করিতে হইবে কিনা? দলীল সহ লিখুন।

উঃ—দোর্রোল-মোখতারের ২।১৫ পৃষ্ঠায় আছে;—

واذا اسلم احد الزوجين المجرمين اوامراة الكتابى عرض الاسلام على الآخرفان اسلم فبها والاابان ابى اوسكت فرق بينهما والتفريق بينهما طلاق لوابى لالو ابت☆

শামির ২।৫৩৪।৫৩৫ পৃষ্ঠায় আছে;—

والمراد بالمجوسى من ليس له كتاب سمارى فيشمل الوثنى الدهرى ومالم يفرق القاضى فهى زرجته .قال فى البحر واشار بالطلاق الى رجوب العدة عليها ان دخل بها ☆

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কোন সধবা হিন্দু স্ত্রীলোক মুছলমান হইলে, শরিয়তের কাজি স্বামীকে মুছলমান হইতে বলিলে যদি সে মুছলমান হয়, তবে উভয়ের নেকাহ বাকী থাকিবে, নচেৎ কাজী উভয়ের নেকাহ ভঙ্গ করিয়া দিবে, এই তালাকে এদ্দত পালন করিতে হইবে যতক্ষণ কাজী এই বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া না দেন ততক্ষণ নেকাহ ভঙ্গ হইবে না।

৪০০। প্রঃ—কোন জমিদার একজন পীরের সেবার জন্য কিছু নিষ্কর জমি দান করিয়াছেন, উহার আয়ের দ্বারা মিষ্ঠান্ন খয়রাত করিয়া দেওয়া হয়, এক্ষণে তদ্দ্বারা মছজেদের ঘর মেরামত করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যখন অক্‌ফকারী পীর ছাহেবের রুহের কল্যাণ কামনায় কিছু জমি মুছলামানদিগকে মালিক করিয়া দিয়াছেন, তখন মুছলমানগণ মছজেদ মেরামত বা যে কোন সৎকার্য্যে উহা ব্যয় করিয়া পীর দাহেবের রূহে ছওয়াব রেদানি করিয়া দিতে পারেন।

৪০১। প্রঃ—পুষ্করিণীর পানি শুষ্ক হইয়া গেলে, উহাতে তামাকের গাছ লাগান হয়, বর্ষাকালে উহা পানিতে পূর্ণ হইয়া গেলে, সেই পানি পান করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৪০২। প্রঃ—মৃতকে দফন করা কালে গোরের কোন্ দিক হইতে নামাইতে হইবে?

উঃ—পশ্চিম দিক হইতে নামাইতে হইবে। ইহা মোস্তাহাব। দোঃ,২।৭২।

৪০৩। প্রঃ—স্বামী স্ত্রীর লাশ বহন করিতে পারে কি না?

উঃ—হাঁ লাশের খাটিয়া বহন করিতে পারে।

৪০৪। প্রঃ—লাশ লইয়া যাওয়া কালে, উহার মস্তক আগে থাকিবে না পা।

উঃ—উহার মস্তক আগে থাকিবে, ইহার প্রমাণ ইর্তিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

প্রঃ—খালেদের দুই স্ত্রী আমেনা ও ফতেমা। ওসমানের শিষ্য পুত্র ওমর আমেনার দুগ্ধ পান করিয়াছে, এক্ষনে ফতেমার কন্যার সহিত ওমরের বিবাহ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ— আমেনা ওমরের দুধ- মাতা, তাহার গর্ভজাত কন্যা ওমরের দুগ্ধ - ভগ্নী হইবে, ওমরের উক্ত দুধ ভগ্নীর সহিত বিবাহ হারাম হইবে, কিন্তু ফতেমার কন্যা তাহার দুধ ভগ্নী নহে, কাজেই তাহার সহিত ইহার বিবাহ জায়েজ হইবে।

৪০৬। প্রঃ— বালেগ স্বামী নাবালগ স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে, এতদুভয়ের মধ্যে নির্জ্জন বাস হয় নাই, এই অবস্থাতে এই স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহ

করিতে ইচ্ছা করিলে, হিলা করিতে হইবে কিনা?

উঃ— যদি এক তালাক রাজয়ি বা দুই তালাক রাজয়ি দিয়া থাকে, তবে এদ্দতের মধ্যে বিনা নেকাহ ফিরাইয়া লইতে পারে। এদ্দত অন্তে নেকাহ করিয়া লইতে হইবে।

যদি এক তালাক বা এন কিম্বা দুই তালাক বা এন দিয়া থাকে, তবে এদ্দতের মধ্যে কিম্বা এদ্দত অন্তে নেকাহ করিয়া লইতে পারে। যদি তিন তালাক রাজয়ি কিম্বা বা এন দিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, তোমাকে তিন তালাক দিলাম, তবে তিন তালাক হইয়া যাইবে। স্ত্রীলোটি স্বামী সঙ্গমের উপযুক্ত হওয়ার পরে তহলিল করিলে প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে। যদি বলিয়া থাকে যে তোমাকে তালাক দিলাম, আর তালাক দিলাম, তবে এক তালাক বা এন হইয়া যাইবে, এই অবস্থায় নেকাহ করিয়া তাহাকে লইতে পারিবে।

শাঃ ২। ৬২৬।

৪০৭। প্রঃ— যদি কেহ বলে, আমি যদি সুস্থ হই, তবে আল্লাহর ওয়াস্তে একটি ছাগল ছদকা করিব। তবে উহার বয়স কত হওয়া উচিত?

উঃ— বকরাঈদের কোরবাণির পশুর যেরূপ বয়স হওয়া জরুরী, মানশায় পশুর সেইরূপ বয়স হওয়া জরুরী, ইহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

৪০৮। প্রঃ— কোন ব্যক্তি দুনঈয়াবি কোন কার্য্যে শিথিলতার জন্য কোন মৌলবী ছাহেবকে বলিল, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমার মত ঘাষকাটা মৌলবী লাগেনা, তোমার মত কত মৌলবী ঘোড়ার ঘাস কাটিতেছে, ইহাতে কি হুকুম হইবে?

উঃ— একজন আলেমকে এইরূপ অবমাননা-সূচক কথা বলা গোনাহ কবিরা। তাহার পক্ষে তওবা করা ও উক্ত আলেমের নিকট ক্ষমা লওয়া ওয়াজেব।

৪০৯। প্রঃ— যদি কেহ বলে, যদি আমি আপনার বাটিতে পানাহার করি, তবে যেন নবি (ছাঃ) এর শাফায়ত না পাই, এক্ষেত্রে কি হইবে।

উঃ— যদি সে ব্যক্তি তাহার বাটিতে পানাহার করে, তবে ইহাতে কছমের কাফফারা দিতে হইবে না। — দোর্রোল-মোখতার ২।৬৬ পৃষ্ঠা। অবশ্য ইহাতে তওবা এস্তেগফার করিবে।

৪১০। প্রঃ— জরিমানার টাকা কোন সৎকার্য্যে বা গ্রাম্য লোকের

জিয়াফতে ব্যয় করা জায়েজ কিনা?

উঃ— হানাফী মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জঁরিমানা করা জায়েজ নহে, কাজেই উহা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করা নাজায়েজ এবং তদ্দ্বারা জিঁয়াফত খাওয়া নাজায়েজ, শা, ৩। ২৪৬।

৪১১। প্রঃ— একটি স্ত্রীলোকের স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে— বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ করে, ইহাতে সমাজের লোকেরা তাহাকে অন্য একটি লোকের সহিত বলপূর্বক নেকাহ পড়াইয়া দিয়াছে, ইহাতে নেকাহ পড়ানেওয়ালা মুনশী ও মজলিশের লোকের কি হুকুম হইবে? এইরূপ নেকাহ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, চারি বৎসর পরে শরিয়তের কাজীর নিকট হইতে নেকাহ ফছখ করাইয়া লইবে, তৎপরে চারি মাস ১০ দিবস মৃত্যুর এদ্দত পালন করিয়া অন্য নেকাহ করিতে পারিবে। ইহা সত্ত্বেওগভর্ণমেণ্টের আইনের দায়িত্ব হইতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য কোন মোনছেফের নিকট হইতে অনুমতি লইবে। জেনাকরিলে নেকাহ ভঙ্গ হয় না, উল্লিখিত ক্ষেত্রে নেকাহ পড়ান নাজায়েজ হইয়াছে। যাহারা এইরূপ হারাম নেকাহ হালাল জানিয়া করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কলেমা রদ্দে কোফর পড়িয়া ও তওবা করিয়া নিজেদের নেকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে।

যদি উহা হারাম জানিয়া করিয়া থাকে, তবে তাহারা ফাছেক হইয়া গিয়াছে, যতক্ষন উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়া খাঁটি তওবা না করাইবে, ততক্ষন তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

৪১২। প্রঃ— মামাত ভাই বা ভাগ্নী বর্ত্তমান থাকিতে ঐ মামির সহিত নেকাহ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ— শরিয়তে উহা জায়েজ হইবে।

৪১৩। কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর কোন পীড়া হইলে, নেকাহ নষ্ট হইতে পারে কিনা?

উঃ—স্বামীর লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ কাটা হইলে, যদি স্ত্রী শরিয়তের কাজীর নিকট নেকাহ ফছখের দরখাস্ত করে তবে কাজী তৎক্ষণাৎ তাহার নেকাহ ফছখ করিয়া দিবেন। যদি কেবল তাহার লিঙ্গ কাটা হয় তবে উপরোক্ত প্রকার হুকুম হইবে এইরূপ যদি তাহার লিঙ্গ পিরাহানের ঘুণ্ডির

ন্যায় অতি ক্ষুদ্র, তবে উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে। আর যদি উহা এরূপ ছোট হয়, যে ভগের মধ্যদেশে প্রবেশ করান সম্ভাব না হয়, তবে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইলেও উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। যদি বার্দ্ধক্যের বা পীড়ার কিম্বা জাদুর জন্য পুরুষত্বহীন হইয়া থাকে, তবে শরিয়াতের কাজী তাহাকে এক বৎসর কাল অবকাশ দিবেন, যদি এই সময়ের মধ্যে সে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে সক্ষম না হয়, তবে সে তালাক দিয়া দিবে। আর যদি তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে কাজী নেকাহ ফছখ করাইয়া দিবেন।

যদি স্বামী উন্মাদ হয়, তবে এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছুফের মতে তাহার নেকাহ ফছখ করা যাইবে না, এমাম মোহাম্মদ বলেন, যদি নূতন উন্মাদ হয়, তবে পুরুষত্বহীন লোকের ন্যায় তাহাকে এক বৎসর অবকাশ দেওয়া হইবে। তৎপর সুস্থ না হইলে, এক বৎসরের পরে স্ত্রীর নেকাহ ফছক করাইয়া দিবেন। আর যদি পুরাতন উন্মাদ হয়, তবে লিঙ্গকাটা ব্যক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহার নেকাহ ফছখের হুকুম দেওয়া হইবে। আমরা এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়া থাকি। এইরূপ হাবী কুদছিতে আছে। আলমগিরি, (মিশরী ছাপা) ১।৫৪৯ পৃষ্ঠা। আমাদের দেশে কোর্টের মোনছেফের নিকট হইতে নেকাহ ফছখের অনুমতি লওয়া উচিত।

৪১৪। প্রঃ— হিন্দু মুছলমানের টাকাতে একখানা স্কুলঘর প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই ঘরের চাল খরিদ করিয়া মছজেদে লাগান জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ— কর্তৃপক্ষগণের অনুমতিতে এইরূপ বিক্রয় হইয়া থাকিলে, উহা হালাল মাল দ্বারা খরিদ করিয়া মছজেদে লাগান জায়েজ হইবে।

৪১৫। প্রঃ— কাবিল নামাতে এইরূপ শর্ত্ত লিখিত ছিল, যদি স্বামী স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ীতে ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে ১৫ দিবস বাস করে, তবে সেই স্ত্রীর তালাকে বা এন হইয়া যাইবে যদি সেই স্বামী কাবিল নামর উল্লিখিত শর্ত্ত ভঙ্গ করে, তবে ইহাতে তালাক হইবে কি না?

উঃ— স্বামী মুখে তালাক না দিলেও উক্ত কাবিল নামার শর্ত্তানুসারে তাহার উপর তালাকে বা এন বর্ত্তিবে।

৪১৬। প্রঃ— একটি বিধবা কোন পুরুষের সহিত বাহির হইয় যায়। কিছু দিবস পরে তাহার সহিত নেকাহ করে, ৪।৫ বৎসর পরে সেই স্বামী

মারা যাওয়ায় আশ্রয়হীন হইয়া একজন সম্ভ্রান্ত মুছলমানের বাটিতে আশ্রয় লয়, সেখানে ২।১ বৎসর থাকার পরে পুনরায় নিজের পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে, সমাজে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে কি না?

উঃ— তাহাকে তওবা করাইয়া সমাজে লইতে হইবে, দণ্ড বা জরিমানা লওয়া এমাম আবুহানিফা (রঃ) এর মজহাবে নাজায়েজ। রদ্দোল-মোখতার ৩।২৪৬ পৃষ্ঠা।

৪১৭। প্রঃ— তাহাজ্জদের নামাজ কি ?

উঃ— সমধিক ছহিহ মতে উহা ছুন্নতে- মোয়াকাদ্দাহ। শামী ১।৬৪১পৃষ্ঠা।

৪১৮। প্রঃ—বিবাহ অন্তে নিমন্ত্রিত উপস্থিত লোকেরা নও-শাহকে (পাত্রকে) তোহফা স্বরূপ টাকা পয়সা দিয়া থাকে, ইহা আদান প্রদান করা কি?

উঃ—যদি হেদইয়া (উপঢৌকন) স্বরূপ উহা প্রদান করে এবং জরুরি নিয়ম না জানে, তবে জায়েজ হইবে। আর যদি উহা জরুরি নিয়ম বলিয়া ধারণা করা হয় এবং কেহ না দিলে, দোষ ধরা হয়, তবে বেদয়াত হইবে।

৪১৯। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি আপন পুত্রবধুর সহিত সঙ্গম করার ইচ্ছায় অন্ধকার রাত্রে তাহার বিছানায় গিয়া তাহার শরীর স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে কি হইবে?

উঃ—পুত্রের সেই স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যাইবে।

৪২০। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি পুত্রবধুর সহিত সঙ্গম করিয়া থাকে, তবে পুত্রের জন্য ঐ স্ত্রী হালাল থাকিবে কিনা? যদি হারাম হইয়া থাকে, আর স্ত্রীকে ঐ স্বামী হইতে পৃথক করিয়া দেওয়ার পরে যদি পুত্র জোরপূর্ব্বক তাহাকে লইতে চেষ্টা করে এবং কতক লোকে তাহার সাহায্য করে, তবে কি হইবে?

উঃ—পুত্রের পক্ষে ঐ স্ত্রী হারাম হইয়া যাইবে। পুত্র তাহাকে লইলে জেনা হইতে থাকিবে, তাহার সহিত মেলামেশা পানাহার সমাজের লোকের পক্ষে হারাম হইবে। ইহার সহায়তাকারিগণ জেনার গোনাহের দায়ি হইবে।

৪২১। প্রঃ—উক্ত অবস্থায় হুরমতে-মোছাহারাহ ছাবেত হইয়াছে বলিয়া

কোন আলেম স্ত্রীকে স্বামী হইতে পৃথক স্বীকার করিয়া রাখে, তবে কি পুনরায় স্বামীর তালাক দেওয়া প্রয়োজন হইবে?

উঃ—প্রয়োজন হইবে না।

৪২২। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি বড় এক সভায় গণ্যমন্য ছোট বড় আলেম ও মাতব্বরগণের সাক্ষাতে স্বীকার করে যে সে অমুকের সহিত সঙ্গম করিয়াছে, এবং তওবা করিতে চাহে, পরে যদি অস্বীকার করে, তবে কোনটি গ্রহণীয় হইবে?

উঃ—শামি, ৩।২১৮ পৃষ্ঠায়—

ان الزنا يثبت بالاقرار والبينة ☆

"নিজে মুখে স্বীকার করিলে জেনা প্রমাণিত হইবে, ঐরূপ দুইজন উপযুক্ত পুরুষ লোক সাক্ষ্য দিলে জেনা প্রমাণিত হইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহার প্রথম স্বীকার অনুসারে ব্যবস্থা দিতে হইবে?

প্রকাশ থাকে, হদ জারি করার জন্য চারিজন সাক্ষীর দরকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে শাসন করার জন দুইজন পুরুষের সাক্ষী যথেষ্ট হইবে।

৪২৩। প্রঃ—কোন ব্যক্তি প্রথমতঃ জনৈক প্রৌঢ়া বিধবা রমণীকে নেকাহ করিয়া কিছু দিবস সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পর তদীয় প্রৌঢ়া স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া পরিত্যক্তা প্রৌঢ় রমণীর পূর্ব্বস্বামীর পুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা যুবতী পুত্র বধুকে নেকাহ করিতে পারে কিনা?

উঃ—পরিত্যক্তা স্ত্রীর অন্য স্বামীর পুত্রে পরিত্যক্তা স্ত্রী অর্থাৎ পুত্র বধুর সহিত নেকাহ করা হালাল, শামি. ২।৩৮ পৃষ্ঠায় আছে;—

رلا زوجة الربيب ☆

অর্থাৎ স্ত্রীর উক্ত পুত্রবধু হারাম নহে।

৪২৪। প্রঃ—একজন নিজের স্ত্রীকে রেজিষ্ট্রারী করিয়া এক সময় তিন তালাক দেয়, সে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিনা তহলিলে লইতে ইচ্ছা করিলে, আলেমেরা উহা নাজায়েজ বলেন, কিন্তু একজন মজহাব অমান্যকারী মৌলবী উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়ায় নেকাহ পড়াইয়া

দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে কোন্ ব্যবস্থাটি ছহিহ হইবে?

উঃ—এইরূপ মৌলবী বেদয়াতী ও ফাছেক, হানাফিগণ এইরূপ নেকাহকারিকে জেনাকার জানিয়া তাহার সহিত মেলামেশা তরক করিবেন, এইরূপ লোকের সহিত নামাজ ও পানাহার করা হারাম, ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ছুন্নত-অল জামায়াতে লিখিত হইয়াছে।

৪২৫। প্রঃ—এই অঞ্চলে মাইজভাণ্ডারী দলের একজন পীর আসিয়াছে, সে নামাজ পড়ে না, লোকের দ্বারা নিজের পায়ে মাথা ঠোকাইয়া লয়, কোন সময়ে তবলা, ডুঙ্গি ও হারাম-নিয়ম ব্যবহার করে, তাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

উঃ—এইরূপ পীর গোমরাহ বেদয়াতী।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদয়াত প্রবর্তন-কারীর সম্মান করে, সে যেন দীন ইছলাম ভাঙ্গিয়া ফেলার সহায়তা করিল।

হজরত আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদয়াত প্রচার কারিকে স্থান প্রদান করিবে, তাহার উপর খোদার লা'নত হইবে।

শাওয়ারেকে-মক্কিয়াতে আছে—

"যে ফকিরীর দলীল শরিয়ত না হয়, উহা বড় কাফেরি। ইহা বড় পীর ছাহেব ফতুহোল-গায়েব কেতাবে ও শায়খোশ-শইউখ 'আওয়ারেফোল-মায়া'রেফ, কেতাবে লিখিয়াছেন।' সঙ্গীত বাদ্য হারাম, ছেজদা লওয়া হারাম, নামাজ না পড়া গোনাহ কবিরা এইরূপ কার্য্যকারী ব্যক্তি পীর হইতে পারে না।

৪২৬। প্রঃ—উক্ত পীরের একজন মুরিদকে বলা হইল, তুমি কি কোরআন ও হাদিছ মান? তৎশ্রবণে সে ব্যক্তি বলিল, আমি হাদিছ টানিছ মানিনা, ইহাতে কি হুকুম হইবে?

উঃ—শরহে ফেকহে আকবরের ২০৪ পৃষ্ঠায় আছে—যদি কেহ অবজ্ঞা, ঘৃণা ও এনকারভাবে কোন আহাদ হাদিছকে রদ করে, তবে সে কাফের হইবে।"

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি হজরতের কোন হাদিছকে মানিতে না চাহে সে কাফের হইয়া যাইবে, তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইবে।

৪২৭। প্রঃ—শ্বাশুড়ীর সহিত জামাতা জেনা করিলে, কি হইবে? উভয়ে জেনার কথা লোক সমাজে স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু পরে জামাতা অস্বীকার

করে।

উঃ—তাহার স্ত্রীক তাহার উপর হারাম হইয়া যাইবে, যখন প্রথমে উভয়ে জেনার কথা লোক সমাজে স্বীকার করিয়াছে, তখন পরে অস্বীকার করাতে হারাম হওয়ার ব্যবস্থা বলবৎ থাকিয়াই যাইবে। আর তালাক দিতে হইবে না, শরিয়ত মতে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪২৮। প্রঃ—বার্ষিক ৫ টাকা বিঘা হিসাবে জমা ধার্য্য করতঃ দশ বৎসরের খাজনার টাকা ৫০ এক যোগে বুঝিয়া লইয়া জমি এইশর্ত্তে ছাড়িয়া দিল যে ১০ বৎসর ঐ জমির উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া সে জমি ফেরত দিবে, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহাকে ইজারা বলা হয়, ইহার সহিত অন্য কোন ফাছেদ শর্ত্ত না থাকিলে জায়েজ হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, জমির খাজনা এরূপ ধার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে জমির দখলকারির বেশী ক্ষতি না হয়।

৪২৯। প্রঃ—একজন অন্যের নিকট হইতে ১০০টাকা লইয়া এক বিঘা জমি দশ বৎসরের জন্য তাহাকে দিল, সে দশ বৎসর উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া জমি তাহাকে ছাড়িয়া দিল, ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—ইহা জায়েজ হইবে, প্রত্যেক বৎসরের খাজনা ১০ টাকা করিয়া হইল, কিন্তু যেন এইরূপ শর্ত্ত না থাকে যে, যখনই বাকী টাকা ফেরত দিতে পারি, তখন জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

৪৩০। প্রঃ—মানুষ মরিলে, ৩।৫।৭।৯ দিনে কোরআন শরিফও মিলাদ শরিফ পাঠ করা হয় ও কিছু খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করা হয়, ঐ খাদ্য সামগ্রী তরিকতপন্থী ব্যক্তির পক্ষে ভক্ষণ করাতে কোন দোষ আছে কিনা?

উঃ—মৃতের ছওয়াব রেছানির জন্য যে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়, উহাতে হৃদয় কঠিন হয়, ইহা কোন কোন বোজর্গের কথা। এই হিসাবে উহা না খাওয়া আফজল।

৪৩১। প্রঃ—স্থানান্তরিত মছজিদের এমামের পশ্চাতে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া কি?

উঃ—আল্লাহতায়ালার মছজেদ বিনা শরিয়ত সঙ্গত কারেণ নষ্ট করিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহা মছজেদে-জেরার, এইরূপ মছজেদের এমামের পশ্চাতে নামাজ মকরুহ তহরিমি। হজরত ওমার

(রাঃ) মছজেদে-জেরারের ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তফছিরে-মোজহারি দ্রষ্টব্য।

৪৩২। প্রঃ—বিবাহকালে বউকে স্বামীর বাটিতে লইয়া যাওয়া কালে, পালকীতে আনা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৪৩৩। প্রঃ—বর কিম্বা বউ নাবালেগ অবস্থায় মারা গেলে, কত মোহর দিতে হইবে? কে মোহর লইবে? কাহার নিকট হইতে লওয়া হইবে?

উঃ—স্বামীর সহিত সঙ্গম করিলে, কিম্বা ছহির খেলওয়াত (নির্জন বাস) করিলে, অথবা উভয়ের মধ্যে একজন মরিয়া গেলে, পূর্ণ মোহর দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর সঙ্গম করার কিম্বা উক্ত প্রকার নির্জন বাস করা পূর্ব্বে তালাক দিলে, অর্দ্ধেক মোহর ওয়াজেব হইবে।

যদি নাবালেগা কিম্বা বালেগা স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করিয়া লওয়ার পূর্বে মরিয়া যায় তবে তাহার ওয়ারেছগণ ফারাএজের অংশের হিসাবে তাহার মোহরের অংশ প্রাপ্ত হইবেন।

যদি পিতা বা কোন অলী নাবালেগ বরের বিবাহ কোন নাবালেগা স্ত্রীলোকের সহিত করাইয়া থাকে এবং তাহার উক্ত নাবালেগার মোহরে জামিন হইয়া থাকে তৎপরে উক্ত নাবালেগা পাত্রী মরিয়া যায়, তবে সেই অলিগণ তাহার মোহর পরিশোধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন। আর যদি তাহারা মোহরের জামিন না হইয়া থাকেন, কিন্তু নাবালেগ স্বামীর নিজের সম্পত্তি থাকে তবে তাহা হইতে উক্ত স্ত্রীলোকের মোহর পরিশোধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। আর তাহার নিজের কোন সম্পত্তি না থাকিলে, অলিগণ উক্ত মোহর দিতে বাধ্য হইবেন না।

—শামি, ২।৪৫৪।৪৫৫।৪৯১ পৃষ্ঠা।

৪৩৪। প্রঃ—একজন লোকের স্ত্রী তাহার বিনা হুকুমে পলায়ন করিয়া যায়, ২ দিবস পরে তাহাকে কিরাইয়া আনা হয়। আরও সে ব্যক্তি রাত্রে বাটিতে বসিয়া দোতারা বা সারিন্দা বাজাইয়া ফাহেশা সঙ্গীত করে, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা কি?

উঃ—উক্ত স্ত্রীকে তওবা করিতে হইবে, আর তাহার স্বামীকেও উক্ত সঙ্গীত বাদ্য হইতে তওবা করিতে হইবে, নচেৎ তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

৪৩৫। প্রঃ—পূর্বে যেখানে মছজেদ ছিল, বর্ত্তমানে সেখানে কবর হইয়াছে, এক্ষণে সেই কবর খনন করিয়া হাড় তুলিয়া অন্যস্থানে দফন করতঃ সেই স্থানে পুনঃ মছজেদ স্থাপন করিতে হইবে কিনা?

উঃ—মছজেদের স্থান আরশ হইতে পাতাল (তাহতাছ-ছারা) পর্যন্ত কেয়ামত অবধি মছজেদ থাকিবে, উহাতে লোকে নামাজ পড়ুক আর নাই পড়ুক। মছজেদের জমিতে কবর দেওয়া নাজায়েজ। কেহ এইরূপ করিয়া থাকিলে, যদি একটি কবর হয় তবে উহার চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া অবশিষ্ট স্থানে নামাজ পড়িবে। আর মছজেদের সমস্ত জমি গোরস্থানে পরিণত হইয়া থাকিলে, উহার উপর বাঁশ বা কাষ্ঠ দ্বারা ছাদের ন্যায় তালা করিয়া উহার উপর নামাজ পড়িবে।

৪৩৬। প্রঃ—কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষ হইতে নগদ টাকা মোহর নাম দিয়া কন্যার অভিভাবকেরা লইয়া থাকে, তাহারা বলিয়া থাকে, সময়ে এই টাকা পরিশোধ করিব, নতুবা কন্যার নিকট হইতে মাফ লইব, প্রকাশ থাকে, ইহা পণের রূপান্তর, ইহা জায়েজ হইবে কি?

উঃ—এইরূপ হিলা করিয়া কন্যাকে মোহরের টাকা নষ্ট করা এবং তদ্দ্বারা জিয়াফত খাওয়া ও খাওয়ান নাজায়েজ।

৪৩৭। প্রঃ—কাহারও বাড়ীতে গিয়া কোরআন শরিফ মিলাদ শরিফ ও দোওয়া দরুদ পাঠ করিয়া টাকা পয়সা চাহিয়া লওয়া জায়েজ কিনা? ওয়াজ করিয়া টাকা চাহিয়া লওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—এই মসলাগুলির টাকা পয়সা চাহিয়া লওয়া জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, উভয় পক্ষের বিস্তারীত দলীল (প্রমাণ মৎপ্রাণীত খতম ও জিয়ারতের ওজরতের মীমাংসা কেতাবে বর্ণনা করিয়াছি। নির্দ্দোষ মত এই যে, লিল্লাহ উক্ত কার্য্যগুলি করিবে, আহবানকারিরা তৎসমস্তের ওজরত ধারণা না করিয়া ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে তাহাদের পরিজনের ভরণ পোষণ ধারণায় যথা সম্ভব দান করিবে।

৪৩৮। প্রঃ—জুমার নামাজে দুই আজান বিধিবদ্ধ হইল কেন?

উঃ—হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আবুবকর এবং হজরত ওমার (রাঃ) জামানাতে মিম্বরের উপর এমাম বসিলে, জুমার এক আজান দেওয়া হইত, কিন্তু হজরত ওছমান (রাঃ) যখন মুছল্লিগণের সংখ্যাধিক, তাহাদের বাসস্থান দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ কার্য্য সংলিপ্ত

দেখিতে পাইলেন তখন তিনি খোৎবার সময়ের পূর্ব্বে দ্বিতীয় এক আজানের ব্যবস্থা করিলেন যেন দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরা দ্রুত গতিতে খোৎবার সময় উপস্থিত হইতে পারেন। ইহা জওরা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হজরত বলিয়াছেন, আমার ছুন্নত ও আমার সত্য পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নত দৃঢ়রূপে ধারণ কর। ইহাতে দ্বিতীয় আজানের ছুন্নত হওয়া প্রমাণিত হইল।—আশেয়াতোল্লাময়াত, ১।৬২৭।

৪৩৯। প্রঃ—অন্যের জমিতে মালিকের বিনা অনুমতিতে কবর দিলে, কি হইবে?

উঃ—মালিক ইচ্ছা করিলে, লাশকে বাহির করিয়া ফেলিতে পারে আর ইচ্ছা করিলে, কবর মাটির সমান করিয়া উহার উপর চাষ করিতে পারে।. শাঃ, ১।৮৪০।

৪৪০। প্রঃ—এক গোরে একাধিক লাশকে দফন করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—এক গোরে একাধিক লাশকে দফন করা জায়েজ নহে, কিন্তু জরুরত স্থলে জায়েজ হইবে। ইহা খাজানাতোর রেওয়াএতে আছে। যদি লাশ এক শ্রেণীর হয় অর্থাৎ কেবল পুরুষ হয়, কিম্বা কেবল স্ত্রীলোক হয়, তবে যে লাশটি বেশী বয়স্ক ও শ্রেষ্ঠ হয়, তাহাকে কেবলার দিকে স্থাপন করিবে, তাহার পশ্চাতের দিকে অন্যান্য লাশকে স্থাপন করিবে। আর যদি বিভিন্ন শ্রেণীর লাশ হয়, তবে কেবলার দিকে পুরুষদিগকে, পরে স্ত্রীলোদিগকে, স্থাপন করিবে। আর বালক, বালিকা ও নপুংসক থাকিলে প্রথম কেবলার দিকে পুরুষকে, পরে বালককে, পরে নপুংসককে স্ত্রীলোককে, পরে বালিকাকে স্থাপন করিবে। লাশদিগের মধ্যে মৃত্তিকা কিম্বা বালুকা দ্বারা অন্তরাল করিয়া দিবে। ইহা বাহরোর রায়েক, তাতারখনি, জামেয়োর-রমুজ ও আলমারিতে আছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক লাশকে একটু একটু সরাইয়া রাখিবে, কেনা নবি (ছাঃ) হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ)এর লাশগুলিকে এইরূপ দফন করা হইয়াছিল যদি লাশগুলি দরজাতে কম বেশী হয়, তবে এইরূপ ভাবে লাশগুলি রাখিবে, আর দরজাতে সমান হইলে, প্রত্যেক লাশকে বরাবর রাখিবে। ইহা তাতারখানি, ফৎহোল কাদির, মানহোল-গাফ্যার ও নহরোল-ফাএকে আছে।

যদি প্রসবকালে মৃত সন্তান পয়দা হয় এবং মাতা মরিয়া যায়, তবে

উভয় লাশকে এক গোরে দফন করা জায়েজ হইবে। আর জীবিত পয়দা হওয়ার পরে মরিয়া গেলে, পৃথক গোরে দফন করিবে, যদি উভয় লাশকে এক গোরে দফন করে, তাহাও জায়েজ হইবে। ইহা বাহরে-জাখ্যার ও তাতারখানিতে আছে।

জেহাদকালে বহুলোক শহীদ হইলে, মহামারীতে বহুলোক মরিলে, কিম্বা গোরের স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে জরুরত বুঝিতে হইবে।

যদি গোর খনন করা কালে অন্য লাশ কিম্বা উহার হাড় বাহির হইয়া পড়ে, তবে উহার উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া অন্য স্থানে গোর খনন করিবে, কিম্বা যদি বারম্বার বাহির হইতে থাকে এবং শুন্য স্থান পাওয়া না যায় তবে সেই লাশটিকে কিম্বা উহার হাড়গুলিকে এক পার্শ্বে রাখিয়া নূতন লাশকে অন্য পার্শ্বে দফন করিবে, কিন্তু পুরাতন লাশ ও নূতন লাশের মধ্যে মৃত্তিকা অন্তরাল করিয়া দিবে। ইহা শরহে-বরজখ, শরহে-মাজয়োল-বাহরাএন ও ফৎহোল-কদিরে আছে। একটি লাশের উপর অন্য লাশকে দফন করা মকরুহ, ইহা নেছাবোল-এহতেছাবে আছে।

যদি গোরে লাশটি পচিয়া মাটি হইয়া থাকে, হাড়-হাডডী অবশিষ্ট না থাকে তবে উহাতে অন্য লাশ দফন করা মকরুহ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, খাজানাতোর-রেওয়াএত ও তাতারখানিয়াতে উহা মকরুহ হওয়ার কথা আছে, পক্ষান্তরে বাহরোর রায়েক, নেছাবোল-এহতেছাব, আলমগিহি ও তবইনে আছে, মকরুহ হইবে না। আল্লামা শামী এই শেষ মত সমর্থন করিয়াছেন। শাঃ,১।৮৩৫, জাদোল-আখেরাতে, ১৩২।১৩৩।

৪৪১। প্রঃ—এঁড়ে গরু, ছাগ, মোরগ, ইত্যাদি খাসি করিয়া দেওয়া যায় কিনা?

উঃ—চতুস্পদ পশুকে খাসি করিলে, যদি উপকার হয়,তবে উহা জায়েজ হইবে। খাসি করিলে, উহা স্থুলাকার হয়, উহার মাংস দুর্গন্ধশূন্য হয়, এবং উহার হিংস্র দূরীভূত হয়। এইরূপ উপকার মতভেদ হইয়াছে, শায় খুল ইছলাম উহা হারাম বলিয়াছেন, শামছোল আয়েম্মায় হোলওয়ানী বলিয়াছেন আমাদের মজহাবলম্বি গণের মতে উহাতে কোন দোষ নাই, মনুষ্যকে খাসি করা হারাম। ক্ষতিকারি বিড়ালকে মারিবে না এবং উহার কাল কাটিয়া দিবে না, বরং তেজছুরি দ্বারা জবহ করিয়া ফেলিবে। শামি, ৫।৩৪২।

এমাম তাহাবী লিখিয়াছেন, এবনো ওমার হইতে একটি হাদিছ রেওয়াএত

করা হইয়াছে, নবি (ছাঃ) উট, গরু ছাগল ও ঘোড়া খাসি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এইহেতু একদল লোক কোন পশুকে খাসি করা নাজায়েজ বলিয়াছেন।

একদল বলেন, উহাতে চর্ব্বি বেশী হয় এবং কামড়ানোর অভ্যাস দুরীভূত হয়, এইহেতু উহা খাসি করা জায়েজ হইবে। তাহারা বলেন, হজরত এবনো ওমরের হাদিছ, নবি (ছাঃ) এর হাদিছ নহে বরং তাহার মত। স্বয়ং নবি (ছাঃ) দুইটি খাসি ছাগল কোরবাণি করিয়াছিলেন, যদি পশু খাসি করা নাজায়েজ হই, তবে তিনি নিজে উহা কোরবাণি করিতেন না। যদি এবনো-ওমার হাদিছটি নবি (ছাঃ) এর হাদিছ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, সমস্ত পুংপশুকে খাসি করা মকরুহ, কেননা ইহাতে পশুর বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, আর যেস্থানে কতককে খাসি করা হয়, তথায় মকরুহ হওয়ার কারণ নাই।

হজরত ওরওয়া একটি খচ্চরকে খাসি করিয়াছিলেন। তাউজ একটি উট খাসি করিয়াছিলেন। আতা বলিয়াছেন, যদি কামড়ানোর আশঙ্কায় হয়, তবে পুংপশুগুলিকে খাসি করাতে দোষ নাই। শরহে মায়ানিয়োল-আছার, ২।৩৮৩।

৪৪২। প্রঃ—এক ব্যক্তি কোরাণ শরিফ পড়িতে পারে ও কিছু মছলা মছায়েল জানে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে নামাজ পড়ে না এবং উহার কাজা আদায় করে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরক্ষর, আয়তে কোরান ভুল করিয়া পড়ে, এতদুভয়ের মধ্যে কে এমাম হইবে?

উঃ—প্রথম ব্যক্তির পশ্চাতে নামাজ পড়িলে, মকরুহ তহরিমি হইবে দ্বিতীয় ব্যক্তির পশ্চাতে শুদ্ধ কোরান পাঠকারির নামাজ বাতীল হইবে। এক্ষেত্রে উভয়কে বাদ দিয়া যোগ্য এমাম স্থির করিতে হইবে।

৪৪৩। প্রঃ—ক্রেতা, বিক্রেতার নিকট দস্তুরী বাবদ যে পয়সা অতিরুক্ত গ্রহণ করে, তাহা জায়েজ কিনা?

উঃ—নগগ বিক্রয় টাকা প্রতি কিছু কমিশন দিয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে নগদ উক্ত বস্তুর মূল্য ১৫ আনা কিন্তু ধারে উহার মূল্য সাড়ে ১৫ আনা ইহা জায়েজ হইবে।

৪৪৪। প্রঃ—হায়েজ নেফাছ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা নামাজ রোজা করিতে

পারে না, এবং পুরুষের মত আজান একামত দিতে পারে না, ইহাতে তাহাদের এবাদত পুরুষের এবাদত অপেক্ষা কম হইবে কি না?

উঃ—হাঁ এই হিসেব তাহাদের এবাদত কম হইবে, কিন্তু তাহারা বিশুদ্ধ মনে স্বামী ভক্তি করিলে, সন্তান সন্ততির প্রতিপালন করিলে, পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া গৃহের কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলে, খোদাতায়ালা উক্ত ক্ষতির পূরণ করিয়া দিতে পারেন।

৪৪৫। প্রঃ—আমি আয়েশা খাতুন শৈশবে পিতৃহীনা হইয়া মাতার মামাত ভাইদের নিকট প্রতিপালিত হই, এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারি কিনা?

উঃ—শামি, ১।৩৭৭ পৃষ্ঠা;-

এমাম আবু আব্বাছ কোরতবি বর্ণনা করিয়াছেন, আবশ্যক হইলে, বেগানা পুরুষদিগের স্ত্রীলোকদের সহিত কথা বলা জায়েজ মনে করি, স্ত্রীলোকদের উচ্চ শব্দ করা, লম্বা সুরে, মিহিন সুরে ও খণ্ড খণ্ড ভাবে কথা বলা জায়েজ মনে করি না, কেননা ইহাতে পুরুষদের মন তাহাদের দিকে আকর্ষণ ও পুরুষদের কামশক্তি উত্তেজিত করা হয় , এইহেতু স্ত্রীলোকদের অনুমতি দেওয়া নাজায়েজ এইরূপে মারাকিল-ফালাহ কেতাবের টীকা তাহতাবীর ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিথ আছে।

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যায় যে, মায়ের মামাত ভাইগণ গায়েব মহরম হইলেও আবশ্যক হইলে, কথা বলা জায়েজ হইবে, কিন্তু উচ্চ শব্দ লম্বা ও মিহিন সুরে ঘণ্ড খণ্ড ভাবে বলা জায়েজ হইবে না, আর আবশ্যক না হইলে, কথা বলা যাইবে না।

৪৪৬। প্রঃ—হিন্দু রমণীর সহিত মুছলমান স্ত্রীলোকের ধর্ম্মের মা, ধর্ম্মের ভগিনী সম্বন্ধ করা জায়েজ কিনা? পূজা উপলক্ষে তাহাদের বাড়ীতে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়, তাহা গ্রহণ করা কি।

উঃ—উপরোক্ত কার্য্যগুলিতে হিন্দুদের সহিত বিনা জরুরত সখ্যতা স্থাপন করা বুঝা যায়, আর এইরূপ সখ্যতা স্থাপন করা শরিয়তে নাজায়েজ, কাজেই উক্ত কার্য্যগুলি নাজায়েজ আর যদি প্রতিমার সম্মান ও ভোজ উপলক্ষে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়, তবে উহা গ্রহণ করা নিশ্চিত হারাম।

৪৪৭। প্রঃ—একজন ভিক্ষা করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া মৌলবী

মাওলানা ও দেশের লোকদিগকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিতেছে, ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—শামীর ২।৯৪।৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে ব্যক্তির নিকট এক দিবসের খোরাক থাকে, কিম্বা যে ব্যক্তি সুস্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম, তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা হারা।

ইহাতে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত ভিক্ষুকের সংগৃহীত টাকা হারাম। উক্ত অর্থের দ্বারা প্রস্তুত জিয়াফত খাওয়া কাহারও পক্ষে হালাল নহে।

৪৪৮। প্রঃ—বালকেরা মক্তবে উচ্চ শব্দে কোরাণ পড়িয়া থাকে, ইহাতে গোনাহ হইবে কিনা?

উঃ—নামাজের মধ্যে মোক্তাদিদের জাহরিয়া নামাজের কোরান শ্রবণ করা ফরজ কিন্তু নামাজের বাহিরে কোরাণ শ্রবণ করা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

তফছিরে-আহমদী, ৬২৬ পৃষ্ঠা—

অধিকাংশ আলেম বলেন, এই আয়ত নামাজে মোক্তাদীদিগের কোরাণ শ্রবণ করা সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে। কোন হানাফী আলেম বলেন যে, এই আয়তে নামাজের মধ্যে কিম্বা বাহিরে কোরআণ শ্রবণ করার আদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন নামাজের বাহিরে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজেব নহে, বরং মোস্তাহাব।

হানাফি আলেমগণ নামাজের বাহিরে কোরআন শ্রবণ করা কি, ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন, শরহে-মনইয়াতে আছে, ফকিহগণ উহা ফরজে কেফায়া বলিয়াছেন। সকলে এক সঙ্গে কোরআন উচ্চশব্দে পড়িলে, প্রথম মতানুসারে মকরুহ হইবে, দ্বিতীয় মতানুসারে যদি একজন শ্রোতা তথায় থাকে, তবে মকরুহ হইবে না, কেননা একজন শ্রবণ করিলে, ফরজে কেফায়া আদায় হইয়া যাইবে।

ফরজে আ-এন স্বীকার করিলেও যেস্থলে কোন ওজোর থাকে, তথায় এই হুকুম রহিত হইয়া যায়। এইহেতু যাহারা কার্যকলাপে ব্যবসায় বাণিজ্য সংলিপ্ত থাকে, কিম্বা শিক্ষা দিতে বা ফেকহ লিখিত অথবা পড়িতে নিবিষ্ট থাকে, তাহাদের প্রতি কোরআন শুনা ওয়াজেব হইবে না। তাহতাবি ১।২৩৭, শামী, ১।৫০৯। ৫১০।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যে, নামাজের বাহিরে কোরআন শ্রবণ করা

ফরজে-কেফায়া হউক, আর আয়নি হউক, মক্তবে বালকদের জরুরতের জন্য উচ্চস্বরে কোরআন পড়াতে কোন দোষ নাই, শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়া কার্য্যে নিমগ্ন থাকার জন্য শ্রবণ করা ফরজ হইবে না, বিশেষতঃ বালকদের উপর শরিয়তের হুকুম আমল করা ফরজ নহে।

৪৪৯। প্রঃ—গুপি যন্ত্র দ্বারা গান করা ও বাজান জায়েজ কি না?

উঃ—উহা করা ও শ্রবণ করা হারাম।

৪৫০। প্রঃ—কুঙা, ইন্দারাতে জীবিত ব্যাঙ, সাপ কি কচ্ছপ থাকিলে, উহার পানিতে ওজু গোছল জায়েজ কিনা?

উঃ—হাঁ, জায়েজ হইবে।

৪৫১। প্রঃ—চক্ষে চশমা এবং হাতে ঘড়ি বাঁধিয়া নামাজ পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

৪৫২। প্রঃ—একদল ফকির বলে, আমরা সৈয়দ, শেখ এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িলে, আমাদের মান মর্যাদার হানি হয়। এই জেদের বশবর্ত্তী বৃহৎ জামায়াতের ঈদগাহ ত্যাগ করিয়া অন্য ঈদগাহ স্থাপন করিলে ও নামাজ পড়িলে, নামাজ জায়েজ হইবে কিনা? যে এমাম ঐ মাঠে পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—এইরূপ নফছানি গরজের জন্য বিরাট ঈদগাহ ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ঈদগাহ করা গোনাহ কবিরা, তওবা করিয়া তাহাদের পুরাতন ঈদগাহে যোগদান করা ওয়াজেব। এইরূপ এমাম ফাছেক, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

৪৫৩। প্রঃ—খোৎবার পূর্ব্বে যে আজান দেওয়া হয় ঐ আজানের জওয়াব দেওয়া ও শেষে দোওয়া পড়া যাইবে কিনা?

উঃ—ছহির বোখারি, ১।১২৫ পৃষ্ঠা।—

হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বারের উপর বসিয়া জুমার আজানের জওয়াব দিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এইরূপ স্থলে এই আজানের জওয়াব দিয়াছেন। আর আজান শুনিলে দোয়া পড়ার কথা উক্ত ছহিহ বোখারির ১।৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

হেদায়ার টীকা কেফায়ার ১।২০৫ পৃষ্ঠায়, তাহতাবীর ১।৩৪৭ পৃষ্ঠায়, শামির, ১।৭৬৮ পৃষ্ঠায় ও-বাহরোর-রায়েকের ২।১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত

আছে যে, এমাম মিম্বরে বসিলে দুনইয়ার কথা মকরুহ হইবে দোয়া তছবিহ মকরুহ হইবে না, ইহাই সমধিক ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।

তাহতাবির ১।৮৮।১।৮৯ পৃষ্ঠায় আছে, জওয়াব দেওয়া মকরুহ হওয়া ছহিহ মতের বিপরীত—অর্থাৎ জইফ মত। ইহার বিস্তারীত দলীল মৎপ্রণীত জরুরী মাসায়েল, ১ম ভাগের ৩২-৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

৪৫৪। প্রঃ—গোরের উপর বাস গৃহ প্রস্তুত করা জায়েজ কি না? ঘরের নিকট গোর দেওয়া হইয়া ছিল। এখন ঘর বড় করিতে করিতে গোরের উপর উক্ত ঘর প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—মোলতাকাত কেতাবে আছে গোরস্থানে ঘর প্রস্তুত করা চতুষ্পদ চরান এবং উক্ত জমির উপস্বত্ব ভোগ করা জায়েজ নহে, উহাতে কবরের চিহ্ন বাকি থাকুক আর না থাকুক।—নেছাবোল-এহতেছাব, ৩৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৫। প্রঃ—কামভাব মনে করিলে, লিঙ্গ দিয়া মনি কিম্বা মজি বাহির হইলে, বিনা গোছলে কুলুখ এস্তেঞ্জা ও অজু করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা? ইহাতে রোজা নষ্ঠ হইবে কিনা?

উঃ—কামভাবে মনে করিলে, লিঙ্গ দিয়া মনি বাহির হইয়া বাহিরে আসিলে, গোছল ফরজ হইবে। ফৎহোল-কদীর, ১।২৫ আলমগিরি, ১।২৪, শরহে-ইলইয়াছ ১০।

যদি প্রমেহ দোষে প্রস্রাব করাকালে কোনব্যক্তির মনে বাহির হইয়া পড়ে, এক্ষত্রে যদি তাহার পুরুষঙ্গ উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তবে গোছল ফরজ হইবে, নচেৎ ফরজ হইবে না। কাজিখান, ২২।

কামভাব মনে হওয়ায় বীর্য্যপাত হইয়া গেলে, রোজা নষ্ট হইবে না— শামি ২।১৩৪।

গোছল ফরজ হওয়া অবস্থাতে কুলুখ এস্তেঞ্জা ও অজু করিয়া নামাজ পড়া হারাম।

কামভাব মজি বাহির হইলে গোছল হইবে না, কিন্তু অজু নষ্ট হইবে, লিঙ্গ পরিস্কার করিয়া অজু করিয়া নামাজ পড়িবে। কামভাব উদয় হইলে, লিঙ্গ হইতে যে তরল পানি নির্গত হয়, উহাকে মজি বলা হয়।

৪৫৬। প্রঃ—ধনী ও শিক্ষিত পাত্র টাকা গহন ইত্যাদি না লইয়া কোন পাত্রীর সহিত বিবাহ করিতে চাহে না, পাত্রী পক্ষকে দায়ে পড়িয়া তাহা

দিতে হয়, ইহা আদান প্রদান করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে, ইহার বিস্তারিত দলীল পৎপ্রণীত জরুরী মাসায়েল দ্বিতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে।

৪৫৭। প্রঃ—কোরআন শরিফ চুরি করিয়া পড়িলে, কোন গোনাহ হইবে কিনা?

উঃ—চুরি করা গোনাহ কবিরা, কোরান-শরিফ চুরি করা সবচেয়ে বড় গোনাহ। মাওলানা থানাবী ছাহেব লিখিয়াছেন, কাড়িয়া লওয়া কাগজে কোরআন লিখিলে, উহা পড়া নাজায়েজ। তাতেম্মায়-জেলদে ছানি ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়া, ১৩০ পৃষ্ঠা।

এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, চুরি করা কোরআন শরিফ পড়া জায়েজ নহে।

৪৫৮। প্রঃ—জমির ফসলের ওশোর দিতে হইবে কিনা?

উঃ—মুছলমান বাদশাহগণ জমির ফসলের এক দশমাংশ লইতেন ইহাই ওশোর, ইহা খাজনা স্বরূপ ছিল।

বর্ত্তমান ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের আমলে ওশোর রহিত হইয়া জমির খাজনা নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে, এই জমির ফসলের ওশোর দিতে হইবেনা। খাজনার জমির উৎপন্ন ফসলের জাকাত দিতে হইবে না। শাঃ,২।১৩।

৪৫৯। প্রঃ—চেষ্টা করিলেই কি ভাল বিবাহ করা বা দেওয়া যায়?

উঃ—তকদিরে যাহা আছে, তাহারই চেষ্টা হইবে। চেষ্টা করিলেও তকদিরের লিখিত বিষয় ব্যতীত অন্য প্রকার হইবে না।

৪৬০। প্রঃ—মৃত পশুর চামড়া বিনা দাবাগত বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—বিনা দাবাগত উক্ত চামড়া বিক্রয় করা জায়েজ নহে, এইরূপ মূল্য হারাম হইবে। শামি, ৪।১৫৭।

৪৬১। প্রঃ—ওজুর পর হাঁটুর উপর কাপড় উঠিলে, ওজু থাকিবে কিনা?

উঃ—ইহাতে ওজু নষ্ট হইবে না।

৪৬২। প্রঃ—মুছলমান পুরুষের কাফন কয় কাপড় হইবে?

উঃ—তিন কাপড়-ইজার, লেফাফা ও পিরহান। ইজার মস্তক হইতে পা পর্যন্ত লম্বা হইবে। লেফাফা ঐ পরিমান লম্বা হইবে। পিরহান

গলা হইতে পা পর্যন্ত্য লম্বা হইবে। হেদায়া

লেফাফা এরূপ লম্বা হইবে যেন মস্তক হইতে পা পর্যন্ত আবৃত করিতে পারে।—শামী।

৪৬৩। প্রঃ—ছায়া আছলি কাহাকে বলে? আছরের সময় কখন হইবে?

উঃ—সমতল জমিতে একখানা যষ্টি পুতিয়া দিলে যষ্টীর ছায়া দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্য্যন্ত কমিতে থাকিবে, যখন উক্ত ছায়া আর না কমিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সুর্য্য গড়িয়া যাওয়া শুরু হইবে এই সময় ছায়া কম বেশী না হইয়া একই সমান থাকে, সেই ছায়াটিকে ছায় আছলি বলা হয়।

ছায়া আছলি ব্যতীত প্রত্যেকে বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের শেষ ওয়াক্ত থাকে। ইহা এমাম আজমের এক রেওয়াএত। অন্য রেওয়াএতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া আছলি ব্যতীত একগুণ ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত উহার শেষ ওয়াক্ত থাকে। তাহাবী গোরার ও ফয়েজ প্রণেতা দ্বিতীয় মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। নেহায়া, বদায়ে, মুহিত, ইয়ানাবি, গায়াতোল-বায়ন ও গোয়াছিয়া ও শরাকু -মাজমাতে শেষ মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লামা কাছেম, বোরহানুশ-শরিয়াহ, মহবুবী, ছদরুশ-শরিয়াহ ও নাছাফি এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন।

ছেরাজ কেতাবে আছে, শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, ছায়া আছলি ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর একগুণ ছায়া হওয়ার পূর্বে জোহর পড়িয়া লইবে। আর দ্বিতীয় ছায়া হওয়ার পরে আছর পড়িবে। ইহাই এহতিয়াত, শাঃ, ১।৩৩২।৩৩৩, বাহঃ, ১।২৪৫ ও আঃ, ১।৫৩।

৪৬৪। প্রঃ—কেয়াম মানে কি? এমামের তহরিমা বাঁধিতে ধেয়ানে কিছুক্ষণ বিলম্ব হইলে, কোন ক্ষতি হইবে কিনা?

ডঃ—কেয়াম শব্দের অর্থ দাড়ন। তহিরিমা বাধার সময় নিয়তটা ঠিক করা উদ্দেশ্যে একটু দেরী করিলে, কোন ক্ষতি হইবে না।

৪৬৫। প্রঃ—রাত্রি ছোবহ ছাদকের পূর্বে ১২ টার পরে এশা পড়িলে, আদায়ের নিয়তে পড়িত হইবে কিনা?

উঃ—এশার ওয়াক্ত ছোবহে-ছাদরে পূর্ব পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে মকরুহ হইবে, কি মকরুহ হইবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, বাহরোর-রায়েক প্রণেতা কিনইয়া হইতে উহার মকরুহ তহরিমি

হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাবি বলিয়াছেন, উহা মকরুহ তঞ্জিহি, হুলইয়া প্রনেতা বলিয়াছেন, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত।—শামি, ১।৩৩৫,৩৪১।৩৪২।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, উহা আদায়ের নিয়তে পড়িতে হইবে।

৪৬৬। প্রঃ—দরুদ পাঠ করা কি?

উঃ—জীবনে একবার দরুদ পাঠ করা ফরজ, ইহাতে মতভেদ নাই। যখনই নবি (ছাঃ) এর নাম শ্রবণ করা হয়, তখনই দরুদ পড়া কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম তাহাবী বলিয়াছেন প্রত্যেকবারে দরুদ পড়া ওয়াজেব, জাহদী বলিয়াছেন, ছহিহ মতে একই মজলিশে যতবার হজরতের নাম শুনা হইবে, ততবার দরুদ পড়া ওয়াজেব হইবে। এমাম নাছাফি বলিয়াছেন, ছহিহ মতে এক মজলিশে একবার দরুদ পড়া ওয়াজেব হইবে। মজহাবের গৃহীত মতে বারম্বার দরুদ পড়া মোস্তাহাব। শারাম্বালালি শরহেমাজমা হইতে ও খাজাএনে-ছারাখছি হইতে উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য হওয়ার মত উল্লেখ করিয়াছেন। এবনোছ-ছায়াতি উহা অধিকাংশ আলেমের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তোহফা, ও শরহে-মনইয়াতে তাহাবির মত ছহি বলা হইয়াছে, বাকানি, আয়নি, হাবি প্রণেতা ও বাহরোর-রায়েক প্রণেতা তাহাবির মত সমর্থন করিয়াছেন, কেরমানি, মোকদ্দামায় আবিল্লাএছের টীকায় লিখিয়াছেন, তাহাবী যে প্রত্যেক বারে দরুদ পড়া ওয়াজেব বলিয়াছেন, ওয়াজেবের অর্থ—ওয়াজেব কেফায়া, একজন উহা আদায় করিলে, সকলে নিস্কৃতি পাইবে।

মূল কথা, ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে প্রত্যেক মজলিশে একবার দরুদ পড়া ওয়াজেব, একাধিক বার পড়া মোস্তাহাব।

যদি কেহ উহা ত্যাগ করে, তবে কাজা করিতে হইবে। এইরূপ আল্লাহ শব্দ শুনিলে جل جلاله 'জাল্লা জালালুহ' কিম্বা جل ثنائه 'জাল্লা-ছানায়ুহ' কিম্বা جل شانه 'জাল্লা-শানুহ' প্রত্যেক মজলিশে একবার পড়া ওয়াজেব হইবে, কিন্তু মনইয়ার টীকাতে নজম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহা ত্যাগ করিলে, কাজা করিতে হইবে না।

হাকেম, 'মোস্তাদরেকে' ছহিহ্ ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজরতের নাম শুনিয়া তাঁহার উপর দরুদ না পড়ে, সে খোদার দরবার হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে। অন্য রেওয়াএতে আছে, সে ব্যক্তির নাসিকা মৃত্তিকাতে

মিলিত হউক অর্থাৎ সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক।

উহাতে হাছান ছনদে উল্লেখিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি হতভাগ্য (বদবখত)।

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজরতের নাম শুনিয়া দরুদ না পড়ে, সে ব্যক্তি কৃপণ। ছাইউতি, জামে-ছগিরে রেওয়াএত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি অত্যাচার করিল।

তেরমেজি রেওয়াএত করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় কোন মজলিশে বসিয়া আল্লহতায়ালার জেকর না করিলে এবং তাঁহার নবীর উপর দরুদ না পড়িলে তাহাদের উপর পরিতাপ, যদি খোদা ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগকে মাফ করিতে পারেন। নামাজের মধ্যেও জানাজা নামাজে দরুদ শরিফ পড়া ছুন্নত। অন্যান্য সময়ে উহা পড়া মোস্তাহাব। আলেমগণ বলিয়াছেন, জুমার দিবস কিম্বা রাত্রে শনিবারে, রবিবারে, কিম্বা বৃহস্পতিবারে, ফরজ ও মগরেবে, মছজেদে প্রবেশ করার সময় মছজেদ হইতে বাহির হওয়ার সময়, হজরতের গোর শরিফ জিয়ারতের সময়, ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে, জুমা ইত্যাদি খোৎবাতে, আজানের জওয়াব দেওয়ার পরে, এমামতির সময় দোয়ার প্রথম মধ্যম ও শেষ ভাগে, দোয়া কুনুতের পরে, লাবায়কা পড়া শেষ করিয়া, সাক্ষাৎ করাকালে বিদায় গ্রহণ কালে ওজুর সময়, কর্ণের শব্দ হওয়াকালে, কোন বিষয় ভুলিয়া যাওয়া কালে, ওয়াজেবের সময়, এলম প্রচারকালে, হাদিছ পাঠ আরম্ভ করা ও শেষ করা কালে, কোন ছওয়াল ও ফৎওয়া লেখাকালে, প্রত্যেক কেতাব রচনাকারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, খোৎবা পাঠকারী, বিবাহের সম্বন্ধকারী, বিবাহকারী, বিবাহ প্রদানকারীর পক্ষে চিঠি পত্রে, আতঙ্কজনক কার্য্যগুলির পূর্বে জেকেরের সময় ও নবি (ছাঃ) নাম শ্রবণ ও লেখার সময় দরুদ পড়া মোস্তাহাব। এই সমস্ত শরহে-ফাছিতে আছে।

সাত স্থলে দরুদ পড়া মকরুহ, যথা—স্ত্রীসঙ্গম কালে, মলমুত্র ত্যাগ করা কালে, আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া কালে, জবহ করা কালে ও হাচি হওয়া কালে।

৪৬৭। প্রঃ—প্রসব কালে ছেলের মস্তকের কিছু অংশ বাহির হইয়া থাকিলে, প্রসুতির নামাজ পড়িতে হুকুম আছে কিনা?।

উঃ—যদি প্রসব কালে সন্তানের অর্দ্ধেকের কম বাহির হয় তবে সেই সময় নেফাছের হুকুম হইবে না, সেই সময়ের রক্ত ইস্তেহাজা ধরিতে হইবে। এমতাবস্থায় একটি দেগে, কিম্বা গর্ত্তে সন্তানের মস্তক রাখিয়া ওজু করিয়া আর ওজু করিতে না পারিলে, তয়ম্মাম করিয়া নামাজ পড়িবে, রুকু ও ছেজদা করিতে না পারিলে, ঈশারা করিয়া নামাজ পড়িবে, ইহাতে বুঝুন, সুস্থ সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কোন ওজর চলিতে পারে কি না? শামীঃ— ১।২৭৬।

৪৬৮। প্রঃ—ফেৎরা একসের কয় ছটাক গম দিতে হইবে? সেই পরিমান চাউল দিলে দুরস্ত হইবে কিনা?

উঃ—৮০ তোলা সের একসের সওয়া নয়ছটাক গম দিতে হইবে খোর্ম্মা ও যব দিলে উহার ডবল দিতে হইবে। ভূট্টা, চাউল, চিনি, দেদানা, ধান্য, চাউল দিতে হইলে, উল্লিখিত বস্তুগুলির মধ্যে কোন একটীর মূল্য ধরিয়া দিতে হইবে। একসের সওয়া নয় ছটাক চাউল ইত্যাদি দিলে, জায়েজ হইবে না। শামী, ২।১০৪ আলমগিরি, ১।২০৩, বাহরোর-রায়েক, ২।২৫৪, তবইনোল-হাকায়েক, ১।৩০৯ ও তাহতাবি, ১।৪৩৬।৪৩৭।

৪৬৯। প্রঃ—বিড়ি সিগারেট ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করা জায়েজ কি না? নাজায়েজ কার্য্য করিলে, কি গোনাহ হইবে?

উঃ—বিড়ি সিগারেট খাওয়া মকরুহ তহরিমি, মজমুয়া ফাতাওয়ায়ে-লাক্ষ্ণবি দ্রষ্টব্য।

উহার ব্যবসা করা মকরুহ তহরিমি হইবে। মাদক দ্রব্য খাওয়া নাজায়েজ ও হারাম, মদ, তাড়ি, গাঁজা ভাং ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত এই সমস্তের ব্যবসা করা নাজায়েজ ও হারাম। নাজায়েজ কার্য্য করা গোনাহ কবিরা।

৪৭০। প্রঃ—জুমার দিবস জোহরের নামাজ বাড়িতে জমায়ত করিয়া পড়া কি?

উঃ—ময়দান কিম্বা যে স্থানে জুমা ফরজ নহে, এরূপ স্থলে জুমার দিবস জোহরের নামাজ আজান একমতের সহিত জামায়াত করিয়া পড়া অবাধে জায়েজ হইবে। মোছাফেরগণ জুমার দিবস শহরে উপস্থিত হইলে, জোহরের নামাজ একা একা পড়িবে। এইরূপ শহরবাসিগণের জুমা ফওত হইয়া গেলে জামায়ত করিয়া পড়া মকরুহ হইবে। আলমগিরি, ১।১৫৪, শামী, ১।৭৬৬।

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্থানে জুমা ফরজ, তথায় জুমার দিবস জোহরের নামাজ বাড়ীতে হইলেও জামায়ত করিয়া পড়া মকরুহ হইবে।

৪৭১। প্রঃ—স্ত্রীলোকেরা পুরুষের মত একজন এমাম হইয়া পর্দ্দার মধ্যে জামায়াত করিয়া নামাজ পড়িলে, কি হইবে?

উঃ—জানাজা নামাজ ব্যতীত ফরজ ও নফল নামাজে স্ত্রীলোকে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের এমামতি করিলে, মকরুহ তহরিমি হইবে, ইহা নেহায়া কেতাবে আছে। আলমগিরি, ১।৮৯। শামী, ১।৫২৮।

৪৭২। প্রঃ—গরু, ছাগল, ইত্যাদির সঙ্গম করাইয়া পয়সা লওয়া জায়েজ কিনা?।

উঃ—জায়েজ নহে। শামী, ৫।৪৬।

৪৭৩। প্রঃ—২।৪ দিবসের গর্ভবতী ছাগী ও গাভী জবহ করিয়া খাওয়া যায় কিনা?

উঃ—যে গর্ভবতী ছাগীর প্রসবের সময় সন্নিকট হইয়াছে, উহা জবহ করা মকরুহ, ইহা মোলতাকাতে আছে। নেছাবোল-এহতেছাব।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ২।৪ দিবসের গর্ভবতী ছাগী ও গাভী জবহ করাতে দোষ নাই।

৪৭৪। প্রঃ—গোরে লাশ দফন করিয়া কোন দিক হইতে বাঁশ বিছাইয়া দিবার নিয়ম আছে? স্ত্রী পুরুষের নিয়ম পৃথক পৃথক হইবে কিনা?

উঃ—পুরুষের কবরে বাঁশ পায়ের দিক থেকে হইবে স্ত্রীলোকের কবরের বাঁশ মস্তকের দিক হইতে স্থাপন করা মোস্তাহাব। মাছায়েল মাওতা, ৫০ পৃষ্ঠা।

৪৭৫। প্রঃ—বিমাতা ভগ্নির পুত্র বধুকে নেকাহ করা জায়েজ কিনা? উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ মামাশ্বশুর ও ভাগিনা বউ।

উঃ—জায়েজ।

৪৭৬। প্রঃ—যদি কোন আলেমকে বিনা অপরাধে 'বয়কট' করা হয়, তাহা হইলে যাহারা 'বয়কট' করিয়াছে তাহাদের উপর শরিয়তের কি হুকুম? তাহাকে অপমানিত ও জব্দ করা উদ্দেশ্যেই এই বয়কট করা হয়।

উঃ—এই কার্য্য গোনাহ ও হারাম।

হাদিছে আছে—

المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه

"এক মুছমানের পক্ষে অন্য মুছলমানের রক্তপাত, অর্থপাত, অর্থ আত্মসাৎ ও সম্ভ্রম নষ্ট করা হারাম।

এইরূপ লোকদের পক্ষে তওবা করা এবং উক্ত আলেমের নিকট মাফ লওয়া ওয়াজেব। আর 'এহানাত' করা উদ্দেশ্য উহা করিয়া থাকিলে কাফের হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাজমায়োল-আনহোর ১।৬১২।

৪৭৭। প্রঃ—ধর্ম সভা আহুত করার জন্য সাধারণের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া উহার অধিকাংশ ধর্ম সভায় ব্যয় করিয়া উহার অবশিষ্ট টাকা নিজে আত্মসাৎ বা নিজের জন্য ব্যয় করা কি? এইরূপ ব্যক্তিদের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—ইহাতে গচ্ছিত হরণ করার গোনাহ ও হারাম হইবে। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমানতি বস্তু নষ্ট করে, তাহার দীন (কামেল) নাই। আমানতে খিয়ানত মোনাফেকের একটি রীতি। এইরূপ লোকদের পশ্চাতে নামাজ মকরুহ তহরিমি।

৪৮৮। প্রঃ—নাবালেগা কন্যার তালাক দেওয়ার পরে তাহার তহলিল করিবার ব্যবস্থা কি?

উঃ—যে নাবালেগার স্বামী-সঙ্গমেই ক্ষমতা হয় নাই এইরূপ নাবালেগার সহিত সঙ্গম করিলে, লিঙ্গের অগ্রভাগ হোশফা, তাহার যোনীর মধ্যে প্রবেশ করে না, কাজেই সে প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইতে পারে না।

যদি এরূপ নাবালেগা হয় যে, তাহার সহিত সঙ্গম করিলে হোশফা তাহার যোনীর মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে। শামী, ২।৭৪১।

৪৭৯। প্রঃ—কোন ব্যক্তি হালাল চতুষ্পদ জন্তুর সহিত সঙ্গম করিলে, তাহার এবং উক্ত পশুর কি ব্যবস্থা?

উঃ—এইরূপ ব্যক্তিকে তাজির মারার হুকুম আছে, উক্ত পশুটি অখাদ্য হইলে জবহ করিয়া জ্বালাইয়া ফেলিবে, কিন্তু ইহা ওয়াজেব নহে, ইহা হেদায়াতে আছে। যদি হালাল পশু হয় তবে উহা জবহ করিয়া ফেলিবে, যদি উহা সঙ্গমকারীর পশু না হয়, তবে মালিকের নিকট হইলে উহা রসুল প্রদান করা মোস্তাহাব, মালিকের উপর এজন্য বলপ্রয়োগ করা হইবে না, ইহা বাহরোর - রায়েক নহরোল-ফায়েক ও কাজিখানে আছে।

জয়লয়ি ও নহরোর-ফায়েক প্রণেতা বলেন, এমাম সাহেবের মতে উহার গোশত খাওয়া জায়েজ, কিন্তু মোজতাবাতে আছে, উহার গোশত ও দুধ খাওয়া ও কোন প্রকার লাভ ভোগ করা মকরুহ। শামী ৩।২১৩ ও ফৎহোল-কাদির, ২।৬০১।

৪৮০। প্রঃ—কোন মৌলবী কিম্বা মুনশী এক গ্রামে ছাত্রদিকে শিক্ষা দিয়া থাকনে, উক্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক কটকবন্ধক জমি চাষ করে তাহাদের নিকট হইতে বেতন চাঁদা গ্রহণ কিম্বা তাহাদের দাওয়াত খাওয়া কি?

উঃ—মুনশী মৌলবিগণ নিজেদের শিক্ষা দেওয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের চাঁদা গ্রহণ ও জিয়াফত ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ইহার বিস্তারীত দলীল 'বাচামারার বাহাছ' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

৪৮১। প্রঃ—কোন এক এমাম খুতনির এক মুষ্টি দাড়ী ভিন্ন সমস্ত ছাটিয়া ফেলেন, এক ওজুতে দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, মধ্যে মধ্যে তিনি তামাক পান ও বহু আলাপ শালাপ করিয়া বিনা কুল্লিতে নামাজ পড়েন, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি? তাঁহার হাতে বায়য়াত করা কি?

উঃ—চেহরা ও থুতনীতে যে দাড়ী উৎপন্ন হয় উহার এক মুষ্টি পরিমান রাখা ফরজ, যে ব্যক্তি কেবল থুতনীর দাড়ী এক মুষ্টি রাখিয়া অনান্য অংশের দাড়ী চাটিয়া ফেলে, সে ব্যক্তি ফাছেক, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ-তহরিমি। আর তাহার নিকট বয়য়ত করা নিষিদ্ধ। ওজু থাকিলে, এক ওজুতে একাধিক ওয়াক্ত নামাজ পড়া জায়েজ, এমাম (রঃ) ৪০ বৎসর যাবৎ এশা ও ফরজ এক ওজুতে পড়িতেন, ইহা তহজিবোত্তহজিব, তহজিবোল-আছমা ইত্যাদি কেতাবে আছে। অবশ্য ওজু থাকিতে ওজু করা মোস্তাহাব। পরনিন্দা করিয়া, কবিতা পাঠ করিয়া এবং উচ্চ শব্দে হাসি করিয়া ওজু করা মোস্তাহাব, ইহা আলমগিরির ১।৯ পৃষ্ঠায় আছে।

উটের গোশত খাইয়া, প্রত্যেক প্রকার গোনাহ করিয়া ও মিথ্যা বলিয়া ওজু করা মোস্তাহাব।—শামী, ১।৭৩।

উটের গোশত খাইয়া হাত মুখ ধুইবার কথা হাদিছে আছে, যেহেতু উহাতে দুর্গন্ধ আছে। মেরকাত ১।২৮৪।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, তামাক পান করার পরে ওজু করা

কিম্বা মুখ ধৌত করা মোস্তাহাব, ইহা ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে না, কিন্তু পরহেজগারির খেলাফ হইবে।

৪৮২। প্রঃ—কোন ব্যক্তি টাকা হাওলাত করিয়া মছজিদ মেরামত করিল, তৎপরে সুদি টাকা কর্জ্জ করিয়া সেই টাকা পরিশোধ করিল, ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—মছজেদ জায়েজ হইবে।—ফাতাওয়ায়-আজিজি ১।১১।১২। অবশ্য সুদী টাকা বিনা ওজর কর্জ্জ করিলে গোনাহ হইবে, ইহাতে মছজেদের কোন ক্ষতি হইবে না।

৪৮৩। প্রঃ—এক ব্যক্তি ঘাটে বাঁধা নৌকায় বসিয়া নামাজ পড়িতেছিল, ছেজদা বায়ুর উপর করিতেছিল, ইহা দেখিয়া একজন আলেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় ছেজদা দিতেছ? ইহাতে সে বলিল, তুমি কী জান? তৎপরে তিনি বলেন, তুমি কি পাগল? তখন সে বলে, তোমার নামাজ হয় নাই। তৃতীয় এক ব্যক্তি ইহা তামাশা স্বরূপ দেখিতেছিল, কোন কথা বলিল না, ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—বাঁধা নৌকাতে বসিয়া নামাজ পড়া নাজায়েজ। দ্বিতীয় বায়ুর উপর ছেজদা করা অর্থাৎ ইশারাতে ছেজদা করা বিনা ওজরে হইলে ছেজদা আদায় হইবে না, এই দুই কারণে তাহার নামাজ বাতীল হইয়াছে।

من رای منکرا فمیغیره فمن لم یستطع ویلسانه

এই হাদিছ অনুসারে আলেমের পক্ষে তাহাকে সাবধান করা ওয়াজেব। একজন আলেমকে 'তুমি কী জান'? বলা অনভিজ্ঞতা ও গোনাহ কবিরা হইয়াছে, বরং পাগলামি হইয়াছে। তৎপরে আলেমকে দ্বিতীয়বার বলা যে, তোমার নামাজ হয় নাই। অবমানসুচক কথা হইয়াছে, ইহা গোনাহ কবিরা হইয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে একজন আলেম লাঞ্ছিত ও অবমাণিত হইতেছেন দেখিয়া প্রতিবাদ করা ও তাঁহার সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করা নিম্মলিখিত হাদিছ অনুসারে ওয়াজেব। এই ওয়াজেব ত্যাগ করার জন্য তাহার পক্ষে তওবা করা ও উক্ত আলেমের নিকট ক্ষমা চাওয়া ওয়াজেব।

হাদিছটি এই—হজরত ছাঃ বলিয়াছেন, একজন লোকের সম্ভ্রম নষ্ট করা হইতেছে এবং তাহাকে অবমাননা করা যাইতেছে তথায় অন্য মুছলমান থাকা সত্ত্বেও তাহার সহায়তা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল, সে ব্যক্তি যেস্থলে সহায়তা লাভ করিতে পছন্দ করে, আল্লাহতায়ালা সেই স্থলে তাহার সহায়তা

করিবেন।

মেশকাত, ৪২৪।

৪৮৪। প্রঃ—এক ব্যক্তির কোন মোকদ্দমাতে ১০ বৎসরের জেল হয়, ঐ সময়ের মধ্যে তাহার স্ত্রী গর্ভবতী হয় ও তাহার একটি সন্তান প্রসব হয়, স্বামী জেল হইতে আসিয়া ঐ স্ত্রীকে লইতে পারে কিনা? লইলে কি করিতে হইবে। উক্ত সন্তানের কি হুকুম হইবে?

উঃ—যদি স্বামীর জেল হওয়ার পূর্ব হইতে বাটি থাকা, কালে তাহার গর্ভ হওয়ার প্রমাণ হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে সন্তান হয়, তবে স্বামীর সন্তান হইবে। আর এক বৎসরের পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, উহা জারজ সন্তান বুঝিতে হইবে। হাঁ, সেই স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে গোনাহর জন্য তওবা করিতে হইবে।

৪৮৫। প্রঃ—জিয়াফতের জন্য ভাত প্রস্তুত করিয়া এক স্থানে মওজুদ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কুকুরে মুখ দিলে, কি হইবে।

উঃ—আলমগিরির ১।৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যদি গাঢ় ঘৃতে ইঁদুর পড়ে, তবে উহার চারি দিক হইতে কিছু পরিমান উঠাইয়া ফেলিয়া দিবে। আর উহার অবশিষ্টাংশ খাওয়া জায়েজ হইবে। আর তরল ঘৃতে উহা পড়িলে উহা খাওয়া যাইবে না। এই মছলা অনুসারে বুঝা যায় যে ভাত ইত্যাদি জিনিষে কুকুরে মুখ দিলে উহার চারিদিক হইতে কিছু ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্টগুলি ভক্ষণ করিবে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

৪৮৬। প্রঃ—পিঠা বানাইবার জন্য কতকগুলি কলা খোসা ছাড়াইয়া একখানা থালে আমানত রাখা হইয়াছে। কুকুরে উক্ত থালা হইতে একটি কলা মুখে করিয়া লইয়া গেলে, কি হইবে?

উঃ—যে কলাগুলিতে উহার মুখ লাগিয়াছে, উহার চারিদিক হইতে কতকগুলি কলা ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্টগুলি খাইবে। ইহা আলমগিরির উক্ত রেওয়াএত হইতে বুঝা যায়।

৪৮৭। প্রঃ—কুণ্ডার পানিতে ফরজ গোছল করার সময় শরীরের নাপাক পানি ঐ কুণ্ডাতে পড়িলে, কি হইবে?

উঃ—আলমগিরির ১।২৩।২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, নাপাক ব্যক্ত গোছল করিতে লাগিল এমতাবস্থায় তাহার ধোয়া পানির ছিটা পানি পাত্রে পড়িল, ইহাতে প্রবাহিত হইয়া পানি নাপাক হইবে না, কিন্তু যদি

উক্ত ধোওয়া পানি প্রবাহিত হইয়া উহাতে পড়ে, তবে উহা নাপাক হইবে। এইরূপ গোছলখানার হাওজের ব্যবস্থা হইবে। এমাম মোহাম্মদ বলেন, যতক্ষন উক্ত ধোয়া পানি হাওজের পানির চেয়ে অধিকতর না হয়, ততক্ষন উহা পাককারী থাকিবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। 'মোছতামাল' পানি কূণ্ডাতে পড়িলে, যতক্ষণ উহা কুণ্ডার পানির চেয়ে অধিক না হয়, ততক্ষণ নাপাক হইবে না, ইহাই ছহিহ মত, ইহা মুহিতে-ছারাখছিতে আছে।

৪৮৮। প্রঃ—যদি কোন মছজেদ কোন লোকের জমিতে থাকে, এবং সে ব্যক্তি উহা জুমা ঘর বলিয়া প্রকাশ করে দাবি রাখে এবং উহার দাবি ছাড়িয়া লিখিয়া দিতে অস্বীকার করে তবে উক্ত ঘরে নামাজ পড়া কি?

উঃ— কেহ জুমার ঘর প্রস্তুত করিয়া মুছাল্লিগণকে জুমা পড়িতে অনুমতি দিলে, এক এমামের নিকট উহা অক্ফ হইয়া যায়। উহাতে এক ওয়াক্ত নামাজ কিম্বা জুমা পড়া হইলে , অন্যান্য এমামগণের মতে উহা আক্ফ হইয়া যায়। উক্ত জমির মূল মালিকের দাবি মোতায়াল্লি স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহার এই মসজেদের উপর চলিতে পারে না, নিজের ঘর বলিয়া দাবি করা নাজায়েজ ও হারাম। করিলেও তাহা অগ্রাহ্য ও বাতিল দাবি। অবশ্য যদি এক খানা রেজিষ্ট্রিরি অক্ফনামা লিখিয়া দেয়, তবে দুনিয়াদারির হিসাবে উত্তম, কিন্তু শরীয়তের হিসাবে উহার আবশ্যকতা নাই। তাহার এইরূপ বাতীল দাবীর জন্য উক্ত মছজেদে নামাজ পড়াতে কোন দোষ হইতে পারে না।

৪৮৯। প্রঃ—কোন খতিব মোল্লার স্ত্রী শরীয়তি পর্দ্দা করে না এবং ফাহেশা গালিগালাজ করে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ— قوا انفسكم واهليكم نارا এই আয়াত অনুসারে বিবিকে সৎপথে চালিত করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজেব। এই ওয়াজেব তরকা করার জন্য তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ। ফাতাওয়াযা -অজিজি, ১। ৯৪।

৪৯০। প্রঃ—কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে জুমা ঘরে তিন তালাক দিয়া পুণরায় তাহাকে গ্রহণ করার জন্য এদ্দত অন্তে অপর একজনের নিকট নেকাহ দিয়া আবার তাহার নিকট হইতে তালাকলয়, কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করে নাই। এক্ষণে প্রথম স্বামী দ্বিতীয় স্বামীর তালাকের এদ্দত অন্তে তাহার সহিত নেকাহ করিলে, হালাল হইবে কি না? এমতাবস্থায়

তাহাকে সমাজে গ্রহন করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যতক্ষন দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম না করিবে ততক্ষন সে প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে না। আলমগিরি ১।৫০১, শামী ২।৭৩৯।

৪৯১। প্রঃ—যাহার দুই স্ত্রী, সে যদি বলে আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম তবে কোনটি তালাক হইবে?

উঃ—যাহার সহিত কলহ হইয়াছে, কিম্বা যাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে, তাহার উপর তিন তালাক হইবে। নচেৎ একজনের উপর তালাক হইবে, স্বামী যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, তাহার উপর তালাক হইবে। শামী, ২।৬৩০, আলম গিরি, ১। ৩৭২।

৪৯২। প্রঃ—হানাফী মৌলবির কন্যাকে অন্য একজন লামজহাবির সহিত বিবাহ দেওয়া দুরস্ত কিনা? ঐ হানাফী মৌলবীর সহিত হানাফীদিগের সমাজ জমায়াত এবং খাওয়া দাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—যে অহাবী হানাফীদিগকে কাফের বলে, তাহার সহিত হানাফিদের নেকাহ শাদী জায়েজ নহে, সুতরাং তাহার সহিত কন্যার নেকাহ দেওয়া গোনাহ হইবে।

বেদাতিদের সহিত মেলা-মেশা বিবাহ শাদী খাওয়া পেওয়া কোরআন ও হাদিসে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার দলীল নাবাবিপুরের বাহাছ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ মৌলবী যত দিবস খাঁটি তওবা না করিবে, তাহার সহিত হানাফীদের সমাজ করা নিষিদ্ধ।

৪৯৩। প্রঃ—মছজেদে উচ্চ স্বরে দরুদ পড়া কি?

উঃ—নিষিদ্ধ, ফাওাওয়ায় গেয়াছিয়ার হাসিয়াতে মুদ্রিত ফাতাওয়ায়া এনবো- নজিম, ১৭৯। আশবাহঅন্নাজায়েরের হাশিয়া হামাবী, ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৯৪। প্রঃ—বাদিয়া মুছলমান- সমাজ ভুক্ত হইতে পারে কি না?

উঃ—কোরআন সমস্ত জাতিকে ইছলামের দিকে আহ্বান করিয়াছে, যে কোন আদম সন্তান মুছলমান হইতে পারে। এইরূপ কোন বংশের লোক মুছলমান হইলে, তাহাকে সাদরে গ্রহন করিতে হইবে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে মিশিতে বাধা দেয়, তাহারা হারাম কার্য্য করে, এইরূপ

লোকেরা হজরতের শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হইবে। বরং তাহাদের ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে।

৪৯৫। প্রঃ—মহরমের চাঁদে ১ম হইতে ১০ই পর্য্যন্ত লাঙ্গল চাষ করা ও জুতা মিলাইয়া জঙ্গনামা, শাহদত নামা, শহিদে কারবালা ও বিযাদ সিন্ধু পড়া কি?

উঃ—একেত এই সমস্ত কেতাবে অনেক জাল গল্প আছে, এইরূপ জাল প্রাচার গল্প করা হারাম। দ্বিতীয় রাগ-রাগীনিসহ তৎসমস্ত পাঠ করা দ্বিতীয় হারাম।

৪৯৭। প্রঃ—মহরমের দিবসে লাঠি খেলা ও তাজিয়া করা কি?

উঃ—তাজিয়া করা হারাম ও বেদয়াত, এইরূপ ব্যক্তির উপর খোদা লা'নত করেন তাহাদের কোন এবাদত কবুল হইবে না।—ফাতাওয়ায় আজিজি, ১।৬৮।৬৯।১৪৭ পৃষ্ঠা।

লাঠি খেলা ও তরবারি খেলা আত্ম রক্ষার জন্য জায়েজ, ইহা সকল সময়ের ব্যবস্থা কিন্তু বাজনাসহ লাঠি খেলা কিছুতেই জায়েজ নহে। খাস করিয়া মহরমের সময় লাঠি খেলা বেদায়ত।

৪৯৮। প্রঃ—দুই এক দিবসের জন্য জাতির মেলা-তে যোগদান করা কি?

উঃ—উক্ত মেলাতে তামাশা দেখিতে গেলে, কাফের হইতে হইবে। জরুরী কোন বস্তু ক্রয় করিতে যাওয়া জায়েজ হইতে পারে। কোন ব্যবসা বাণিজ্য করিতে গেলে, তাহাদের মেলার সহায়তা করা হয়, কাজেই জায়েজ নহে। কোন আলেম কিম্বা গণ্যমান্য লোকের তথায় যাওয়া কোন ক্রমে জায়েজ হইতে পারে না, কেননা ইহাতে সাধারণ লোকদের গোমরাহ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ।

হাদিছে আছে, শেষ যুগে একদল লোক কাবা গৃহে যুদ্ধ করিতে রওয়ানা হইবে, এমন কি বয়দা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, তাহাদের প্রথম দল, ও শেষ দল ভুগর্ভে ধ্বসিয়া যাইবে, তাহাদের মধ্যম দলও নিস্কৃতি পাবেন না, আমি বলিলাম, ইয়া-রাছুলাল্লাহ তাহাদের মধ্যে যাহারা এই যুদ্ধে নারাজ, তাহারা কেন ধ্বযিয়া যাইবে। হজরত বলিলেন, হাশরে তাহাদের নিয়ত অনুসারে খোদা তাহাদিগকে জীবিত করিবেন। তেরমেজি ২।৪১ ও ছহিহ মাছলেম ২।৩৮৮ ইহাতে বুঝা যাইতেছে, খোদার গজব স্থলে প্রবাসী কিম্বা স্বদেশী বাধ্য হইয়া গেলেও গজবের উপযুক্ত হইবে। মজমুয়া ফাতাওয়ায়

নম্বরী ২।৩১৫।৩১৬, এমদাদোল-ফাতাওয়া দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৪।

৪৯৯। প্রঃ—মহরমের ১০ই তারিখের মধ্যে মিলাদ শরিফ গোর জিয়ারত ও শহিদগণের ছওয়াব রেছনি কি?

উঃ—জায়েজ।

৫০০। প্রঃ—হিজড়ার সহিত নেকাহ্ করা জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি পিতা হিজড়াকে কোন স্ত্রীলোকের কিম্বা কোন পুরুষের সহিত নেকাহ দেয়, তবে যতক্ষণ উহার পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক হওয়া প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ উহা। ছহিহ। হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে না। যদি পুরুষের সহিত যে হিজড়ার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, উহার স্ত্রী হওয়া প্রকাশিত হয়, এইরূপ যদি স্ত্রীলোকের সহিত যে হিজড়ার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, উহার পুরুর হওয়া প্রকাশিত হয়, তবে নেকাহ ছহিহ হইবে, আর যদি উহার বিপরীত প্রকাশিত হয়, কিম্বা কিছুই প্রকাশিত না হয়, তবে বিবাহ বাতীল হইবে। আর যদি একটি হিজড়াকে অন্য হিজড়ার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে যদি উহার একটি পুরুষ এবং দ্বিতীয়টি স্ত্রীলোক হওয়া প্রকাশিত হয়, তবে এই বিবাহ ছহিহ হওয়ার হুকুম দেওয়া হইবে আর ইহা না হইলে, উহা বাতীল হইবে। শামী, ২।২৫৬, বাহরোর রায়েক, ৩।৭৮ পৃষ্ঠা।

আশবাহোন্নাজায়েরের হাশিয়া হামাবীর ৫০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত আলি (রাঃ)এর জামানাতে একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই জামানার আলেমগণ ইহা নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি একটি হিজড়ার সহিত নেকাহ্ করিয়াছিল তাহার পুরুষাঙ্গ পুরুষ লোকের তুল্য এবং স্ত্রীলোকের তুল্য ছিল এবং নিজেদের দাসীকে তাহার মোহর স্বরূপ প্রদান করিল। তৎপরে সেই স্বামী উক্ত হিজড়ার সহিত সঙ্গম করিল, ইহাতে তাহার গর্ভে একটি সন্তান পয়দা হইল। পরে সেই হিজড়ার উক্ত দাসীর সহিত সঙ্গম করিলে, ইহাতে সেই দাসীর গর্ভে একটি সন্তান জন্মিল। হজরত আলি (রাঃ)কে তৎসম্বন্ধে জানান হইল যে উক্ত হিজড়ার ঋতু হইয়া থাকে। সে স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করিতে পারে, পুরুষে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারে, উভয় লিঙ্গ হইতে বীর্য্যপাত হইয়া থাকে, নিজে গর্ভ হইয়াছে, একটি স্ত্রীলোককে গর্ভবতী করিয়াছে। আলেমগণ ইহার জওয়াব দিতে অসমর্থ হইলেন। হজরত আলি (রাঃ) লুক ও কোম্বল

নামক গোলামদ্বয় কে উক্ত হিজড়ার দুই পার্শ্বদেশের অস্থিগুলি গণনা করিতে পাঠাইয়া বলিলেন, যদি উভয়দিগের অস্থিগুলি সমান হয়, তবে স্ত্রীলোক হইবে আর যদি বামদিকের একখানা হাড় ডাহিন দিক অপেক্ষা কম হয়, তবে সে পুরুষ লোক হইবে। তাহারা উভয়ে গণনা করিয়া দেখিলেন যে, উভয় দিকের অস্থিগুলি সমান। তাহারা উভয় তাহার নিকট এই সাক্ষ্য দিল, তিনি তাহাকে পুরুষলোক স্থির করিয়া তাহাকে তাহার স্বামী হইতে পৃথক করিয়া দিলেন। আল্লাহতায়ালা হজরত হাওয়া (আঃ)কে হজরত আদম (আঃ)এর বাম পার্শ্বেদেশ অস্থি হইতে পয়দা করিয়া ছিলেন; এইহেতু পুরুষের ডাহিন পার্শ্বদেশে ১২ খানা অস্থি ও বাম পার্শ্বদেশে ১১ খানা করিয়া অস্থি থাকে।

৫০১। প্রঃ—জ্বেন ও সামুদ্রিক মানুষের সহিত নেকাহ্ করা কি?

উঃ—জায়েজ নহে। শামি, বাহঃ।

৫০২। প্রঃ—হিজড়া কাহাকে বলে, হিজড়ার কাফন ফারাএজি স্বত্ব ও অন্যান্য মছলা কি?

উঃ—যাহার স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গ আছে, কিম্বা উভয় লিঙ্গ না থাকে তাহাকে নপুংষ (হিজড়া) বলা হয়।

যদি তাহার পুরুষাঙ্গ দ্বারা প্রসাব বাহির হয়, তবে তাকে পুরুষ ধরিতে হইবে। আর তাহার স্ত্রী লিঙ্গ দ্বারা প্রসাব বাহির হইলে, তাহাকে স্ত্রীলোক ধরিতে হইবে। যদি উভয় লিঙ্গ দিয়া প্রসার বাহির হয়, তবে প্রথম যে লিঙ্গ দিয়া বাহির হয়, সেই হিসাবে উহাকে পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক ধরিতে হইবে। যদি উভয় লিঙ্গ দিয়া একই সময় প্রসাব বাহির হয়, তবে উহাকে খোনছা মোশকেল বলা হয়। ইহা বালেগা হওয়ার পূর্ব্বের ব্যবস্থা। যদি বালেগ হওয়ার পরে তাহার দাড়ি বাহির হয়, কিম্বা পুরুষলোকের ন্যায়, স্বপ্নদোশ হয় অর্থাৎ তাহার পুংলিঙ্গ দিয়া বীর্যপাত হয়, তবে তাহাকে পুরুষ ধরিতে হইবে। আর যদি তাহার স্তন স্ত্রীলোকের ন্যায় উঠে, কিম্বা স্ত্রীলোকের ন্যায় উহা হইতে দুধ বাহির হয়, কিম্বা ঋতু হয়, অথবা গর্ভবতী হয়, কিম্বা স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার সহিত সঙ্গম করা সম্ভব হয়, তবে তাহাকে স্ত্রীলোক ধরিতে হইবে। যদি উল্লিখিত কোন চিহ্ন প্রকাশিত না হয় কিন্তু উভয় প্রকার চিহ্ন প্রকাশিত হয়, যথা স্ত্রীলোকের ন্যায় স্তন উঠে; কিন্তু পুরুষের ন্যায় দাড়ি ওঠে,

পুরুষলিঙ্গ দিয়া বীর্য্য পাত হয়, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ দিয়া হায়েজ বাহির হয়, অথবা স্ত্রীলিঙ্গ দিয়া প্রসাব বাহির হয়, কিন্তু পুরুষাঙ্গ দিয়া বীর্য্যপাত হয়, তবে ইহাকে খোনছায়-মোশকেল বলা হয়। উহার বঙ্গানুবাদে অমীমাংসিত হিজড়া বলা যাইতে পারে।

এইরূপ খোনছায়-মোশকেল মরিয়া গেলে, তাহাকে গোছল দিতে হইবে না, বরং তায়াম্মাম করাইয়া দিবে, যদি কোন মোহারম ব্যক্তি তায়াম্মম করাইয়া দেয়, তবে বিনা খেরকা তায়াম্মম করাইয়া দিবে, আর আজনবি ব্যক্তি তায়াম্মম করাইয়া দিলে, হস্তে খেরকা (কাপড়) জড়াইয়া তায়াম্মম করাইয়া দিবে এবং তাহার হস্তদ্বয় দেখিবে না। গোরে নামাইবার সময় তাহাকে চাদরে ঢাকিয়া নামাইবে। মোহরম ব্যক্তি তাহাকে দফন করিবে। স্ত্রীলোকর ন্যায় পাঁচ কাপড়ে কাফন দিবে। সে জীবদ্দশায় রেশমী বস্ত্র ও গহনা পরিধান করিবে না। যদি কেহ তাহাকে চুম্বন করে, তবে তাহার পক্ষে তাহার মাতা, দাদী ও নানী হারাম হইবে। এহ্‌রাম অবস্থায় স্ত্রীলোকের ন্যায় কাপড় পরিবে। নামাজ পড়া কালে রূপোশ ব্যবহার করিবে। নামাজে পুরুষদিগের পশ্চাতে ও স্ত্রীলোকদিগের অগ্রে দাঁড়াইবে।

৫০৩। প্রঃ—স্ত্রীলোকের ঈদের নামাজ পড়া কি? কি ভাবে পড়িবে?

উঃ—স্ত্রীলোকদের জুমা ঈদের নামাজ রহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে উহা পড়িতে হইবে না। শামী, ১।৪৭১।

৫০৪। প্রঃ—মোর্দ্দারের বিছানায় বসিয়া কোরআন পাঠ করা হইবে কিনা? উহার গোছল, কাফ ন হওয়ার পূর্ব্বে তাহার চারিদিকে বসিয়া কোরআন পড়া কি?

উঃ—মৃত্যুর পরে তাহার নিকট বসিয়া কোরআন পড়া মকরুহ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কাহাস্তানি বলিয়াছেন, গোছল না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিকট বসিয়া কোরআন পড়া মকরুহ হইবে না। তবইন ও নহরোল-ফায়েকে আছে, উহা মকরুহ হইবে। আল্লামা শামী বলিয়াছেন, যদি লাশকে পাক কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা হয়, তবে ঐ অবস্থায় কোরআন পড়া মকরুহ হইবে না। আর যদি উচ্চ শব্দে কোরান পড়া হয়, তবে মকরুহ হইবে, চুপি চুপি পড়িলে, মকরুহ হইবে না। যদি কেহ দূরে বসিয়া কোরাণ পড়ে, তবে মকরুহ হইবে না। আলমগিরি, ১।৬৭, শামী ১।৮৯৫।৮৯৬, দোরোর্ল-মোখতার, ১।৬৭।

৫০৫। প্রঃ—কোন মৃত্যুকে দফন করার পরে যদি তাহার পুত্র কিম্বা তদীয় কোন ওয়ারিশ ঐ দিবসের পরের সন্ধ্যায় জানাজা পাঠকারি আত্মীয় স্বজনকে ও প্রতিবেশীকে গরু খাসি জবেহ করিয়া খাওয়াইয়া ছওয়াব রেছানি করিতে চাহে, তবে তাহা কি হইবে?

উঃ—যদি দরিদ্রদিগকে মৃত্যের ছওয়াব-রেছানি উদ্দেশ্যে কিছু ভক্ষণ করায় তবে মোস্তাহাব হইবে। আর জিয়াফত উদ্দেশ্য আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইলে, মকরুহ হইবে, শামী, ১।৮৪২। পৃষ্ঠা

৫০৬। প্রঃ—কোন পুরুষ আপন স্ত্রীকে জেনাকার বলিয়া দোষ দেয় এবং একাধিক্রমে ২।৩ বৎসর তাহার সহিত কথা না বলে, তবে কি হইবে?

উঃ—ইহাতে তালাক হয় না, অবশ্য নির্দ্দোষ লোককে জেনার অপবাদ দিলে ৮০ কোড়া মারার ব্যবস্থা কোরানে আছে, স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। যদি স্বামী জেনা করিতে দেখে, আর স্ত্রী উহা অস্বীকার করে, তবে লেয়ান করার ব্যবস্থা আছে। লেয়ানের নিয়ম এই যে, কাজির আদেশে স্বামী চারিবার বলিবে আমি আল্লাকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আমি সত্যাবাদী। পঞ্চমবারে বলিবে, আমার স্ত্রীকে যে জেনার অপবাদ প্রদান করিয়াছি, যদি ইহাতে আমি মিথ্যাবাদী হই তবে আমার উপর খোদার লা'নত পড়িবে।

তৎপরে স্ত্রী চারিবার বলিবে, আমি খোদাকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আমার উপর আমার স্বামী অপবাদ দিয়াছেন, ইহাতে তিনি মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলিবে, যদি আমার স্বামী আমার উপর যে জেনার অপবাদ দিয়াছেন, ইহাতে তিনি সত্যবাদী হন, তবে আমার উপর খোদার গজব হইবে। উভয় পক্ষে এইরূপ 'লেয়ান' বলা হইলে, কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করাইয়া দিবেন। কাজি তাহাকে তালাক দিতে বলিলেন, অস্বীকার করিলে কাজি নেকাহ ফছখ করাইয়া দিবেন। আলমগিরি, ১।৫৪০।

৫০৭। প্রঃ—সুদের টাকা দিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাতে নামাজ পড়ার কি হুকুম? উহা ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে হালাল অর্থ দ্বারা মছজেদ প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিনা?

উঃ—উহাতে নামাজ পড়া এক রেওয়াএতে মকরুহ তহরিমি, অন্য রেওয়াএতে নাজায়েজ। শামী, ১।৩৫৪। উহা সংশোধিত না হইলে,

অন্যত্রে মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে। উক্ত মছজেদ মছজেদে-জেরারের হুকুম হইবে। আর জেরারের মছজেদ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই হিসাবে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে না।

৫০৮। প্রঃ—যদি কেহ স্ত্রীকে তালাক রাজয়ি দিয়া থাকে, তবে লইতে ইচ্ছা করিলে, কি করিবে।

উঃ—এদ্দতের মধ্যে বিনা নেকাহ তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে।

মুখে বলিবে, আমি তোমাকে ফিরাইয়া লইলাম, ইহার জন্য দুইজন উপযুক্ত সাক্ষী রাখিবে। এদ্দত অন্তে যদি বিবি উক্ত রোজায়াতের কথা স্বীকার না করে, তবে রোজায়াত সাব্যস্ত হইবে। আর বিবি স্বীকার করিলে, নেকাহ্ কায়েম থাকিবে। এইরূপ এদ্দতের মধ্যে তাহাকে কামভাব চুম্বন করিলে, স্পর্শ করিলে, কিম্বা তাহার সহিত সঙ্গম করিলে, নেকাহ্ বহাল থাকিবে। আর এদ্দতের মধ্যে মৌখিক বা কার্য্য দ্বারা ফিরাইয়া লওয়া সপ্রমান না হইলে এদ্দত অন্তে নেকাহ্ ফছখ হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে উভয়ে রাজি হইলে নেকাহ্ করিয়া লইতে পারে। যদি এক বা দুই তালাক রেজায়ি দিয়া থাকে, তবে এই অবস্থা হইবে। তিন তালাক রেজায়ি দিলে, বিনা তহলিলে হালাল হইবে না। শামী, ২।৭২৭,৭৩২।

৫০৯। প্রঃ—যদি স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়, কোন স্থানে যাইতে নিষেধ করিলে, চলিয়া যায়, নামাজ পড়ার কথা বলিলে, পড়িবে বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু শৈথল্য বশতঃ পড়ে না, ইহাতে নেকাহ নষ্ট হইবে কিনা?

উঃ—ইহাতে নেকাহ নষ্ট হইবে না।

৫১০। প্রঃ—স্ত্রীলোকের নামাজ কিভাবে পড়িতে হইবে।

উঃ—পুরুষের ন্যায় নামাজ পড়িবে, কেবল নিম্মোক্ত কয়েক স্থলে পৃথক ভাবে কার্য্য করিবে। পুরুষের নামাজ শুরু করা কালে দুইকানের নতি পর্য্যন্ত দুই হাত উঠাইবে, কিন্তু স্ত্রীলোকে দুই কাঁধের বরাবর দুই হাত উঠাইবে। স্ত্রীলোকে দুই হাত আস্তিন হইতে বাহির করিবে না। এক হাত অন্য হাতের উপর স্তনদ্বয়ের নীচে রাখিবে। রুকুতে অল্প পরিমাণ ঝুকিবে। রুকুতে দুই জানুর ঠেক লাগাইবে না, রুকুতে আঙ্গুলিগুলি ফাক ফাক করিবে না, বরং মিলাইয়া রাখিবে, দুই হাত দুই জানুর উপর রাখিবে,

উহাকে শক্ত করিয়া ধরিবে না। রুকুতে নিজের জানুকে ঝুকাইবে। রুকুতে জড়-শড়ভাবে থাকিবে, ছেজদাতে বোগল মিলাইয়া থাকিবে। ছেজদাতে দুই হাত বিছাইয়া থাকিবে, আত্তাহিয়াতো পড়াকালে দুই পা ডাহিন দিক হইতে বাহির করিয়া রাখিবে। আত্তাহিয়াতো পড়া কালে এমন ভাবে হাত রাখিবে যে, অঙ্গুলিগুলির মস্তক জানুতে পৌছাইবে। অঙ্গুলিগুলি মিলাইয়া রাখিবে। যদি নামাজে কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে তছবিহ পড়িবে না, বরং হাতে তালি দিবে। পুরুষের এমামত করিবে না, তাহাদের জামায়াত মকরুহ, জামায়াত করিলেও এমাম তাহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইবে। তাহাদের জামায়েতে উপস্থিত হওয়া মকরুহ। পুরুষের জামায়েতে সারিতে দাঁড়াইবে। তাহাদের উপর জুমা ফরজ নহে। ঈদ ও তকবিরে-তশরিক ওয়াজেব নহে। ফজরে আকাশ খুব পরিস্কার হইলে, তাহার পর নামাজ পড়িবে না, ছেজদাতে দুই পায়ের অঙ্গুলিগুলি খাড়া করিবে না, আজান দিবে না, এবং মছজেদে এ'তেকাফ করিবে না। শামী, ১।৪৭১, গায়াতোল-আওতার, ১।২৩৪।

৫১১। প্রঃ—কোরআন এস্কাত দেওয়া কি?

উঃ—যদি মৃতের নামাজ রোজা কাজা থাকে, স্বেচ্ছায় কাজা করুক, আর অনিচ্ছায় কাজা করুক, তাহার পক্ষে, উহার ফেদইয়া দেওয়ার জন্য ওয়ারেছগণকে অছিএত করা ওয়াজেব হইবে। যদি তাহার কোন অর্থ সম্পতি না থাকে , তবে অছিএত করা ওয়াজেব হইবে না। দফন কাফন ও মনষ্যের ঋণ পরিশোধ অন্তে যাহা কিছু মৃতের সম্পত্তি থাকে, উহার এক তৃতীয়াংশ হইতে উক্ত ফেদইয়া আদায় করা ওয়ারেছগণের পক্ষে ওয়াজেব্। আর যদি তাহার ওয়ারেছ না থাকে, তবে তাহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে উক্ত নামাজ, রোজার ফেদইয়া আদায় করিতে হইবে। আর যদি তাহার কোন 'আছাবা' ওয়ারেছ না থাকে এবং হয় না এরূপ ওয়ারেছ না থাকে, যথা স্বামী, কিম্বা স্ত্রী তবে স্বামী কিম্বা স্ত্রী নিজের অংশ লওয়ার পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, উহা হইতে ফেদইয়া আদায় করা হইবে। যদিমৃত অছি অত না করিয়া থাকে, আর ওলি উহা আদায় করিয়া দেয়, তবে জায়েজ হইবে। প্রত্যেক ফরজের জন্য এক একটা ফেদ্ইয়া, বেতরের জন্য একটী ফেদ্ইয়া প্রত্যেক রোজার জন্য একটী ফেদ্ইয়া দিতে হইবে। হজ্জ কাজা থাকিলে, বদলা হজ্জ করাইতে হইবে। জাকাত, ফেৎরা, কাফফারা

বাকী থাকিলে, উহা আদায় করিতে হইবে। শামি, ২।১৬০।১৬১, জামেয়োররমুজ, ২০৪।

যদি কাহারও নামাজ ও রোজার কাজা থাকে, কিন্তু টাকা কড়ি না থাকে, তবে সেই পরিমাণ মূল্যে একখানা কোরআন শরিফ দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়া বলিবে, তোমার নিকট কোরআন শরিফ ফেদ্ইয়া বাবৎ এত টাকা পাওনা হইল, অমুকের নামাজ রোজা এত টাকা ফেদ্ইয়া বাকী আছে। ইহাতে তোমার দেনা পরিশোধ হইয়া গেল। ইহাকে কোরআন দ্বারা এছকাৎ করা বলা হয়। ইহা উৎকৃষ্ট নিয়ম। এমাম মোহাম্মদের দ্বারা কোরআন শরিফের মূল্য সমস্ত দুনইয়া হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, কাজেই দরিদ্রের পক্ষে উহা ফেদ্ইয়া হওয়া যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়।

৫১২। প্রঃ—ওজু করার পর কোন স্ত্রী আপন সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইলে, ওজু নষ্ট হইবে কি না?

উঃ—নষ্ট হইবে না। অবশ্য কোন স্ত্রীলোক নামাজ পড়িতেছে, এমতাবস্থায় তাহার শিশু সন্তান তাহার স্তন চুষিলে, যদি দুধ বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাহার নামাজ নষ্ট হইবে না, নচেৎ নষ্ট হইবে না, কিন্তু তিন বার স্তন চুষিলে, দুধ বাহির না হইলেও তাহার নামাজ নষ্ট হইবে, এই মছলাটী আলমগিরির ১।১০৯ পৃষ্ঠায় আছে।

৫১৩। প্রঃ—পীরোত্তর বা পীরপাল জমির টাকা জুমা ও মক্তব ঘরে লাগান জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে।

৫১৪। প্রঃ—মহরমের ১০ই তারিখে গ্রামের লোক একতাভাবে চাঁদা আদায় করিয়া গরু বা খাশি জবাহ করিয়া পোলাও রন্ধন করে, তাহা খাওয়া নাকি নাজায়েজ, অবশ্য কোরআন পাঠ দোওয়া দরুদ পাঠ করা হইবে? ইহাতে দোষ কি?

উঃ—যদি শহীদগণের রুহে ছওয়াব রেছানি করা উদ্দেশ্যে এইরূপ খাওয়ান হয়, তবে উহা ছওয়াবের কার্য্য হইবে। আর যদি দেশীয় রীতি নীতি অনুসারে এইরূপ কার্য্য করা হয়, তবে ইহা জরুরি রেছেম জানিলে, বেদয়াত হইবে, নচেৎ উহা মোবাহ হইবে।

৫১৫। প্রঃ—গরু জবাহ করাকালে হারাম মগজ পর্যান্ত ছুরি চালান মকরুহ, এদেশের মোল্লাগণ হারাম মগজ পর্য্যন্ত ছুরি চালাইয়া থাকেন,

ইহাতে নাকি সত্বর ছরদ হয় ইহার হুকুম কি?

উঃ—ইহাতে অকারণে পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়, এ হেতু উহা মকরুহ।-শামী, ৫।২৫৮।

৫১৬। প্রঃ—স্বামী যদি পাগল হয়, ভাল হইবার কোন উপায় না থাকে, এবং স্ত্রীর খোরপোষের অভাব ও জেনাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে এক্ষেত্রে কি করিতে হইবে?

উঃ—নূতন পাগল হইলে, তাহাকে এক বৎসর অবকাশ দেওয়া হইবে, ইহার মধ্যে সুস্থ না হইলে, স্ত্রীকে নেকাহ ফছখের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। আর পুরাতনপাগল হইলে, কাজি তৎক্ষণাৎ তাহার নেকাহ ফছখ করিয়া দিবেন, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে। ইহা হাবি কেতাবে আছে। আলমগিরি মিসরি ছাপা, ১।৫৪৯।

৫১৭। প্রঃ—এদ্দতের ভিতরে নেকাহ পড়ান হইয়াছে, সেই অবস্থাতে একটি ছেলে হইয়াছে, ইহার ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ—এদ্দতের মধ্যে নেকাহ করা বাতীল হইয়াছে, এই বাতীল নেকাহ করাতে যে সন্তান হইয়াছে, উহা হালাল সন্তান নহে, উক্ত সন্তান তাহার ফারাএজি সত্ব পাইবে না। এখন তওবা করিয়া নেকাহ দোহরাইয়া লইবে, ইহার পরে যে সন্তান হইবে, হালাল জাদা।—শামী, ২।৪৮২।

৫১৮। প্রঃ—নেকাহ পড়াইবার পূর্ব্বে বর পক্ষের বস্ত্রালঙ্কার পাত্রী পরিধান করিলে, হারাম হইবে কিনা?

উঃ—হারাম হইবে না।

৫১৯। প্রঃ—আরবি, উর্দ্দু ও বাংলা এই তিন ভাষাতে ইজাব ও কবুল না করাইয়া কেবল বাংলা ভাষাতে ইজাব ও কবুল করাইলে, বিবাহ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে, অবশ্য আরবিতে উহা পড়ান মোস্তাহাব হইবে। উহা জায়েজ হওয়ার কথা শামীর ২।৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

৫২০। প্রঃ—আমাদের দেশে প্রচলিত শাড়ী, কেমিজ, বডি, শায়া ও ধুতি ইত্যাদি স্ত্রীলোকদের পরিধান করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যে কাপড় কোন বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের খাস কাপড় নহে, উহা ব্যবহারে দোষ নাই, অবশ্য যে পাতলা কাপড়ে গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত হয় না, উহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

৫২১। প্রঃ—হালাল জন্তুর চর্ম্ম জবাহ্ করার পূর্ব্বে বিক্রয় করা জায়েজ কিনা?

উঃ—বাঁটে দুধ থাকিতে, ঝিনুকে মুক্তা থাকিতে, ছাদে কড়ি থাকিতে, ছাগলের পৃষ্ঠে লোম থাকিতে এবং চর্ম্ম পশুর শরীরে থাকিতে উক্ত দুধ, মুক্তা, কড়িকাষ্ঠ, লোম ও চামড়া বিক্রয় করা নাজায়েজ, ইহা শামীর ৪।১৪৯।১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। নাজায়েজ কার্য্য হারাম হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি ইহা হারাম ও নাজায়েজ বলিয়া অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি ফাছেক, বরং ফেকহ্ অমান্যকারী, অহাবী, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তাহরিমি।

৫২২। প্রঃ—গৃহস্থ লোকদের কোন্ কোন্ মালের উপর জাকাত দেওয়া ফরজ?

উঃ—নেছাব পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, গহনা ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর জাকাত ফরজ হইবে। নেছাব পরিমাণ চতুষ্পদ পশু বৎসরের অধিকাংশ সময় ময়দানে চরিয়া খাইলে, উহার উপর জাকাত ফরজ হইবে। দেনা বাদ দিয়া একবৎসর বস্তুগুলি নেছাব পরিমাণ যাহার নিকট থাকিবে, তাহার উপর জাকাত ফরজ হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত 'জাকাত ও ফেৎরা'র মছলা কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

৫২৩। প্রঃ—খাইখালাসী অর্থাৎ অগ্রিম খাজনা দেওয়া জমি ৫ কিম্বা ৭ বৎসরের মিয়াদে লওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৫২৪। প্রঃ—যে এমাম এদ্দতের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের নিকাহ্ পড়াইয়া লোকের তাড়নাতে ঐ এমাম নিজ নিজ স্ত্রীর নেকাহ্ দোহরাইয়া লয়, এরূপ এমামের পশ্চাতে জুমার নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি এমাম এইরূপ নেকাহকে হালাল জানিয়া পড়াইয়া থাকে, তবে তাহার নূতন করিয়া ঈমান আনিতে ও তওবা করিতে হইবে, নিজের স্ত্রীর নেকাহ্ দোহরাইতে হইবে, উক্ত হারাম বিবাহের স্ত্রীপুরুষকে পৃথক করাইতে দিতে হইবে। হালাল না জানিয়া উহা করিয়া থাকিলে, কেবল তওবা করিতে ও উভয়কে পৃথক করাইতে দিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্ত্তগুলি পাওয়া গেলে, উক্ত এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

৫২৫। প্রঃ—মাতৃ সম্পত্তির পুত্র ও কন্যা কিরূপে ফারায়েজি অংশ পাইবে?

উঃ—জবেল ফরজ (অংশী)গণ নিজেদের অংশ লওয়ার পর যাহা কিছু বাকী থাকিবে, তাহা পুত্র দুই অংশ হিসাবে এবং কন্যা এক অংশ হিসাবে পাইবে।

৫২৬। প্রঃ—যে বিবাহ উপলক্ষে গান, বাদ্য ও আতশবাজি হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ পড়াইবার সময় বাদ্য বাজনা হয় নাই, এইরূপ বিবাহ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—গান, বাদ্য ও আতশবাজি হারাম, জানিয়া শুনিয়া এইরূপ বিবাহ মজলিশে উপস্থিত হওয়া নাজায়েজ। অবশ্য বিবাহ জায়েজ হইবে।

৫২৭। প্রঃ—কেহ মরিয়া গেলে, সেই মৃত্যুর দিবসে যদি তামদারি করিয়া লোকদিককে খাওয়াইবার ইচ্ছা করে, তবে উহা জায়েজ হইবে কিনা? মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে সপ্তম দিবসে কিম্বা ৪০ দিবসে দেশ প্রথা অনুসারে যে খয়রাত ও তা'মদারি করা হয়, ইহা করা এবং খাওয়া কি? পিতামাতা আত্মীয়গণের নামে কিরূপ খয়রাত করিবে?

উঃ—দরিদ্রদিগকে দান খয়রাত করা সকল সময় জায়েজ। মৃত্যুর তিন দিবসের মধ্যে লোকদিগকে জিয়াফত খাওয়ান মকরুহ তররিমি। দেশে ৩য় দিবস নির্দ্দিষ্টভাবে তা'মাদারি ও খয়রাত করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসে ত'মদারি ও খয়রাত করা, যদি জরুরি ধারণা করিয়া থাকে, অন্য দিনে ছওয়াব হইবে না ধারণা করিয়া থাকে, ইহা মকরুহ ও বেদয়াত হইবে।

পিতামাতা ও আত্মীয়গণের রুহে ছওয়াবরেছানি করিতে ইচ্ছা করিলে, যে কোন দিবসে উহা করিবে, দরিদ্র কাঙ্গালদিগকে দান খয়রাত করিবে, মাদ্রাছা মক্তবের তালেবোল-এলমদিগকে কেতাব, কাপড় টাকা পয়সা বা খাদ্য দান করিবে। মাদ্রাছা মক্তবে গৃহ নির্মানের জন্য জমি, কাষ্ঠ, আছবাব পত্র দান করিবে। মছজেদে মক্তব বা কোন পল্লিতে কূয়া, টিউবওয়েল প্রস্তুত করাইয়া দিবে। পোল, সেতু, পথ, খানকাহ, পান্থশালা, মছজেদ প্রস্তুত করাইয়া দিবে। এতিমখানাতে কাপড়, কেতাব, টাকা পয়সা বা মুষ্টি চাউল দান করিবে। আলেমদিগকে কোরআনের তফছির, হাদিছ, ফেকহ আকায়েদ, আছমায়োহ-রেজাল, ওছুলে-হাদিছ, ওছূলে-ফেক্হ ও ইছলামি

তারিখের কেতাব ক্রয় করিয়া দিবে বা কোন কেতাব খানাতে উহা অকফ্ করিয়া দিবে। মছজেদে বা কোন তালেবোল এলমকে কোরআনশরিফ অক্‌ফ করিয়া দিবে। এই সমস্ত বিশুদ্ধ হালাল অর্থ হইতে করিবে। হালাল ও হারাম অর্থ মিশ্রিত থাকিলে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কিম্বা ধার কর্জ্জ লইয়া উক্ত কার্য্য করিবে নিয়তটী খাঁটী করিতে হইবে, লোকের নিকট নাম হইবে। নাবালেগ শরিকের অংশ যে টাকা কড়িতে আছে, এইরূপ এজমালি সম্পত্তি হইতে দান করিবে না, বরং বালেগ ওয়ারেছগণের অংশ পৃথক করিয়া লইয়া তাহা হইতে উহা করিবে।

৫২৮। প্রঃ—মৃতকে দফন করিয়া কবরের নিকট দাঁড়াইয়া মৃতকে কিছু বলিয়া দিতে হইবে কিনা? হইলে, উহা কি?

উঃ—আলমগিরির ১।১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, দফন করার পরে এই পরিমাণ সময় গোরের নিকট বসিয়া থাকিবে যে, একটি উটের বাচ্চা জবাহ করিয়া উহার গোশত বণ্টন করা সম্ভব হয়। তাহারা বসিয়া কোরআন পড়িবে ও মৃতের জন্য দোওয়া করিবে। ইহা জাওহারায়-নাইয়েরাতে আছে। মেশকাতের ২৩ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, নবি (ছাঃ) লাশকে দফন করার পরে গোরের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাফি চাও এবং তাহার মোনকের নকিরের ছওয়ালের জওয়াবে স্থির প্রতিজ্ঞা থাকার জন্য খোদার নিকট দোওয়া কর, কেননা এক্ষণে সে জিজ্ঞাসিত হইবে।

শামীর ১।৭৯৭ পৃষ্ঠায় আশেয়া'তোল্লামাতের ১।১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, একটি হাদিছে আছে,—

গোরের নিকট দাঁড়াইয়া বলিবে,

يافلان بن فلان اذكر دينك التى كنت عليه من شهادة ان لا اله الاالله وان محمدارسول الله وقل رضيت بالله وبا بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقران اماما وبالكعبة قبلة وبالمومنين اخوانا☆

'ইয়া ফোলানোবনে। ফোলালেন ওজকোর দিনাকাল্লাতি কোন্তা আলায়হে মেন শাহাদাতে আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো অ-আন্না

মোহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ, অকোল রাদিতো বিল্লাহে রাব্বাঁও অ-বেল-ইছলামে-দিনাও অ-বেলকোর-আনে এমামাঁও অ-বেল কা'বাতে কেবলাতঁও অ-বেল-মো'মেনিনা এখ'ওয়ানা।''

৫২৯। প্রঃ—গরু কিম্বা খাসী ৫ টাকা দিয়া খরিদ করিয়া জবাহ করার পরে গোশতের মূল্য চার আনা, কিম্বা আট আনা বেশী করিয়া ভাগ বণ্টনে গোশত খাওয়া হালাল হইবে কিনা?

উঃ—হালাল হইবে।

৫৩০। প্রঃ—বিবাহ উপলক্ষে বর পক্ষ হইতে বিবাহের ৫।৭ দিবস পূর্ব্বে ২।৩ মণ মিষ্টান্ন কন্যা পক্ষ লইয়া থাকে, উহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহা মন্দ রীতি, ইহা লোপ করার চেষ্টা করা জরুরি।

৫৩১। প্রঃ—বিবাহের দিবস কন্যা পক্ষ বর পক্ষের নিকট হইতে ছাগল, তৈল, মৎস্য লইয়া থাকে, বর পক্ষ ইহাতে নারাজ হইলেও পরিত্রাণ নাই, ইহা কি?

উঃ—ইহা জায়েজ নহে, ইহা পনের মধ্যে গণ্য হইবে।

৫৩২। প্রঃ—কোন মছজেদের মিম্বর ১২ অঙ্গুলী অপেক্ষা অধিক উচ্চ, উহার উপর ছেজদা করা কি?

উঃ—জায়েজ হইবে না।—আলমগিরি, ১।৭৩, শামী, ১।৪৮০।

৫৩৩। প্রঃ—জুমার দিনে ছুন্নত পড়িয়া যদি খতিবকে বলেন যে, খোৎবা শুরু করুন, তবে সেই আদেশদাতা ব্যক্তির নামাজে কোন ক্ষতি হইবে কিনা? এইরূপ দেওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—ইহাতে তাহার নামাজের কোন ক্ষতি হইবে না। এইরূপ হুকুম দেওয়া নাজায়েজ নহে।

৫৩৪। প্রঃ—নানীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত বিবাহ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ভগ্নী হারাম, ভগ্নীর কন্যা ও নাৎসিন হারাম, কাজেই উক্ত নেকাহ হারাম।

৫৩৫। প্রঃ—কন্যার স্বামী বর্ত্তমানে, সেই কন্যার নেকাহ অন্যত্রে দেওয়া কি? দিলে তাহার ব্যবস্থা কি? বিনা নেকাহ অন্যে তাহার সহিত সঙ্গম করিলে, জেনা হইবে কিনা?

উঃ—এইরূপ নেকাহ হারাম। ইহা জানিয়া করাইয়া দিলে, তাহার নেকাহ ভঙ্গ হইবে, নচেৎ হারাম হইবে। এইরূপ লোক সংশোধিত ন হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। বিনা নেকাহ তাহার সহিত সঙ্গম করিলে, জেনা হইবে।

৫৩৬। প্রঃ—দৈনিক মজুরী খাটা লোক বা ঐরূপ গরীব লোকের প্রতি জুমার নামাজ পড়া জায়েজ কিনা? প্রকাশ থাকে, যাহাদের বাড়ী মজুরী খাটে, তাহারা নামাজ পড়িতে কোনরূপ বাধা দেয় না।

উঃ—শ্রমিক গ্রহণকারী শ্রমিককে জুমা পড়িতে নিষেধ করিতে পারে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, আবু আলি দাক্কাক বলেন, নিষেধ করিতে পারেন না, কিন্তু দূরে জুমা পড়িতে গেলে, যে সময় নষ্ট হয়, উক্ত পরিমাণ বেতন কর্ত্তন করা যাইবে। আর নিকটে জুমা পড়িতে গেলে, বেতন কর্ত্তন হইবে না। ইহা মুহিতে আছে। বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলেন, মতনের কেতাবগুলিতে এই মত সমর্থিত হয় আলমগিরি, ১।৭৬৩।

৫৩৭। প্রঃ—গর্ভবতী স্ত্রীলোক যদি বসিয়া ছেজদা করিতে কষ্ট বিবেচনা করে, বা পারে না, এমতাবস্থায় ইশারার সঙ্গে নামাজ পড়িতে পার কিনা?

উঃ—যদি সে দাঁড়াইতে গেলে, মস্তক ঘুরিয়া পড়ে, অথবা বেদনা অনুভূত হয়, তবে বসিয়া রুকু ও ছেজদা করিয়া নামাজ পড়িবে। সামান্য একটু কষ্ট হইলে, কেয়াম ত্যাগ কার জায়েজ হইবেনা। দাঁড়াইতে না পারিলে যেভাবে বসা সম্ভব হয়, সেইভাবে বসিয়া পড়িবে। সোজা হইয়া বসিতে না পারিলে, যে কোন বস্তুর উপর ঠেস লাগাইয়া বসিবে। যদি কেয়াম, রুকু ও ছেজদা করিতে অক্ষম হয়, তবে ইশারা করিয়া রুকু ও ছেজদা করিবে। ছেজদার ইশারা রুকুর ইশারা অপেক্ষা একটু নীচু করিবে, উভয় ইশারা সমান করিলে, নামাজ জায়েজ হইবে না। যদি রুকু করিতে পারে, কিন্তু করিতে গেলে, মস্তক ঘুরিয়া পড়ে কিম্বা বেশী বেদনা অনুভুত হয়, তবে রুকু করিবে এবং ছেজদার জন্য ইশারা করিবে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা নীচে হইবে। সামান্য একটু কষ্ট বোধ হইলে, ছেজদা ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না। আঃ, ১।১৪৪।১৪৫। শামী, ১।৭১০।

৫৩৮। প্রঃ—একটী গোরস্তানে নূতন লাশ দফন করার স্থান নাই, এখন কোন্ দিক হইতে লাশ দফন কর জায়েজ হইবে?

উঃ—৪৪২ নম্বর মছলাতে ইহার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে।

৫৩৯। প্রঃ—মক্তবে কোন সুদখোরের ছেলে পড়ে, তাহার বেতন লওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—পরিশ্রম করিয়া তাহার বেতন লওয়া ফৎওয়াতে জায়েজ হইবে।

৫৪০। প্রঃ—শৈশবে যাহার খাৎনা দেওয়ার হয় নাই, যৌবনে তাহার কি ব্যবস্থা করিতে হইবে? খাৎনা না হওয়ার দরুণ সে গোনাহগার হইবে কিনা?

উঃ—খাৎনা দেওয়া ছুন্নতে-মোয়াকাদ্দা, উহা ইছলামের বিশিষ্ট চিহ্নস্বরূপ। যদি কোন শহরের লোক এক যোগে উহা ত্যাগ করে, তবে এমাম (খলিফা) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবেন। কেহ কেহ বলেন, ৭বৎসরের কথা বলিয়াছেন। ছহিহ মত এই যে, খাৎনার শক্তি হইলে, খাৎনা দিতে হইবে। যদি কোন বৃদ্ধ, মুছলমান হয় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, উক্ত ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারিবে না, তবে সে ক্ষমার পাত্র হইবে।

ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে, যদি কেহ খাৎনা দেওয়া অবস্থাতে বালেগ হইয়া যায়, তবে শরিয়েতের হাকিম খাৎনার জন্য তাহার উপর বল প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থাতে খাৎনা দিতে গিয়া যদি সে মরিয়া যায় তবে কেহ দায়ী হইবে না। শামী, ৫।৫৫৬।৫৫৭। ইহাতে বুঝা যায় যে, খাৎনা না দিলে গোনাহগার হইবে। অন্য রেওয়াএতে তাহার খাৎনা দিতে হইবে না। কেননা ছুন্নত আদায় করিতে ছতরে-আওরত ফরজ তরফ হইয়া যায়।

৫৪১। প্রঃ—মছজেদে তিনজন উচ্চ শব্দে কোরান পড়িতে পারে কিনা?

উঃ—যদি তিনজন মছবুক আওয়াজ করিয়া অবশিষ্ট নামাজ পড়ে, তবে ইহা জায়েজ হইবে। শামী, ১।৪৯৮।

নামাজের বাহিরে কয়েকজন একত্রে আওয়াজ করিয়া কোরআন পড়া মকরুহ হওয়ার কথা আছে। মনহয়ার টীকাতে আছে, তথায় একজন শ্রোতা থাকিলে মকরুহ হইবেনা, নচেৎ মকরুহ হইবে—নেছাবোল-এহেতেছাব ৪৯, তাহতাবি, ১।২৩৭। শামী, ১।৫০৯।

৫৪২। প্রঃ—মছজেদে একজন নামাজ পড়িতেছে এমতাবস্থায় অন্যে কোরআন কি ভাবে পড়িবে?

উঃ—চুপে চুপে পড়িবে, যে জেকর করাতে নামাজিদের

নামাজের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, উহা নাজায়েজ।—ফাতাওয়ায়-আছয়াদিয়া ১।১৩ কোরআন পাঠ জেকরের অন্তগর্ত কাজেই মছজেদে নামাজ পড়া কালে আওয়াজের সহিত কোরআন পড়িবে না।

৫৪৩। প্রঃ—যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয় ও দালালী করে, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা কি?

উঃ—ন্যায়ভাবে ক্রয় বিক্রয় করা হালাল, বরং ছওয়াবের কার্য্য। দালালী করা জায়েজ, শামী, ৫।৩৯।৫৩।

কাজেই এইরূপ লোকের পশ্চাতে এক্তেদা করা জায়েজ।

৫৪৪। প্রঃ—সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় একে অন্যাকে মাতা তুলিয়া গালি দিলে, কি শাস্তি হইবে?

উঃ—পিতাকেমাতাকে গালি দেওয়া গোনাহ কবিরা, ভাই কিম্বা পিতামাতা তলব করিলেও তাহার উপর তা'জিরের ব্যবস্থা হইতে পারে।—শামী, ৩।২৫৫।

৫৪৫। প্রঃ—বস্ত্রবয়নকারী এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—জায়েজ হইবে। হজরত আদম (আঃ) বস্ত্রবয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তফছিরে-দোর্রোল মনছুরে আছে। অনেক পীর অলিউল্লাহ এই কার্য্য করিতেন, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ আছে।

৫৪৬। প্রঃ—কোন নামাজ সূর্য্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার সময় পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—সূর্য্য উদয় হওয়ার সময় ফরজ নামাজ, ফরজের কাজা ও তওয়াফের দুই রাকয়াত নামাজ জায়েজ হইবে না, ইহা তাহতাবির ১।১৭৮ পৃষ্ঠায়, শামীর ১।২৭০ পৃষ্ঠায় ও বাহরোর রায়েকের ১।২৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার সময় সেই দিবসের আছরের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু ইহাতে মতভেদ হইয়াছে যে, কেবল দেরী করিয়া পড়া মকরুহ হইবে অথবা মূল আছরের নামাজ পড়াও মকরুহ হইবে। দোরার ও কাফি কেতাবে আছে, কেবল দেরী করিয়া পড়া মকরুহ হইবে, কিন্তু উক্ত সময়ে মূল নামাজ পড়া মকরুহ হইবে না। মুহিত ও ইজাহ কেতাবে ইহা আমাদের ফকিহগণের মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত সময়ে মূল আছরের নামাজ পড়াও মকরুহ হইবে। শরহেতাহাবী তোহফা,

বাদায়ে ওহাবী ইত্যাদি কেতাবে বিনা মতভেদে ইহাই মজহাবের মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, হুলইয়া কেতাবে ইহা যুক্তিযুক্ত ও হাদিছের অনুকূল মত বলা হইয়াছে। বাহারোররায়েক প্রণেতা এই মতের অনুসরন করিয়াছেন। উক্ত সময়ে অন্যদিবসের আছরের কাজা পড়া জায়েজ হইবে না। তাহঃ ১। ১৮০, বাহঃ, ১।২৫১, শাঃ, ১।২৭৪।

৫৪৭। প্রঃ—গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ, যদি জায়েজ না হইত, তবে গর্ভবতী তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলেলোকের এদ্দতের কথা কোরআন ও হাদিছে উল্লেখ হইত না।

৫৮৪। প্রঃ—পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্রের বিবাহ হইল, মোহরের দায়ী কে হইবে?

উঃ—যদি পিতা উক্ত মোহরের জামিন হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে, যদি বালেগ পুত্রের মোহরের জামিন হইয়া থাকে, স্ত্রী বালেগ স্বামীর নিকট উহা তলব করিতে পারে, আর ইচ্ছা করিলে তাহার পিতার নিকটও উহা তলব করিতে পারে। এক্ষেত্রে যদি বালেগ স্বামীর হুকুমে তাহার পিতা উহার জামিন হইয়া থাকে এবং পিতা উহা পরিশোধ করিয়া দিয়া থাকে, তবে পিতা পুত্রের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। তাহার বিনা হুকুমে উহার জামিন হইয়া থাকিলে, উহা পুত্রের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে না।

যদি পিতা নাবালেগ পুত্রের মোহরের জামিন হইয়া থাকে, তবে স্ত্রী তাহার পিতার নিকট উহা তলব করিতে পারিবে, যদি পিতা ইহা পরিশোধ করিয়া দেয়, তবে পুত্রের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে না, কিন্তু যদি জামিন হওয়াকালে এই সম্বন্ধে দুইজন সাক্ষী রাখে যে, সে উহা এই হেতু পরিশোধ করিয়া দিতেছে যে, উহা পুত্রের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে, তবে উহা পুত্রের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

পিতা মরিয়া গেলে, স্ত্রী তাহার সম্পত্তি হইতে মোহর আদায় করিয়া লইবে, অবশিষ্ট ওয়ারেশগণ পুত্রের প্রাপ্য অংশ হইতে উহা আদায় করিয়া লইবে। যদি পিতা নাবালেগ পুত্রের বিবাহ করাইয়া থাকে, কিন্তু মোহরের জামিন না হইয়া থাকে, আর পুত্র দরিদ্র হয়, তবে স্ত্রী তাহার পিতার নিকট উহা তলব করিতে পরিবে না। আর নাবালেগ পুত্র অর্থশালী হইলে, স্ত্রী

স্বামীর পিতার নিকট উহা তলব করিতে পারিবে, পিতা পুত্রের অর্থ হইতে উহা পরিশোধ করিয়া দিবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, বালেগ পুত্রের মোহরের জামিন পিতা না হইলে, পিতা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে না, বরং পুত্রই উহার দায়ী হইবে।

৫৪৯। প্র ঃ—কোন পিতা ও দাদা নাবালেগা কন্যার বিবাহ যদি তাহার চাচা ওলী হইয়া তাহার ও তাহার মাতার বিনা এজনে উকিল ও সাক্ষিদ্বয় দ্বারা পড়াইয়া দেয়, তবে উক্ত বিবাহ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—পিতা ও দাদা অভাবে চাচাই তাহার নিকটস্থ ওলী, কাজেই তাহার হুকুমে উক্ত বিবাহ জায়েজ হইবে।

৫৫০। প্রঃ—একটি নাবালেগা কন্যার বয়স ৯ বৎসর, বালেগ হওয়ার কোন চিহ্ন তাহার মধ্যে প্রকাশ হয় নাই, বালেগা হওয়ার সন্ধান না লইয়া বুঝিয়া বালেগা হইয়াছে বলে, তবে উক্ত কন্যার বালেগা হওয়ার কোন সন্ধান না লইয়া বা বালেগা বলা যাইতে পারে কি না?

উঃ—যাইতে পারে না।

৫৫১। প্রঃ—যে বালিকার মধ্যে বালেগা হওয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশ হয় নাই, ২।৩ বৎসর বয়সে তাহার বালেগা হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে কি না?

উঃ—বালেগা হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে না। অবশ্য ১৫ বৎসর বয়সে তাহার মধ্যে বালেগা হওয়ার কোনই চিহ্ন প্রকাশিত না হইলে তাহাকে বালেগা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ঋতু (হায়েজ), স্বপ্নদোষ, অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলে তাহাকে বালেগা ধরিতে হইবে। কাফি কেতাবে আছে, যদি স্ত্রীলোকের মধ্যে উক্ত চিহ্নগুলি প্রকাশিত না হয়, তবে ১৫ বৎসর বয়সে তাহাকে বালেগা ধরিতে হইবে। ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।—কেফায়া। শামী, ৫।১৩২।

৫৫২। প্রঃ—একজন এমাম অন্য এক মছজিদে এমামতি কার কালীন গ্রাম্যবিদ্বেষ বশতঃ অন্য একটি মছজেদকে লক্ষ্য করিয়া বলে যে, ওটা পয়খানা ঘর এবং পরে যদি নিজেই শেষোক্ত মছজেদের এমাম হয় তবে কি হইবে?

উঃ—যদি উক্ত এমাম কলহমূলক মছজেদে-জেরারকে ঐরূপ বলিয়া থাকে, তবে ইহাতে দোষ হইবে না। আর অন্যায় ভাবে খাঁটি

মছজেদকে পায়খানা বলিলে, গোনাহ কবিরা হইবে।

যদি সেই এমাম খাঁটি মছজেদকে পায়খানা বলিয়া থাকে, তবে সে মছজেদ অবমাননা করার জন্য ফাছেক হইয়াছে। আর যদি নাজায়েজ মছজেদকে উহা বলিয়া থাকে, তবে এই কথাতে দোষ নাই, কিন্তু উহার এমাম হওয়ার জন্য সে ফাছেক হইয়াছে। তফছিরে মজহারি দ্রষ্টব্য।

উভয় ক্ষেত্রে সেই এমাম যতদিবস প্রকাশ্য ভাবে তওবা না করিবে ততদিবস তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

৫৫৩। প্রঃ—এমাম যদি পর পর কয়েক জুমা নামাজ পড়াইতে আসেনা এবং আসেনা কেন জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে যে, সে নামাজ পড়াইতে যাইবে, অথচ পরে আসে না, পরন্তু উক্ত মছজেদে উক্ত এমাম ব্যতীত আর কোন উপযুক্ত লোক নাই যে, এমামতি করে। এ'অবস্থায় মোক্তাদিদের ক্রমাগত নামাজ নষ্ট হওয়ার দরুন এমামের প্রতি কি হুকুম হইবে?

উঃ—যদি এমামের অনুপস্থিত হওয়ার কোন সঙ্গত আপত্তি থাকে, তবে সময় থাকিতে তথাকার মুছল্লিগণকে বা মছজেদের মোতাওয়াল্লীকে জানান উচিত, তাহারা অন্য এমাম ঠিক করিয়া লইতে পারেন।

ওজর থাকিলে, তাহা না জানাইবার জন্য আর ওজোর না থাকিলে, অকারণে মুছল্লিগণের কয়েক জুমা নষ্ট করার জন্য উক্ত এমাম ফাছেক হইয়াছে, এইরূপ এমাম সম্ভব হইলে, পরিবর্ত্তন করা জরুরি, সেই এমাম এমামতি করিতে চাহিলে, তাহার পক্ষে তওবা করা লাজেম, না করিলে তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি।

এমাম পরিবর্ত্তন করা সম্ভব না হইলে, মুছল্লিগণের মধ্যে যে সর্ব্ব বিষয়ে ভাল সে মিম্বারে দাঁড়াইয়া ছুরা ফতেহা, এখলাছ, দরুদ ও কোন দোওয়া পড়িলে, দুই খোৎবা আদায় হইয়া যাইবে। ইহাতে জুমা আদায় হইয়া যাইবে। এমাম আজমের মতে কেবল ছোবাহানাল্লাহ পড়িলে ফরজ খোৎবা আদায় হইয়া যাইবে। আর তাহার দুই শিষ্যের মতে আত্তাহিয়াতো পরিমাণ হামদ, ছানা, কোরান, এস্তেগফার, দরুদ পড়িলে, খোৎবা আদায় হইয়া যাইবে মালাবোদ্দা-মেনহো ৬৭, শামী ১।৭৫৮।

৫৫৪। প্রঃ—একটি বয়স্ক শিক্ষিতা মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় ছিল, তাহার মাতা ও ভাই গার্জ্জেন স্বরূপ ছিল। ভাই সংসারের কর্ত্তা, মাতা

ছেলের ভয়ে তাহাজ্জদের পরে অজু করিয়া গোপনে একজন শিক্ষিত যুবকের হাতে উক্ত মেয়েটির হাত জড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি তোমাদিগকে খোদার নামে সুঁপে দিলাম, প্রকাশ্যে বিবাহ দিবার ক্ষমতা মাতার ছিল না। এই অবস্থায় তাহাদের বিবাহ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—বিবাহ এক পক্ষের প্রস্তাব (ইজাব), অন্যপক্ষের কবুল (স্বীকার) থাকা দরকার এবং দুইটি পুরুষ লোক কিম্বা একটি পুরুষলোক ও দুইটি স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকা জরুরী। এস্থলে ইজাব ও কবুল ও সাক্ষিদ্বয়ের অভাবে নেকাহ জায়েজ হয় নাই। কাজেই তাহাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া ওয়াজেব। যখন বিবাহের শর্ত্ত পাওয়া যাইবে, তখন বিবাহ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

৫৫৫। প্র ঃ—খরগোশ যে কয়েক প্রকার হউক, উহা খাওয়া হালাল হইবে কি না?

উ ঃ—উহার পা হরিণের মত হউক, আর বিড়ালের মত হউক উভয় প্রকার খাওয়া হালাল। শামী ৫।২৫৮।

হায়াতোল-হাওয়ানে-কেদেইয়ারির ১।৩৮।৩৯ পৃষ্ঠায় খরগোশের অবস্থা লিখিত আছে, উহার হায়েজ হইয়া থাকে, উহা এক বৎসর পুং থাকে, অন্য বৎসরে স্ত্রী হইয়া যায়। একনোল-আছির কামেল গ্রন্থে ৬২৩ হিজরীর এক ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহার এক বন্ধু একটি খরগোশ শিকার করিয়াছিলেন, উহার দুইটি অণ্ডকোষ, একটি পুরুষাঙ্গ ও আর একটি স্ত্রীলিঙ্গ ছিল। তিনি বলেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যপার এই যে, আমার প্রতিবেশিনী ছফিয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোক ১৫ বৎসর যাবৎ এক অবস্থায় থাকিয়া তাহার পুরুষাঙ্গ ও দাড়ী উৎপন্ন হয়, কাজেই তাহাহ উভয় লিঙ্গ হইয়াছিল।

তৎপরে তিনি খরগোশের প্রকার ভেদ করেন নাই, উহা সমস্ত আলেমের মতে হালাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

৫৫৬। প্রঃ—হারামকে যে ব্যক্তি হালাল বলিয়া ফৎওয়াদেয় এবং অপরকে উক্ত ফৎওয়া গ্রহণ করিতে আদেশ দেয়, তাহার উপর শরিয়তের ব্যবস্থা কি?

উঃ—অকাট্য হারামকে হালাল বলিলে, এবং হালাল বলিয়া ফৎওয়া দিলে কাফের হইবে। জান্নি হারামকে হালাল বলিলে, কিম্বা হালাল বলিয়া ফৎওয়া দিলে, কাফের হইবে না, কিন্তু গোমরাহ ও গোনাহগার

হইবে।

কোরআনে, মোতাওয়াতের হাদিছ ও অকাট্য এজমা দ্বারা যাহা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, উহা 'কাৎয়ি' (অকাট্য) হারাম, আর অন্যান্য দলীল হইতে যাহা হারাম প্রমাণিত হয়, উহা জান্নি হারাম।

৫৫৭। প্রঃ—বিঘা প্রতি ১নজর লইয়া বর্গা দেওয়া কি?

উঃ—অকারণে ১ বিঘা নজর লওয়া নাজায়েজ।

ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

এই আয়াত উহার প্রমাণ।

৫৫৮। প্রঃ—বিঘা প্রতি চারিমণ ধান্য বা আড়াইমণ চাউল লওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া চুক্তিবর্গা (গুলা) দেওয়া কি?

উঃ—যে জমিতে ধান্য, পাট, কলাই, ইক্ষু ইত্যাদি হইরা থাকে, উক্ত জমিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য, পাট, কলাই, ইক্ষু ইত্যাদি দেওয়ার অঙ্গীকারে চুক্তি বর্গা দিলে, উহা নাজায়েজ হইবে, ইহাকে কোন কোন স্থলে গুলা বলা হয়। হেদায়া ৪।৪০৭।৪০৯।

৫৫৯। প্রঃ—আষাঢ় মাসে ২০ কাঠা ধান্য দিয়া ৩ কাটা মজুরী দিয়া ৯ কাঠা চাউল যায়, কিন্তু এখন বাকী ২০ কাঠা ধান্য দিয়া মজুরী ১০কাঠা চাউল মাঘ মাসে লওয়া শরিয়তে জায়েজ কিনা?

উঃ—ধান্য ভানিয়া দিয়া চাউল মজুরি লওয়া জায়েজ নহে, শামী, ৫।৪৮; অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাহাকে বেতন দিবে, কিম্বা ভানিবার পূর্ব্বে বেতন স্বরূপ ধান্য দিবে, অথবা কিছু পয়সা ও কিছু ধান্য দিয়া দিবে।

আস্ত গম, ময়দার আঁটার সহিত বিক্রয় করা জায়েজ নহে, হেদায়া, ৩।৮৩।৮৪, এই হিসাবে ধান্যের পরিবর্ত্তে চাউল খরিদ করা জায়েজ নহে।

৫৬০। প্রঃ—এণ্ডির কাপড় পরিয়া নামাজ পড়া কি, নামাজ ব্যতীত অন্য সময় উহা ব্যবহার করা কি?

উঃ—যদি উক্ত কাপড় রেশমের প্রকার বিশেষ হয় তবে উহা হারাম হইবে, নচেৎ উহা হালাল হইবে। বর্ত্তমান জামানায় আলেগণ উহা রেশম কিনা ইহাতে মতভেদ করিতেছেন, কাজেই মতভেদ ঘাটিত বস্তু ত্যাগ করা উচিত।

৫৬১। প্রঃ—যদি কেহ এইরূপ জমি বর্গা দেয় যে, দশ আনা ধান্য ও

খড় জোতদারের হইবে, তবে ইহা জায়েজ হইবে কিনা? যদি কেহ এইরূপ বন্দোবস্ত করে যে, ধান্য অৰ্দ্ধেক ও খড় সম্পূর্ণ জোতদারের হইবে, তবে উহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—এস্থলে তিন প্রকার বর্গার (ভাগের) কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা হইলে উক্ত মছলাদ্বয়ের জওয়াব বুঝা যাইবে।

যদি ধান্য আৰ্দ্ধেক, অৰ্দ্ধেক এবং যে বীজ না দিয়াছে, খড় তাহার হইবে, ইহা শর্ত্ত স্থির হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না। যদি ধান্য অৰ্দ্ধেক, অৰ্দ্ধেক এবং যে বীজ দিয়াছে খড় তাহার হইবে, ইহা শর্ত্ত স্থির হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

যদি ধান্য অৰ্দ্ধেক, অৰ্দ্ধেক স্থির হয়, এবং খড়ের কথা উল্লেখ করা না হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে। খড় যে বীজ দিয়াছে, তাহার হইবে। ইহা জাহেরে-রেওয়াএত, বালখের ফকিহগণ বলেন, দেশের প্রথা অনুসারে খড় অৰ্দ্ধেক, অৰ্দ্ধেক হইবে। ছদরোশ-শরিয়া ও হেদায়া লেখক ইহা সমর্থন করিয়াছেন। হেদায়া ৪।৪২৫।

৫৬২। প্রঃ—দাঁত পড়িয়া জাওরার পর যদি কোন পরহেজগার ব্যক্তি দাঁত বাধাইয়া লয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—চাঁদি দ্বারা বাঁধাইয়া লয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে না।— হেদায়া ৪।৪৫৫, শামী, ৫।৩১৬।৩১৮, পাথর দ্বারা উহা বাধানো জায়েজ হইবে।

৫৬৩। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি ৬ বিঘা জমি এই শর্তে বর্গা দেয় যে, ২বিঘার সম্পুর্ণ ধান্য ও খড় আমার ও অবশিষ্ট ৪ বিঘার অৰ্দ্ধেক আমার, বাকী প্রজার ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—নাজায়েজ হেদেয়া, ৪।৪০৯।

৫৬৪। প্রঃ—মানশা ছাগলের গোশত ধনী ব্যক্তির খাওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু কোন দরিদ্র যদি উহা লইয়া ধনীকে দান করে, কিম্বা ধনী ব্যক্তি উহা দরিদ্রের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লয়, তবে ধনীর পক্ষে খাওয়া হালাল হইবে কিনা?

উঃ—হালাল হইবে, ইহার প্রমাণ বরিরার হাদিছ। মেশকাত, ১৬১। পৃষ্ঠা।

৫৬৫। প্রঃ—জীবিত গোসাপ ধরিয়া বিক্রয় করা, কিম্বা উহা মারিয়া উহার চামড়া বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জীবিত গোসাপ বিক্রয় করা জায়েজ নহে, হেদায়া, ৪।১০৩ শামী, ৪।২৯৭।২৯৮।

৫৬৬। প্রঃ—ধারে ধান্য বিক্রয় ২ টাকার স্থলে ৩।৪ টাকাতে ৫।৬ মাস ওয়াদা করিয়া লওয়া হইয়া থাকে ইহা কি?

উঃ—মানুষ স্ত্রী পরিবারের খোরাকের জন্য বিব্রত হইয়া কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিষ ধারে লইতে গেলে, বিক্রেতা অনেক বেশী মূল্য লইয়া থাকে, ইহা নাজায়েজ।

শামী, ৪।১৬৪ পৃষ্ঠা।

(بيع المضطر وشرائه فاسد) هوان يضطر الى طعام او شراب اولباس او غيرها ولا يبيها البائع الا بالكثرمن ثمنها بكثير☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, বিপন্ন ব্যক্তির নিকট অধিক বেশী মূল্য কোন জিনিষ বিক্রয় করিলে, উহা নাজায়েজ হইবে। ২ স্থলে ৩।০ মূল্য লওয়া অতিরিক্ত বেশী হইবে, কাজেই উহা নাজায়েজ।

৫৬৭। প্রঃ—ধান্যের সহিত চিটা (পাতাস) মিশাইয়া ১।০ দরে বিক্রয় হয়, চিটা বিহীন ভাল ধান্য বিক্রয় হয়, এক্ষেত্রে উহাতে চিটা মিশান জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—দূষিত বস্তু বিক্রয় কালে, যদি উহার দোশ প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিম্বা উক্ত দোষের কথা বলিয়া দেওয়া হয়, তবে উহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবে। যদি উহা এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় যে, খরিদ্দারের চক্ষে পড়ে না তবে উহা না বলিয়া বিক্রয় করিলে, জায়েজ হইবে না। দোর্রোল-মোখতার, ৩।৩৩ পৃষ্ঠা—

لا باس ببيع المشوشه ان ابين عشه اوكان ظاهر ايرى وكذاقال ابوحنيفة رحمة الله تعالىٰ فى حنطة خلط فيها الشعير والشعير يرىٰ لاباس ببيعه وان بحنه لايبيع ☆

শামী, ৪।৩৬ পৃষ্ঠাঃ—

(ان الحية لا يبيع) اى الاان يبين لانه لايرى

সমাপ্ত